মডেল টেস্ট-এর উত্তরমালা

বাংলা প্রথম পত্র

মডেল টেস্ট- ০১

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	খ	৬	ঘ	৭	ক	৮	ক	৯	ক	১০	খ	১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	ক

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুভা জলকুমারী হলে জল থেকে সাপের মাথার মণি প্রতাপের জন্য ঘাটে রেখে দিত।

খ 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম'–উক্তিটি দ্বারা সুভার হৃদয় মর্মাহত হওয়ার আকুতিকে বোঝানো হয়েছে।

সুভা প্রতাপকে পছন্দ করত। তাকে আপন করে পাওয়ার বাসনা সুভা হৃদয়ে লালন করত। কিন্তু একদিন অপরাহ্ণে সুভা নদীর তীরে গেলে প্রতাপ তাকে উপহাস করে বলে, "কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।" প্রতাপের এমন কথার বিষাক্ত তীর সুভার মর্মে এসে বিঁধে। সে প্রতাপের কাছে এমন উপহাসমূলক রূঢ় আচরণ প্রত্যাশা করেনি। তাই সে মর্মবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় আক্ষেপ করে বলে, 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম।'

উত্তরের মূলকথা : 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছিলাম'–উক্তিটি দ্বারা সুভার হৃদয় মর্মাহত হওয়ার আকুতিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের স্বপ্নার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার মানসিক দুরবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। সে কথা বলতে পারে না। এজন্য সবাই তাকে চরমভাবে অবহেলা, অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। সুভার মা সুভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করে। সুভার চারপাশটা অনেক ছোটো হতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সুভা অত্যন্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। মানসিক বিপর্যয় তাকে অতিষ্ট করে তোলে। সুভা নিজেকে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য ভাবতে থাকে। সে মানসিক অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ধীরে ধীরে সুভা মানসিক দুরবস্থার দিকে ধাবিত হয়। ফলে তার কোনো ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি।

উদ্দীপকের স্বপ্না সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সে লেখাপড়া ও খেলাধুলায় খুবই পারদর্শী। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাকে একটি হাত ও পা হারাতে হয়। এজন্য স্বপ্না মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। স্বপ্নার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে এ বিষয়টি স্বপ্নার পরিবার নিশ্চিত হয়ে যায়। সড়ক দুর্ঘটনার পর স্বপ্নার মানসিক বিপর্যয়ের দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার মানসিক দুরবস্থার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও দুজনের মানসিক বিপর্যয়জনিত দুরবস্থা মূলত এক ও অভিন্ন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের স্বপ্নার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার দিকটি 'সুভা' গল্পের সুভার মানসিক দুরবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা যদি উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো হতো, তাহলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'সুভা' গল্পের সুভা অত্যন্ত ভাগ্য বিড়ম্বিত। সে বাক্‌প্রতিবন্ধী হয়ে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। সে কথা বলতে না পারার কারণে কেউ তার সাথে মেশেনি। সবাই তাকে এড়িয়ে চলেছে। ফলে সুভা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। অবলা প্রাণী ব্যতীত সুভার কোনো সঙ্গী ছিল না। সুভা নিজ পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সবার কাছেই করুণার পাত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সুভা কারও কাছে কোনো সহমর্মিতা পায়নি। সুভার বাক্‌প্রতিবন্ধীতার জন্য তার পরিবারেরকেও সমাজে অনেক ছোটো হতে হয়েছে। সুভার বিয়ে হচ্ছে না দেখে তার পরিবারকে এক-ঘরে করার কানাঘুঁষাও শোনা গেছে।

উদ্দীপকের স্বপ্না দুর্ভাগ্যবশত সড়ক দুর্ঘটনায় একটি পা ও একটি হাত হারিয়েছে। স্বপ্নার জীবনে মানসিক বিপর্যয় নেমে এলেও তা ছিল সাময়িক। কারণ স্বপ্নার সহপাঠীরা স্বপ্নার পাশে এসে দাঁড়ায়। স্বপ্নাকে সান্ত্বনা, সহযোগিতা ও সাহস দিয়ে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। সহপাঠীদের অনুপ্রেরণায় স্বপ্না নতুন উদ্যমে আবার লেখাপড়ায় গভীর মনোনিবেশ দান করে। এ স্বপ্নাই এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করে। স্বপ্না তার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে সক্ষম হয়। আর তার এ কাজে সহপাঠীদের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা মোটেও ইতিবাচক ছিল না। নেতিবাচক প্রভাবে সুভার পরিবার অনেক বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে। সুভার বিয়ে হচ্ছে না দেখে সমাজের লোকেরা তাদেরকে এক-ঘরে করার প্রচেষ্টা চালায়। বাধ্য হয়ে সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ সুভাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে সুভার পরিবারে চরম বিড়ম্বনা নেমে আসে। কিন্তু উদ্দীপকের স্বপ্নার সহপাঠীরা স্বপ্নার প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করায় স্বপ্নার পরিবারে কোনো বিড়ম্বনা নেমে আসেনি। তাই আমরা বলতে পারি, সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো হলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হতো না।

উত্তরের মূলকথা : সুভার প্রতি সমাজের মানসিকতা উদ্দীপকের সহপাঠীদের মতো নয় বলে 'সুভা' গল্পের সুভার পরিবারকে এতো বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখতে জানত।

খ কাঙালী নিচু জাতের হওয়ার কারণে তাকে অবহেলা করে অধর রায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছিল।

অভাগী নিচু জাতের দরিদ্র দুলে পরিবারের মেয়ে এবং তার মৃত্যুর পর ছেলে কাঙালী মায়ের সৎকারের জন্য মুখাগ্নি করতে চায়। তাই বাবা রসিক দুলে ঘরের পাশের অভাগীর হাতে লাগানো বেলগাছটি কাটতে যায়। কিন্তু সে জমিদারের দারোয়ান কর্তৃক মার খায়। তখন কাঙালী মায়ের হাতে লাগোনো গাছটি কাটার অনুমতি চাইতে অধর রায়ের বাড়িতে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। কিন্তু কাঙালী নিচু জাতের ছেলে হওয়ায় অধর রায় তার ওপর বিরক্ত হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করে।

উত্তরের মূলকথা : নিচু জাতের মানুষের প্রতি উঁচু জাতের মানুষের ঘৃণা ও অবহেলা ফুটে উঠেছে।

গ উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের গ্রামীণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে।

এদেশের গ্রামের কোথাও কোথাও চিকিৎসাপদ্ধতি এখনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন। হতদরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলো এখনো কবিরাজি চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে বলে ঝাড়ফুঁক আর পড়াপানি নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি আজও গ্রামগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। তাই গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর মানসিকতা পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি।

উদ্দীপকে মৃত্যুঞ্জয় বিষধর সাপের দংশনে আহত হয়। তাকে বাঁচাতে তারই কবিরাজ শ্বশুরের দেওয়া তাবিজ-কবচ হাতে বেঁধে দেওয়া হয়; কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা না হওয়ায় দেব–দেবীর দোহাই দিয়ে নানারকম ঝাড়ফুঁক শুরু করে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে দরিদ্র দুলে জাতের মেয়ে অভাগী কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তাকে বাঁচাতে কাঙালী কবিরাজের শরণাপন্ন হয়। এতে কবিরাজ বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিহীন ওষুধ দেয় এবং পাড়ার মানুষ বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসার কথা বলে। এর মধ্যে হরিণের শিং ঘঁষা জল, হাত দেখা অন্যতম, যা মূলত কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসাপদ্ধতিকেই ইঙ্গিত করে। উদ্দীপকের মতো গল্পেও অভাগীর কঠিন অসুখ হলে কবিরাজসহ অন্যরা নানা রকম ভ্রান্ত–কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসার কথা বলেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কুসংস্কারের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রভাবে মানুষের জীবনে স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়।

ঘ "উদ্দীপকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কুসংস্কারের দিকটির প্রতিফলন ঘটলেও মূল শ্রেণিবৈষম্য বিষয়টি অনুপস্থিত।"– উক্তিটি যথার্থ।

একসময় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণির মানুষদের নিষ্পেষণের চিত্র ছিল ভয়াবহ। জীবনযাত্রার ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা থেকেও তারা নানাভাবে বঞ্চিত ছিল। নিজেদের সহায়-সম্পত্তির ওপর দখল ছিল না। সবকিছু নির্ধারিত হতো জমিদারদের মর্জিমতো।

উদ্দীপকে মৃত্যুঞ্জয়কে বিষধর সাপ দংশন করে। এতে সে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। তার কবিরাজ শ্বশুর তাকে বাঁচাতে নানারকম মন্ত্র পড়তে থাকে। এ ছাড়া নানা রকম ভ্রান্ত তাবিজ দেয়, যা তাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে লেখক সামন্তবাদী শাসনব্যবস্থার ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন। এ গল্পে স্বামী পরিত্যক্ত দরিদ্র নারী অভাগীর মৃত্যুর পর তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ছেলে কাঙালী তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায়। কিন্তু কাঠ জোগাড় করতে গিয়ে তাকে পড়তে হয় গোমস্তা-শোষকদের অত্যাচারের দাবানলে।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নিচু জাতের মানুষের প্রতি নির্মম অত্যাচার, বহুবিবাহ, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মূলত এ গল্পে অভাগী ও কাঙালীর মতো দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের ওপর অধর রায়ের মতো হীনশোষকরা চালিয়েছে অত্যাচারের খড়্গ। আর উদ্দীপকে কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্নতার চিত্র বিদ্যমান যা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের খণ্ডিত দিক মাত্র। এর দ্বারা শুধু মৃত্যুপথযাত্রী অভাগীর ভ্রান্ত চিকিৎসার দিকটি উপস্থাপন করেছে। তাই সংগত কারণেই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষের পরিণতি উদ্দীপক ও গল্পে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বনফুলের প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

খ 'নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না'– কথাটি দ্বারা নিমগাছের উপকারিতার দিকটি বোঝানো হয়েছে।

নিমগাছ একটি ঔষধি গাছ। এর ছাল-বাকল, ডাল-পাতা সবই মানুষের চর্মরোগের মহৌষধ। এমনকি এর হাওয়া উপকারী। এর হাওয়া-বাতাস গায়ে লাগলে ছোঁয়াচে রোগ, চর্মরোগ ভালো হয়। কিন্তু আমাদের সমাজের অনেকেই নিমগাছের তেমন যত্ন নেয় না। অবহেলা করে কেটে ফেলে। তাই বিজ্ঞজনেরা নিমগাছের অপরিসীম উপকারের কথা ভেবে জনসাধারণকে তা কাটতে নিষেধ করেন।

উত্তরের মূলকথা : 'নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না'– কথাটি দ্বারা নিমগাছের উপকারিতার দিকটি বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের নিপুনের আচরণের সাথে 'নিমগাছ' গল্পের পুরুষের একক কর্তৃত্ব ও নারীর অবমূল্যায়নের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'নিমগাছ' একটি প্রতীকী গল্প। এ গল্পের মধ্যে পুরুষ শাসিত সমাজের একক কর্তৃত্বের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এ সমাজে নারীরা বড়ই অসহায়। নারীরা প্রতিনিয়ত পুরুষের কাছে করুণার পাত্রী হয়ে অনুগ্রহ কামনা করে। নারীরা যেন কোনো রকমে পুরুষের চরণদাসী হয়ে বেঁচে থাকে। নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের অবদানের বিষয়টি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়। পুরুষরা তাদের অবদান স্বীকার করে না। ফলে নারীরা পুরুষ শাসিত সমাজে অবমূল্যায়নের স্বীকার হয়।

উদ্দীপকের কলি সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম দেখাশোনা করে। এমনকি হাট-বাজার পর্যন্ত সে নিজেই করে। অথচ ছোটো-খাটো কোনো বিষয়ে তার স্বামী নিপুন তার সাথে কলহে লিপ্ত হয়। এমনকি তাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। অসহায় কলি সন্তানদের মুখের পানে চেয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে থাকে। কলি এ সংসারে তার অবদানের কোনো স্বীকৃতি পায়নি। বরং পেয়েছে কেবল লাঞ্ছনা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা। যা

তাকে মানসিকভাবে ভীষণ মর্মাহত করেছে। এক কথায় কলি অবমূল্যায়নের স্বীকার হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের নিপুনের আচরণে 'নিমগাছ' গল্পে নারীর প্রতি অবমূল্যায়নের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'নিমগাছ' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো নারীর প্রতি চরম অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন।

ঘ 'উদ্দীপকের কলি যেন বাঙালি নারীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি'– মন্তব্যটি যথার্থ।

'নিমগাছ' গল্পে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাঙালি নারীদের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মূলত পুরুষ শাসিত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। এ সমাজে পুরুষের কর্তৃত্বই সর্বেসর্বা। ফলে বাঙালি নারীরা তাদের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয়। অবলা নারীরা তাদের অধিকার পাওয়া তো দূরের কথা উলটো নানা মানসিক চাপের মধ্যে দিনাতিপাত করে থাকে। দিনের পর দিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই নারীদের জীবনের চাওয়া-পাওয়াগুলো রয়ে যায়। সামাজিক স্বীকৃতি তাদের ভাগ্যে জোটে না।

উদ্দীপকে কলি নামক এক নারীর দুঃখগাঁথা জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। কলি অত্যন্ত সংসারপরায়ণ একজন নারী। সংসারের যাবতীয় কাজ নিজেই করে থাকে। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসা, হাঠ-বাজার করা, সংসার সামলানো প্রভৃতি কাজগুলো নিজেই সম্পাদন করে। অথচ তার স্বামী তার প্রতি সন্তুস্ট নয়। কথায় কথায় তার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। অসহায় কলি সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে সব অপমান ও জ্বালা-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের কলি যেন বাঙালি নারীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কেননা বাঙালি নারীরা তাদের স্বামীর শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে থাকে। কখনও স্বামীর মুখের ওপর কথা বলার সাহস রাখে না। উদ্দীপকের কলিও এর ব্যতিক্রম নয়। তার স্বামী নিপুন তার ওপর মানসিক আঘাত করলেও কলি চিরন্তন বাঙালি নারীদের ভূমিকা পালন করেছে। কারণ কলি বাঙালি নারীসমাজের বাস্তব ও জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। সাংসারিক মায়াজালে আবন্ধ হয়ে কলি তার জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়েছে। তাই কলি বাঙালি নারীসমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কলি আমাদের বাঙালি নারীসমাজের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মার্সি পিটিশন' হলো শাস্তি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন।

খ স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাবে না, কেননা কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না এবং দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান।

পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলায় প্রথমেই ঢাকার নগরজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশে কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছিল না এবং যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান ছিল। সরকার তখন জোর করে স্কুল-কলেজ খোলার ব্যবস্থা করেছে। দেশের এই অস্বাভাবিক ও অস্থির অবস্থার কারণেই স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাবে না বলে আগেই ঠিক করে রেখেছিল।

উত্তরের মূলকথা : স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাবে না, কেননা কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে না এবং দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান।

গ উদ্দীপকের হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার আপনজন হারানোর দিকটি ফুটে উঠেছে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট চিত্রায়িত করেছেন। স্মৃতিময় বেদনার অন্তরালে তার লেখনিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন। হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি চালায়। নির্বিচারে গুলি চালায় বাঙালিদের ওপর। অসংখ্য লাশ তারা নদীতে ফেলে দেয়। নদীর জলে শতশত লাশ ভেসে যায়। হানাদার বাহিনীর এ অত্যাচার থেকে লেখিকার ছেলেও রেহাই পায়নি। তারা লেখিকার ছেলে রুমীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

উদ্দীপকেও হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদ একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত শুকায়নি। কারণ তার চোখের সামনে তার স্ত্রী ও বোনকে হানাদার বাহিনী টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। তাদেরকে তিনি আর ফেরত পাননি। 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকা জাহানারা ইমামের ছেলে রুমীকেও হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। রুমীও আর মায়ের কোলে ফিরে আসেনি। উদ্দীপক ও 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার মধ্যে আপনজন হারানোর স্মৃতিময় বেদনার দিকটি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা ও নানা বিভীষিকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার আপনজন হারানোর দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদের অনুভূতি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার মধ্যেও লক্ষ করা যায়–মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় আপনজন হারানোর বেদনা লক্ষ করা যায়। লেখিকা তার ছেলে রুমীকে হারিয়েছেন। একজন মায়ের নিকট সন্তান হারানোর বেদনা যে কতটা কঠিন তা কেবল ভুক্তভোগীর পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব। তার লেখনির মধ্যে বেদনার এই চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি ইচ্ছে করলে মার্সি পিটিশনের মাধ্যমে সন্তানকে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ পাকিস্তানিদের কাছে মাথানত করা ছিল তার নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী। তাই তিনি সন্তানকে হারিয়ে বেদনার সাগরে নিমজ্জিত হন।

উদ্দীপকে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। দেশমাতৃকার টানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার স্ত্রী ও বোনকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হলেও তিনি স্ত্রী ও তার বোনকে আর ফিরে পাননি। তাই তার শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত শুকায়নি। মনের মধ্যে আপনজন হারানোর বেদনা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছে। উক্ত ঘটনা মনে হলে এখনও তিনি শিউরে ওঠেন। আপনজন হারিয়ে তার হৃদয়টা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায়, উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদের অনুভূতি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার মধ্যেও লক্ষ করা যায়। কারণ ইকরাম আহমেদ তার স্ত্রী ও বোনকে হারিয়েছেন। তাদেরকে হারিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। তার হৃদয় আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ তার আজও অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকা জাহানারা ইমামের হৃদয়ানুভূতিও মূলত এক ও অভিন্ন। কারণ লেখিকা তার সন্তান রুমীকে হারিয়েছেন। সন্তান হারানোর গভীর বেদনায় তিনি বেদনাহত হয়েছেন। তার হৃদয়ে সন্তান হারানোর হাহাকার জেগে উঠেছে। এক কথায় আপনজন হারানোর যে অনুভূতি তা উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনায় যুগপৎভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : আপনজন হারানোর বেদনার দিক দিয়ে উদ্দীপকের ইকরাম আহমেদের অনুভূতি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার লেখিকার মধ্যেও লক্ষ করা যায়।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবি-ফারসি শাস্ত্রের প্রতি কবি আবদুল হাকিমের কোনো রাগ নেই।

খ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা করে তাদের এমন আচরণের কারণে কবি তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে সন্দিহান।

কবি আবদুল হাকিমের সামসময়িক অর্থাৎ সতেরো শতকে একশ্রেণির লোক নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করত। তারা বাংলাকে 'হিন্দুর অক্ষর' মনে করে ঘৃণা করত এবং আরবি-ফারসি ভাষায় কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। এসব মানুষকে শিকড়হীন পরগাছার সাথে তুলনা করা যায়। তাই কবি বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের বোধোদয় ঘটাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা করে তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে কবি সন্দিহান। তাই কবি বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের বোধোদয় ঘটাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ উদ্দীপকের প্রথম বন্ধুর বক্তব্য 'বঙ্গবাণী' কবিতায় বর্ণিত অন্য ভাষার প্রতি অনুরাগের কারণে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা করার দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি মাতৃভাষার প্রতি গভীর উপলব্ধি ও বিশ্বাসের কথা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। বিদেশি ভাষার প্রতি কবির কোনো বিদ্বেশ নেই। কিন্তু যারা এদেশে জন্মগ্রহণ করার পরও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে কবি তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ এবং তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাদের এই অকৃতজ্ঞ মনোভাব কবিকে ব্যথিত করে। আর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ থেকেই কবি বাংলা ভাষায় বিদ্বেষীদের প্রতি তীব্র নিন্দা ব্যক্ত করেন।

উদ্দীপকে প্রথম বন্ধু তার ছেলেটিকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা অর্জন তার কাছে নিতান্তই গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত। তাই সে গর্ব করে তার ছেলেকে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার্জনের বিষয়টি বলে। তার মানসিকতায় বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার দিকটি চিত্রিত হয়েছে। নিজ মাতৃভাষার প্রতি তার কোনো গুরুত্ব নেই। নিজে উচ্চ শিক্ষিত নয়, তাই অনর্গল ইংরেজি বলতে পারে না। বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলে। এমন মানসিকতার মাধ্যমে উদ্দীপকের প্রথম বন্ধু এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতায় অকৃতজ্ঞ মানুষদের আচরণে ভাষার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব ফুটে ওঠেছে। এদিক থেকে উদ্দীপকের প্রথম বন্ধু কবিতায় বর্ণিত মাতৃভাষার প্রতি যাদের মমত্ববোধ নেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রথম বন্ধুর বক্তব্যে কবিতায় বর্ণিত অন্য ভাষার প্রতি অনুরাগের কারণে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার দিকের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ নিজ ভাষার প্রতি অনুরাগ সূত্রে উদ্দীপকের দ্বিতীয় বন্ধুর বক্তব্য এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।

'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব মাতৃভাষাপ্রীতি। বাংলা ভাষার সঙ্গে কবিহৃদয়ের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পুরো কবিতা জুড়েই মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন কবি। অন্য ভাষার প্রতি কবির কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু মাতৃভাষা অবজ্ঞাকারীদের প্রতি কবির তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। কেননা মাতৃভাষার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না।

উদ্দীপকে দ্বিতীয় বন্ধুর বক্তব্যে মাতৃভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। যে কারো কাছে তার মাতৃভাষা খুবই তাৎপর্য বহন করে। মাতৃভাষা মানুষকে অবাধ, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করে। মাতৃভাষা ছাড়া কোনোভাবেই সহজ সাফল্য অর্জন করা যায় না। তাই উদ্দীপকের দ্বিতীয় বন্ধু তার ছেলেকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে আগ্রহী। কেননা সে মনে করে, নিজ ভাষাকে অবজ্ঞা করে অন্য ভাষায় আগ্রহী হলেই সাফল্য অর্জন করা যায় না।

'বঙ্গবাণী' কবিতায় কবি মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশের পাশাপাশি মাতৃভাষা অবজ্ঞাকারীদের প্রতি তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মাতৃভাষা বাংলার সাথে আমাদের প্রাণের সম্পর্ক বিদ্যমান। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশে এ ভাষাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই মাতৃভাষার প্রতি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। তবুও যারা মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে বিদেশি ভাষার অনুকরণ করতে চায়, এমন হীন লোকদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। উদ্দীপকের প্রথম বন্ধুর মধ্যে এমন চেতনা পরিলক্ষিত হয়েছে। অতএব, একথা যথার্থ যে, উদ্দীপকের দ্বিতীয় বন্ধুর বক্তব্য এবং 'বঙ্গবাণী' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।

উত্তরের মূলকথা : নিজ ভাষার প্রতি একচ্ছত্র অনুরাগ সূত্রে উদ্দীপকের দ্বিতীয় বন্ধুর বক্তব্য আলোচ্য কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসাফিরের গায়ে আজারির চিহ্ন।

খ মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সকল জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে এটা সত্য যে, তিনি মানুষ।

'মানুষ' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনুষ্য ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন বা মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেখানে মানুষকে সকল জাতি-ধর্মের বাইরে গিয়ে মানুষকে মনুষ্য জ্ঞানে বা মানুষের জ্ঞাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে জাত-পাতের ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে দেখেছেন। আর সে প্রসঙ্গেই কবি 'অভেদ ধর্মজাতি' কথাটি ব্যক্ত করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : ভেদাভেদহীন মানবজাতি প্রসঙ্গে কবি অভেদ ধর্ম-জাতি প্রসঙ্গটি এনেছেন।

গ উদ্দীপকের মাদার তেরেসার ধ্যান-জ্ঞান প্রকৃত অর্থে মানুসের সেবা করা। আর মানুষ কবিতায় মোল্লা-পুরোহিতরা ধর্মের নামে মানুষকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করেছেন।

মাদার তেরেসা হচ্ছেন শান্তির দূত। নোবেল শান্তি বিজয়ী (১৯৭৯) এ মানুষটির ব্রতই ছিল দুঃখী ও দুস্থ মানুষদের সেবা করা। এজন্য তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। নিজ দেশ ত্যাগ করে দেশান্তরী হয়েছেন। পিতা-মাতার চিরবিদায়ের দিনটিতেও তিনি তাদের কাছে যাননি। সেই শোকার্ত দিনেও তিনি মানুষের সেবা-যত্নের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন। প্রতিষ্ঠা করেন নির্মল-হৃদয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মানুষকে সেবা করতেন। কোনো জাতিভেদ প্রথায় আবদ্ধ না হয়ে সকলকে মনুষ্য জ্ঞানে সেবা করেছেন আমৃত্যু। এমনকি নিজের জীবনের সমস্ত অর্জনও তিনি দিয়ে গেছেন মানুষের কল্যাণে।

পক্ষান্তরে 'মানুষ' কবিতায় তার ঠিক উল্টোচিত্র আমরা দেখতে পাই। ধর্মের নামে এখানে দেখা যায় মনুষ্যপ্রাণের অবমাননা। মন্দিরের পুরোহিত আর মসজিদের মোল্লা উভয়ই ধর্মের প্রকৃত অর্থ ভুলে লোক-লৌকিকতার আশ্রয় করে মানুষকে তুচ্ছ করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা ভুলে গিয়েছেন যে সকল মানুষই একই স্রষ্টা বা আল্লাহর সৃষ্টি। তাদেরও ক্ষুধা পায়, তারা দুঃখে কাঁদে আর আনন্দে হেসে ওঠে। আর এ মানুষের হাসি-আনন্দে স্রষ্টাও হেসে ওঠেন। মোল্লা-পুরোহিতের মধ্যে এ বোধদয় একবারও পরিলক্ষিত হয় না। তারা ক্ষুধার্তের অন্ন কেড়ে নিজের উদর পূর্তি করাকেই ধর্ম মনে করে। আদতে যা চরম অধর্মের পর্যায়ে পড়ে। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের মাদার তেরেসার মধ্যে আমরা ভিন্নরূপ দেখতে পাই। যেনো মানবসেবাই মাদার তেরেসার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। এটাই তার পরম ধর্ম।

উত্তরের মূলকথা : মাদার তেরেসা মানুষ তথা মানবতার সেবা করেছেন। অন্যদিকে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিতরা মানুষকে চরমভাবে অবমাননা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত আদর্শকে 'মানুষ' কবিতার আদর্শের সমান্তরাল ভাবা যায় বলে আমি মনে করি।

'মানুষ' কবিতায় মানুষকে কবি বড়ো করে দেখেছেন। সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে গিয়ে তিনি মানুষকে স্থান দিয়েছেন। মানুষ পরিচয় দিয়েই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন।

উদ্দীপকের মাদার তেরেসাও তেমনই একজন। যিনি মানুষকে পরম মমতায় হৃদয়ের সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসছেন, সেবা করেছেন। সেখানে অসহায়, দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মানুষকে সেবা করেছেন, ভালোবেসেছেন। মানুষকে সেবা করার জন্য তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সেবামূলক কাজের পাশাপাশি হতদরিদ্র ও গরিব মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন নির্মল হৃদয়। এককথায় মাদার তেরেসার সমগ্র জীবন জুড়ে ছিল মানবসেবা। এটাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

অন্যদিকে 'মানুষ' কবিতায় কবি সেই মানবতা তথা মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করার প্রয়াসে মানুষকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। মানুষ এখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। জাত-পাতের স্থান ভুলে মানুষের জয়গান করা হয়েছে। ক্ষুধার্তকে অন্নদান করাকে পরম ধর্মজ্ঞান করা হয়েছে। মন্দির-মসজিদের প্রথা ধর্মের বাইরে গিয়ে এখানে মনুষ্য ধর্মকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি প্রথাধর্মের ভন্ডামি রোধ করার জন্য এই মানুষকেই জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই উদ্দীপকের প্রতিফলিত আদর্শ মানুষ শক্তির আদর্শের সমান্তরাল ভাবা অপ্রাসংগিক নয়; বরং প্রাসঙ্গিক।

উত্তরের মূলকথা : মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে অবমাননা করা ঠিক নয়।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রানার' কবিতায় টাকাকে ছোঁয়া যাবে না।

খ প্রশ্নোক্ত চরণটির মাধ্যমে কবি রানারের যথা সময়ে ডাক পৌঁছে দেওয়ার তাড়ার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

রানারের কাজ সূর্যোদয়ের পূর্বেই গন্তব্যস্থলে ডাক পৌঁছে দেওয়া। এ কাজটি তাদের নিময়ানুবর্তী হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হয়। এজন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। অন্যথায় তা দায়িত্বে অবহেলা বলে গণ্য হবে; যা তার জীবন ও জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারার ব্যর্থতার কথা ভেবে তারা সূর্য ওঠার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত থাকে।

উত্তরের মূলকথা : রানারের কাজ সূর্যোদয়ের পূর্বেই গন্তব্যস্থলে ডাক পৌঁছে দেওয়া। তাই সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারার ব্যর্থতার কথা ভেবে তারা সূর্য ওঠার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত থাকে।

গ উদ্দীপকে ফজু মিয়ার কার্যক্রমে ফুটে ওঠা দিকটি দায়িত্ব পালনে অবহেলার দিক থেকে 'রানার' কবিতায় বৈসাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

'রানার' কবিতায় রানারের কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়েছে। রানার অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল। দায়িত্ব পালনে রানার কোনো অবহেলা করে না। রানার জানে তার কাঁধে অনেক মানুষের সুখ-দুঃখের খবর আছে। এমনকি অনেকের টাকা-পয়সাও আছে। এগুলো যথাসময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য রানার বৃথা সময় নষ্ট না করে সম্মুখপানে ছুটে যায়।

উদ্দীপকের ফজু মিয়া তার দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। কারণ তার দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেননি। তার একমাত্র সন্তান অসুস্থ। এ বিষয়টি তিনি অন্য কোনোভাবেও সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যা 'রানার' কবিতায় রানারের কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার কাজটি রানারের কাজের বৈসাদৃশ্যতা প্রমাণ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফজু মিয়ার কার্যক্রমে ফুটে ওঠা দিকটি দায়িত্ব পালনে অবহেলার দিক থেকে 'রানার' কবিতায় বৈসাদৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : 'রানার' কবিতার রানার অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের ফজু মিয়া তার দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন, যা 'রানার' কবিতায় রানারের কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ঘ "রানারের সংসার ভাবনা যেন ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততাকেও হার মানিয়েছে"–'রানার' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'রানার' কবিতায় রানারের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তার সাংসারিক জীবনের চিত্রও ফুটে ওঠেছে। রানার অত্যন্ত অল্প টাকায় ডাকহরকরার কাজ করে। এ কাজের পারিশ্রমিক কম হলেও পরিশ্রম ও দায়বদ্ধতা অত্যন্ত বেশি। সময়মতো চিঠিপত্র নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছাতে হয়। জীবনের খুঁকি নিয়ে টাকার বোঝা বহন করতে হয়। রানারের সংসারে চরম অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও উক্ত টাকা সে ছুঁয়েও দেখে না। কারণ অন্যের টাকা খরচ করার কোনো অধিকার তার নেই।

উদ্দীপকের ফজু মিয়া রেল স্টেশনের সিগন্যালম্যান। তার একমাত্র সন্তান অসুস্থ হলে সে অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে সিগন্যালম্যানের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়। রাত তিনটার দিকে কোনো সিগন্যাল না থাকায় দুটি ট্রেন দুদিক থেকে ধেয়ে আসে এবং মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রেন দুটি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়। উদ্দীপকের ফজু মিয়ার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার কারণেই মূলত উক্ত দুর্ঘটনা ঘটে।

উদ্দীপকের ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততার চেয়ে 'রানার' কবিতার রানারের ব্যতিব্যস্ততা অনেক বেশি। ফজু মিয়া তার অসুস্থ সন্তানের জন্য যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। কিন্তু রানার তার দায়িত্ব যথাযথাভাবেই পালন করেছে। তার সংসারে অভাব-অনটন রয়েছে কিন্তু টাকার বোঝা থেকে সে কোনো টাকা আত্মসাৎ করেনি; বরং দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যে পারিশ্রমিক পাবে তা দিয়েই রানার তার সাংসারিক প্রয়োজন মেটায়। মূলত রানার তার সাংসারিক অভাব-অনটন দূর করার জন্যই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, রানারের সংসার ভাবনা যেন ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততাকেও হার মানিয়েছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : "রানারের সংসার ভাবনা যেন ফজু মিয়ার সংসারের ব্যতিব্যস্ততাকেও হার মানিয়েছে"–'রানার' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

<u>৮নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক বুধার বৃষ্টির পানি খেলে বুক ভরে।

খ কুন্তি কখনো বুধাকে কাঁদতে দেখেনি বলে হঠাৎ বুধাকে কান্না করতে দেখে সে অবাক হয়।

বুধা ও কুন্তি কুজনে বুধার মা-বাবার কবরের পাশে এসে দাঁড়ায়। কবরের মাটি স্পর্শ করে বুধা তার জীবনের আনন্দঘন দিনগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য বাপের কাছে দোয়া চায়। দেশকে যুদ্ধ করে স্বাধীন করার জন্য সাহস না হারানোর জন্য দোয়া প্রার্থনা করে। এ সময় বুধা ডুকরে কেঁদে ওঠে। তাই দেখে কুন্তি অবাক হয়।

উত্তরের মূলকথা : কুন্তি আগে কখনো বুধাকে কাঁদতে দেখেনি। তাই হঠাৎ তাকে কাঁদতে দেখে সে অবাক হয়।

গ উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে বুধা নামের এক পিতৃমাতৃহীন কিশোরকে কেন্দ্র করে। গ্রামে কলেরার প্রকোপ দেখা দিলে এক রাতের মধ্যেই বুধার চোখের সামনে একে একে তার পরিবারের সকলে মারা যায়। এভাবে পরিবার হারিয়ে বুধা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং ঘটনাটি তার জীবনকে এলোমেলো করে দেয়।

উদ্দীপকের আলমের বাবা-মা এক ট্রলার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। ঘটনাক্রমে সে আর তার ছোটো বোন বাড়িতে থাকায় তারা দুজনে প্রাণে বেঁচে যায়। তবে ঘটনাটি তাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও কলেরার কারণে একরাতের মধ্যেই বাবা-মাসহ পরিবারের সকলকে হারায়। চোখের সামনে একে একে সকলকে মরে যেতে দেখে শোকে সে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। এই ঘটনা এতিম বুধার আনন্দময় শৈশবকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ বুধার মতো উদ্দীপকের আলমও এক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবেই বাবা-মাকে হারায়। এদিক থেকে উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি আলোচ্য উপন্যাসের বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

ঘ "কাকতাড়ুয়া" উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবন-যাপন করতে হতো না"– 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা নামের এক কিশোর। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে চাচি তাকে আশ্রয় দিলেও অভাবের তাড়নায় এক পর্যায়ে তিনি তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই বুধাকে ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হতে হয়।

উদ্দীপকের আলম নামের এক কিশোরের কথা বলা হয়েছে। একবার ডাকাতিয়া নদীতে ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটলে সেই দুর্ঘটনায় আলম তার বাবা-মাকে হারায়। এমতাবস্থায় ছোটো বোনের ভরণপোষণের কথা ভেবে কিশোর বয়েসেই সে মোটর গ্যারেজে কাজ নেয়। ঘটনাটি শুনে গ্যারেজের মালিকের স্ত্রী বোনসহ তাদের বাড়িতে ডেকে নেয় এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের চেষ্টায় আজ তারা স্কুলে পড়ালেখা করে মানুষ হচ্ছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা এক এতিম কিশোর। কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যেই সে তার পরিবারের সকলকে হারায়। এমতাবস্থায় প্রাথমিকভাবে চাচির কাছে সে আশ্রয় পেলেও অভাবের কারণে চাচিও একদিন বুধাকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে বলে। এমতাবস্থায় অসহায় বুধা একরকম বাধ্য হয়েই চাচির সংসার থেকে বেরিয়ে যায় এবং খেয়ে না খেয়ে ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বুধার চাচি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো সহানুভূতিশীল হলে বুধা চাচির সংসারেই স্থায়ীভাবে আশ্রয় পেতো। ফলে তার জীবন এমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো না এবং সে আরও পাঁচটি শিশুর মতোই সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ পেত। এদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "কাকতাড়ুয়া" উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবন-যাপন করতে হতো না"

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুধাকে রেকি করার কাজ দিয়েছিল মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিন।

খ রাজাকারদের নিষ্ঠুর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধা মনে করে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।

মাথায় লোহার টুপি পরা তিন জন রাজাকার বুধার দুহাত ও দু-পা ধরে চ্যাংদোলা করে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে বুধাকে কাকতাড়ুয়ার মতো বেঁধে ওর গায়ের জামাটা খুলে বেঁধে দেয় মাথায়। সেই সাথে তার মুখে-পিঠে রান্নাঘরের হাঁড়ির কালি দিয়ে এঁকে দেয় আঁকাবাঁকা রেখা। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিন জন রাজাকার চলে গেলে বুধার চোখ জ্বলে ওঠে। বুধা মনে করে, লোহার টুপি পরলে মানুষের মাথার বুদ্ধি লোপ পায়, তাই পেয়ারা খাওয়ানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ওরা তার শাস্তি মওকুফের কথা ভাবেনি।

উত্তরের মূলকথা : লোহার টুপি পরার কারণে হানাদার বাহিনীর লোকজন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য বুধা বলেছে, 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'।

গ উদ্দীপক-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার গ্রামে পাকসেনারা নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাদের হত্যা করেছে তাদের কাফনের কাপড় ছাড়া গণকবর দেওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বুধার গ্রামে প্রবেশ করে নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে। তাদের এ হত্যাযজ্ঞ এতটাই বীভৎস্য ও ভয়াবহ ছিল যে, পুরো গ্রামই যেন পরিণত হয়েছিল গণকবরে। পাকসেনারা যাদের হত্যা করেছে, তাদের কাফনসহ আলাদা আলাদা কবরে সমাহিত করা সম্ভব হয়নি। তাদের গণকবরে এক্প্রকার মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপক-১এ বর্ণিত হয়েছে, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে মুর্দা ফকিরের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মৃত্যুবরণ করেছে। লাশগুলোকে কবর পর্যন্ত দিতে পারেননি। সেগুলো শিয়াল-শকুনে খুবলে খেয়েছে। এ বিষয়টি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার গ্রামে পাক সেনাদের বর্বর হত্যাযজ্ঞে নিহত ব্যক্তিদের গণকবর দেওয়ার বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপক-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার গ্রামে পাকসেনাদের হত্যাযজ্ঞে নিহত ব্যক্তিদের গণকবর দেওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাফনের কাপড় ছাড়া গণকবর দেওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপক-২এর আত্মত্যাগ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগ স্বদেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ"– মন্তব্যটি যথার্থ।

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস 'কাকতাড়ুয়া'। এ উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে এসেছে বাংলাদেশের একটি গ্রাম, যেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। পাকবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার নিমিত্তে ও গ্রামকে মুক্ত করতে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে লিপ্ত হয় বুধা, শাহাবুদ্দিন, আলি ও মিঠুর মতো গ্রামের সাহসী কিছু তরুণ। তারা প্রাণকে হাতের মুঠোয় রেখে মাইনের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পাকসেনাদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। তাদের এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপক-২এ ১৯৭১ সালে যাঁরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে শোষণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছিল সে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সাথে ফুটে উঠেছে তাঁদের স্বদেশপ্রেমের দিকটি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের যে উদাহরণ স্থাপিত হয়েছে, একই বিষয়টি উদ্দীপক-২এও লক্ষ্যণীয়। সুতরাং বলা যায়, "উদ্দীপক-২এর আত্মত্যাগ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগ স্বদেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ"– মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-২এর আত্মত্যাগ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগ স্বদেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের নৌকা ডেমরার ঘাটে হাতেম আলির বজরার সাথে ধাক্কা লেগেছিল।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বহিপীর দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। এখন এ অবস্থায় তাকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। আর বিপদে যদি নিজের সর্বস্বও হারিয়ে যায়, তাতে ধৈর্য ধরতে হয়। কারণ ধৈর্য মানুষের একটি মহৎ গুণ। মূলত জমিদার হাতেম আলিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই বহিপীর প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বহিপীর দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

গ উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকে জমিদার হাতেম আলি অত্যন্ত মানবিকতাবোধসম্পন্ন একজন মানুষ। খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে তার জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হয়। খাজনার টাকা যোগাড় করার জন্য হাতেম আলি দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর এ সুযোগটি কাজে লাগায় বহিপীর। বহিপীর আর্থিক সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়ে তাহেরাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু হাতেম আলি তাহেরার ভবিষ্যতের কথা ভেবে বহিপীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

উদ্দীপকের শফি মোল্লার ওপর তার অনাথ শ্যালিকার ভরন-পোশণের দায়িত্ব পড়ে। শফি মোল্লার প্রৌঢ় বড়ো ভাই মন্টু মোল্লার সংসার সামলানোর জন্য লোকের প্রয়োজন পড়ে। এজন্য শফি মোল্লা তার শ্যালিকার সাথে মন্টু মোল্লার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু 'বহিপীর' নাটকের জমিদার হাতেম আলি তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে সম্মত হননি। উদ্দীপকের শফি মোল্লার মতো হাতেম আলি তাহেরাকে বিপদগ্রস্ত করেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : মানবিকবোধ ও দায়িত্বশীল ভূমিকার দিক থেকে উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের আবিদা লক্ষ্যহীন হলেও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম লক্ষ্যহীন নয়।"–উক্তিটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির জীবনের লক্ষ্য ছিল প্রেসের ব্যবসা করার। তার বাবার জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হলে টাকার অভাবে সাধের স্বপ্ন ভেঙে যায়। তবে হাশেম আলি আশাহত হননি। লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়ার কারণে অন্য যে-কোনো পেশায় জীবিকা নির্বাহ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। অতঃপর বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে বাঁচাতে নতুন জীবনের পথেও পা বাড়িয়েছেন।

উদ্দীপকের আবিদার বোন আলোর সাথে বিপত্নীক মন্টু মোল্লার বিয়ে ঠিক করা হয়। আর এ বিয়ে ঠিক করে আবিদার স্বামী শফি মোল্লা। আবিদা তার বোনের এ অসম বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য আবিদা স্বামীর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে। অবশেষে তার বোন আলোকে সাথে নিয়ে রাগে ও দুঃখে স্বামীর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে রক্ষা করে হাশেম আলি তাহেরার জীবনের অনিশ্চয়তার দিকটি গভীরভাবে ভাবেন। তিনি তাহেরাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তাহেরার হাত ধরে নতুন গন্তব্যে যাওয়ার বিষয়টি হাশেম আলির লক্ষ্যহীন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের আবিদা স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে। কারণ সে এখন কোথায় যাবে, কী করবে তা কিছুই জানে না। তাই পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের আবিদা লক্ষহীন হলেও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম লক্ষ্যহীন নয়।

উত্তরের মূলকথা : তাহেরার হাত ধরে নতুন গন্তব্যে যাওয়ার বিষয়টি হাশেম আলির লক্ষ্যহীন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের আবিদা স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাহেরাকে ডেমরার ঘাট থেকে বজরায় তুলে নেওয়া হয়েছিল।

খ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সহযোগিতায় তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বহিপীর হাতেম আলির বজরায় তাহেরার উপস্থিতি টের পান। তাহেরাকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি না হওয়ায় তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু কনের অমতে বিয়ে করায় বহিপীরের বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একটি প্রতিবাদী ও সচেতন চরিত্র। তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের মুরিদ। তারা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাই তারা তাহেরাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তাহেরা এ বিয়েতে রাজি নয় বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কারণ সে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়। সে পিরপ্রথাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। সে পিরের প্রতারণা সম্পর্কে অবগত। তাছাড়া বৃদ্ধপিরের সাথে তার অসম বিয়ে সে কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেনি। এজন্য উক্ত প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের পাপড়ি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। ষাট বছর বয়সি বৃদ্ধ গ্রামের ধনী গেরস্ত সকেট ব্যাপারী পাপড়িকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠায়। পাপড়ির বাবা-মা উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু পাপড়ি এ বিয়েতে প্রতিবাদ জানায়। সে স্কুলের বান্ধবী ও শিক্ষকের সহায়তায় বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকের পাপড়ি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মতোই প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনা ফুটে উঠেছে।

ঘ "সকেট ব্যাপারী ও বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক।"– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর একটি ধূর্ত চরিত্র। সে খুবই চালাক প্রকৃতির লোক। অতি চালাকির কারণেই সে মানুষের সরল মনে ধোকা দিয়ে থাকে। তার ধোকায় পড়ে অনেকেই তাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। আর এ সুযোগেই বহিপীর তার সকল অপকর্ম চালায়। অনেক সময় ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েও তার মনোবাসনা পূরণ করতে চায়। সে তাহেরাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য সব ধরনের কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত সে এ ব্যর্থতাকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

উদ্দীপকের সকেট ব্যাপারী ষাট বছর বয়সি একজন বৃদ্ধ। সে বৃদ্ধ হলেও কিশোরী পাপড়ির দিকে কুদৃষ্টি দেয়। সে পাপড়িকে বিয়ে করার জন্য পাপড়ির বাবা-মার কাছে প্রস্তাব পাঠায়। পাপড়ির দরিদ্র বাবা-মা উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু পাপড়ি এ অসম বিয়েতে দ্বিমত পোষণ করে। সে প্রতিবাদ জানিয়ে এ বিয়ে বাতিল করতে সক্ষম হয়। আর এ কাজে তাকে তার বান্ধবী ও স্কুলের শিক্ষক সহযোগিতা করে। সকেট ব্যাপারী প্রভাবশালী লোক হলেও এক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে আসেনি।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের সকেট ব্যাপারী ও 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক। কারণ তারা অল্প বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আর তাদের এ ব্যর্থতাকে তারা মেনে নিয়েছে। তারা আর কোনো প্রভাব খাটায়নি। ফলে তাদের এ পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবেই মূল্যায়ন করা যায়। জোর করে কাউকে বিয়ে করা যায় না এ বিষয়টি তারা অনুধাবন করতে পেরেছে। তাদের এ কাজটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক কাজ। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সকেট ব্যাপারী ও বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক বলেই প্রতীয়মান হয়।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	গ	২	ক	৩	ক	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	ঘ	৯	গ	১০	খ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাহিত্যচর্চা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ।

খ দেহের মৃত্যুর জন্য আমরা হিসাব রাখতে পারি কিন্তু আত্মার মৃত্যুর জন্য কোনো হিসাব রাখা হয় না।

মানুষের দেহকে দেখা যায় কিন্তু আত্মাকে দেখা যায় না। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক মৃত্যু ঘটে। আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষা চাপিয়ে যে শিক্ষার্থীদের আত্মার মৃত্যু ঘটে, তা কেউ দেখে না, কারণ তার হিসাব রাখা হয় না।

উত্তরের মূলকথা : আমাদের সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা এবং চলমান প্রথায় দগ্ধ হয়ে যে অসংখ্য আত্মার মৃত্যু ঘটেছে তার প্রতি লেখক ইঙ্গিত করেছেন।

গ উদ্দীপকের মিসেস তামিমার মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ধারণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাকে উন্মোচন করেছেন। তিনি অত্যন্ত খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের দেশে অর্থকরী নয়, এমন যে-কোনো বিষয়কেই আমরা অনর্থক মনে করি। সাহিত্যচর্চাও এর ব্যতিক্রম নয়।

উদ্দীপকের মিসেস তামিমা মেয়েকে সাহিত্যচর্চায় নিরুৎসাহিত করেন। তার মতে, এসকল বই পরীক্ষায় ভালো ফলাফলে তেমন ভূমিকা রাখে না। তাই এ ধরনের বই পড়া তার দৃষ্টিতে অর্থ ও সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। একইভাবে, 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চা বিষয়ে আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সরাসরি কাজে আসে না এমন যে-কোনো কিছুকেই আমাদের দেশে মূল্যহীন মনে করা হয়। এ কারণেই আমাদের দেশের পেশাদাররা পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট বই প্রচুর কিনলেও সাহিত্যের বই কিনতে আগ্রহী নয়। উদ্দীপকের তামিমার মানসিকতাও একই রকম। সে বিবেচনায়, তামিমার মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের এই গতানুগতিক ও সংকীর্ণ ধারণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মিসেস তামিমার মধ্যে 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ধারণার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের হাবীব রহমানের বক্তব্যে সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব উঠে আসায় তাতে 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মনে করেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। এরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর যথার্থ মানসিক বিকাশ তো হয়-ই না বরং শিক্ষার্থীরা পড়ার প্রতি আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষার বাইরে সামর্থ্য ও রুচিমাফিক সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে।

উদ্দীপকে হাবীব রহমান নামের এক আত্মসচেতন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। বই পড়া তথা সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। এ কারণে তার স্ত্রী তামিমা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে মেয়ের অন্যান্য বই পড়াকে অনর্থক মনে করলে তিনি এর বিরোধীতা করেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তির মানসিক বিকাশের জন্য ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। আলোচ্য 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে একইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চাকে দেখেছেন সুশিক্ষিত হওয়ার উপায় হিসেবে। তাঁর মতে, যেহেতু আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে অর্জিত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, সেহেতু লাইব্রেরিতে গিয়ে ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী বই পড়ে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আমাদের মনোজাগতিক বিকাশেও সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। এ কারণে শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে আমাদের সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। একইভাবে, উদ্দীপকের হাবীব রহমানও বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত। তার বক্তব্যেও সাহিত্যচর্চার গুরুত্বই ফুটে উঠেছে, যা আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের ভাবনাকেই তুলে ধরে। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের হাবীব রহমানের বক্তব্যে সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব উঠে আসায় তাতে 'বই পড়া' প্রবন্ধের মূল চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবহেলায় পড়ে থাকা কাঠের ঘোড়াটিকে পিজরাপোলের আসামীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

খ একরকম আত্মসম্মানবোধের কারণে বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি।

একদিন হরিহরকে দশঘরার সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের একটি লোক একেবারে তাদের গাঁয়ে চলে গিয়ে বামুন হিসেবে সপরিবারে বসবাস করার প্রস্তাব দেয়। আর্থিক দুরবস্থা থাকা সত্ত্বেও হরিহর প্রস্তাবটিতে সরাসরি সম্মতি দেয়নি। কারণ, এতে সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের লোকেরা হরিহরের দারিদ্র্যের বিষয়টি টের পেয়ে যাবে। অধিকন্তু হরিহরের অনেক ধারদেনা ছিল। আবাস পরিবর্তনের সংবাদ শুনে পাওনাদাররা এসে তার কাছে টাকা চাইতে পারে। এসব কারণে আত্মসম্মানের জন্য বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হলো না।

উত্তরের মূলকথা : আর্থিক দুরবস্থার কথা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ও প্রবল আত্মসম্মান বোধের কারণে বামুন হিসেবে বাস করার প্রস্তাবে হরিহর রাজি হলো না।

গ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনযাপন প্রণালীর দিক থেকে উদ্দীপকের মিসেস শাহানার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সংসার জীবনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অন্যতম চরিত্র সর্বজয়া। গল্পটিতে সে যেন শ্বাশত পল্লিমায়েরই প্রতিরূপ। হরিহরের সামান্য আয়ে অত্যন্ত কষ্টে সংসার চালাতে হয় তাকে। অনেক সময় ধারদেনা করে হলেও সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে সে। অভাবের সংসারে সন্তানদের জন্য দুমুঠো খাবার ও পোশাকের ব্যবস্থা করাই তার মূল চিন্তা।

উদ্দীপকের মিসেস শাহানা একজন কর্মজীবী নারী। অফিসের কাজ ছাড়াও ছেলেমেয়েদের দেখভাল করা, তাদের জন্য নাস্তা তৈরি, স্কুলে নিয়ে যাওয়াসহ হাজারো ব্যস্ততার মাঝে তার দিন কেটে যায়। তাই অফিস থেকে ফেরার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি খাবার কিনে আনেন। পক্ষান্তরে, 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সংসারে অভাব যেন নিত্যসঙ্গী। স্বামীর সামান্য আয়ে ঠিকমতো সংসার চালানোই দায়। এ কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের নতুন জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারে না সে, যা নিয়ে সে মনোযাতনায় ভোগে। অর্থাৎ উদ্দীপকের মিসেস শাহানার থেকে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার আর্থিক অবস্থা ও জীবন বাস্তবতা অনেকটাই ভিন্ন। এদিক থেকে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : আর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনযাপন প্রণালীর দিক থেকে উদ্দীপকের মিসেস শাহানার সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার সংসার জীবনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল উপজীব্য পল্লি প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা অপু-দুর্গার প্রকৃতিঘনিষ্ঠ ও দুরন্ত শৈশব। এছাড়াও অপু-দুর্গার খুনসুঁটি ও স্বভাব চঞ্চলতা গল্পটিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এর বাইরে সামাজিক সংস্কার এবং সর্বজয়ার সংসারের অভাব-অনটন এ গল্পের ভিন্ন ভিন্ন দিক।

উদ্দীপকে মিসেস শাহানা নামের একজন কর্মজীবী নারীর কথা বলা হয়েছে। রোজ অফিস যাওয়ার পূর্বে তিনি সন্তানদের জন্য নাস্তা তৈরি করেন, তাদের টিফিনের ব্যবস্থা করেন। এরপর তাদের রেডি করে স্কুলে দিয়ে আসেন। একা হাতে সবকিছু সামলাতে গিয়ে তিনি নিজেকেই সময় দিতে পারেন না। আবার পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তার সন্তানরাও তেমন সময় পায় না। ফলে অনেক সময় তারা বাইরে থেকেই খাবার কিনে খায়। এভাবে উদ্দীপকটিতে শাহানার পরিবারের কর্মব্যস্ত ও একঘেয়ে জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে অপু-দুর্গা নামের দুই ভাইবোনের আনন্দিত জীবনের আখ্যান ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে তারা যেন প্রকৃতির কোলে লালিত সন্তান। দুই ভাইবোনের খুনসুঁটি এবং গ্রামীণ ফলফলাদি খাওয়ার আনন্দ যেন পাঠকচিত্তকেও আহ্লাদিত করে। তাদের এই প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনযাপনের বাইরে গল্পটিতে হরিহর ও সর্বজয়ার সংসারের নিদারুণ দারিদ্র্য এবং টানাপোড়েন নিম্নবিত্ত মানুষের দুর্বিসহ জীবনযাত্রাকে তুলে ধরে। পাশাপাশি গল্পটিতে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের একটি স্পষ্ট চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে ফুটে ওঠা এসকল বিষয় উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় না। সেখানে কেবল সর্বজয়ার কর্মব্যস্ততার আংশিক রূপায়ণ ঘটেছে, উল্লিখিত অন্যান্য বিষয় নয়। সেদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বক্তব্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মসীময়' শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

খ সত্যিকার মানুষকে আমরা যথাযথ মূল্যায়ন করছি না বলেই আমাদের দেশে জনশক্তি গঠিত হতে পারছে না।

অভিজাত গর্বিত সম্প্রদায় সব সময়ই তথাকথিক ছোটোলোক সম্প্রদায়কে নীচ চোখে দেখে। ভদ্র সম্প্রদায়ের এ ধরনের আচরণের কারণে তথাকথিত এই ছোটোলোক সম্প্রদায়ের মানুষেরা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং দেশের কাজে প্রাণখুলে অংশ নিতে পারে না। অথচ তারাই দেশের সত্যিকারের শক্তি। আর আমরা তাদের অবহেলা করছি বলেই আমাদের দেশে জনশক্তি গঠিত হতে পারছে না।

উত্তরের মূলকথা : সত্যিকার মানুষকে আমরা যথাযথ মূল্যায়ন করছি না বলেই আমাদের দেশে জনশক্তি গঠিত হতে পারছে না।

গ উদ্দীপকের মজিদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের সাম্যবাদী মানসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে লেখক সকল মানুষকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আহ্বান করেছেন। কেননা কাউকে উপেক্ষা করে ছোটোলোক ভাবার পক্ষে নন তিনি। তাঁর মতে, সকল জনতাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

উদ্দীপকের মজিদ সাহেব সমাজের একজন আদর্শ মানুষ। তিনি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করেন। সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যান। সকল মানুষের ভালো-মন্দের খোঁজ-খবর রাখেন। সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে মূল্যায়ন করতে কোনো দ্বিধা করেন না। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের লেখকও মজিদ সাহেবের মতো এমন সাম্যবাদী মানসিকতার মানুষই প্রত্যাশা করেন। লেখক মনে করেন, সমাজে সবারই অবদান রয়েছে। অথচ অভিজাত সম্প্রদায় তথাকথিত 'নিচুশ্রেণির লোক' আখ্যা দিয়ে কিছু মানুষকে একঘরে করে রাখছে। ফলে সেই মানুষগুলো হীনম্মন্যতায় ভুগে সমাজের কল্যাণে কোনো অবদান রাখতে পারছে না। এভাবেই উদ্দীপকের মজিদ সাহেব যেন লেখকের কাঙ্ক্ষিত সেই আদর্শ সাম্যবাদী মানুষ।

উত্তরের মূলকথা : মজিদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে সাম্যবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের সকল মানুষকে নিয়ে কাজ করার বিষয়টি 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের সমগ্র অংশকে নয়, আংশিক দিককে প্রতিপন্ন করেছে।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে সামাজিক বিভাজন, সাম্যবাদ, সমাজের উন্নতির মূলমন্ত্র ও অন্তরায় বিষয়বস্তু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। লেখক সমাজ থেকে সকল ভেদাভেদ দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সকল মানুষের মর্যাদা নিশ্চিতের কোনো বিকল্প নেই বলে প্রাবন্ধিক মত প্রকাশ করেছেন।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তুতে মজিদ সাহেবের সকলকে নিয়ে কাজ করার মানসিকতা বর্ণিত হয়েছে। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ। এতদ্‌সত্ত্বেও তার মাঝে কোনো অহংকার নেই, জাতিভেদ নেই। তিনি সকল মানুষকে সমান বিবেচনা করে সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে নিয়োজিত থাকেন। এ জন্য সবাই তাকে খুব পছন্দ করে।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কীভাবে বৈষম্য বিরাজ করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির পথে এই বিষয়টি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সমাজের উচ্চাসনে যারা বসে আছেন, সেই ভদ্র সম্প্রদায় শ্রমজীবী মানুষকে 'ছোটোলোক' আখ্যা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। তাদের অত্যাচারের ফলে এই তথাকথিত ছোটোলোকেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তারা ভয় ও সংকোচে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখে। সমাজে তাদের মর্যাদা ও সম্মান নেই। অথচ ভারতের মহাত্মা গান্ধী সকলকে বুকে টেনে নিয়েছেন বলে তিনি ভারত জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রাবন্ধিক মনে করেন, একটি দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু, ধর্মীয়, জাতিগত বিভেদ দূর করা অত্যাবশ্যক। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর এই সমগ্রতা উদ্দীপকটি প্রতিপন্ন করতে পারেনি।

উত্তরের মূলকথা : প্রবন্ধে সামাজিক বিভাজন, সাম্যবাদ, সমাজের উন্নতির মূলমন্ত্র ও অন্তরায়সমূহ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য উদ্দীপকে শুধু মজিদ সাহেবের চারিত্রিক গুণাবলি ফুটে উঠেছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃতজ্ঞতায় মমতাদির চোখ সজল হয়ে উঠল।

খ বেশি রসগোল্লা খেলে অসুখ করতে পারে ভেবে আর না খাওয়ার আবেদন প্রসঙ্গে কথাটি এসেছিল।

মমতাদি এক অসহায় মানবিক মানুষ। সংসারের প্রয়োজনে কাজ করলেও তার ভেতরটা ছিল মায়া-মমতা ও স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ। নিজের সংসারের মতো এ সংসারের ভালো-মন্দ দেখাও তার দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছিলো। তাইতো বাড়ির ছোটো ছেলেটা যখন লুকিয়ে অনেকগুলো রসগোল্লা খেয়ে ফেলেছিল, তখন স্নেহপ্রবণ মমতাদির হৃদয় এক অজানা আকাঙ্ক্ষায় কেঁপে উঠেছিল। তিনি খোকাকে এ খাওয়া থেকে নিবৃত করেন। তবে সেটা শাসন বা ভর্ৎসনা করে নয়। এক বিশেষ ধরনের আবেদন। যার মাঝে স্নেহ-মমতার স্পর্শ ছিল। যেটা খোকাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। যেটা মায়ের স্নেহ-শাসনকেও উপেক্ষা করার মতো।

উত্তরের মূলকথা : মমতাদির আচরণে এক বিশেষ মুগ্ধতা ছড়িয়ে যেতো। যেটা খোকাকেও মুগ্ধ করতো।

গ উদ্দীপকের কৃষ্ণা মণ্ডল 'মমতাদি' গল্পের মা (খোকার মা) চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'মমতাদি' গল্পটি মানবিক আচরণের দিককে প্রাধান্য পেয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে সংসার যন্ত্রণায় পড়ে অবগুণ্ঠন মুক্ত হয়ে জীবিকার সন্ধানে বের হওয়া এক নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কার্যপরিবেশে সে যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে প্রতিদানে সে তাতোধিক পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে। প্রথম দিন কাজের সন্ধানে বের হয়ে মমতাদি খোকার মায়ের মুখোমুখি হয়। তার সারল্যে মুগ্ধ খোকার মা তাকে আপন করে নেয়। আশার অধিক মাইনে দিয়ে তাকে কাজ দেয়। সাথে দেয় অধিকার, স্নেহ-ভালোবাসা। এ সত্যিই মনোমুগ্ধকর। একজন গৃহকর্মী তার গৃহকর্তৃর কাছে এতোটা গ্রহণযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ আসন পেয়েছে এমনটি সত্যিই বিরল। আর এ বিষয়টি লেখকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। যে জন্য অসহায় মমতাদির পাশে পায় স্কুল পড়ুয়া ছেলেটিসহ গোটা পরিবারকে।

আমরা দেখতে পাই উদ্দীপকেও এমনই ধরনের এক সহমর্মিতা বা মহানুভবতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে কৃষ্ণা মণ্ডলের কাপড়ের দোকানের বিপণন কর্মী চামেলী তার নিজের আচরণ দিয়ে কৃষ্ণা মন্ডলের হৃদয় জয় করেছে। আর সেটা শুধু দোকানের বিপণন কর্মী হিসেবেই নয়, বাসার অভ্যন্তরেও তার অবাধ বিচরণ প্রমাণ করে চামেলী একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য চরিত্র। যার কাছে নিজের সম্পত্তিই নয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ সন্তানও নিরাপদ। তাই তো প্রতিদানস্বরূপ চামেলীর বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেন। যেটা গল্পের মায়ের চরিত্রেও আমরা লক্ষ করি। সেখানে মমতাদির আশার অতিরিক্ত বেতন নির্ধারণ করেছিলেন মমতাদির জন্য। তাই বলা যায় গল্পের খোকার মা ও উদ্দীপকের কৃষ্ণা মণ্ডল চরিত্রদ্বয় সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : মানবতা ও স্নেহ-ভালোবাসার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ উদ্দীপকের কৃষ্ণা মণ্ডল ও মমতাদি গল্পের খোকার মা চরিত্রটি।

ঘ উদ্দীপকের চামেলী মমতাদি গল্পের মমতাদিকে পরিপূর্ণ না হলেও অনেকটাই প্রতিনিধিত্ব করে।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি স্বামী সন্তান নিয়ে খুব অসহায় জীবন-যাপন করছিল। মমতাদির স্বামীর চার মাস চাকরি ছিল না। সংসার চালাতে মমতাদি তাই অন্যের বাড়ি রান্নার কাজ খুঁজতে বের হন। লোক-লজ্জার ভয় ঠেলে মমতাদি সংসারের প্রয়োজনে প্রথমবারের মতো উপার্জনের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হন। নিজের স্বভাব বৈশিষ্ট্য দিয়ে মমতাদি প্রথমেই গৃহকর্তৃর আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। এরপর বাড়ির ছোটো ছেলেটিও মমতাদির খুব আপন হয়ে যায়। অবশ্য মমতাদির গৃহকর্তৃ বা খোকার মার উদারতায় আগেই আশানুরূপ বেতন নির্ধারণ হয়েছিল। সেটা যতটা না পরিশ্রমিক তার থেকেও বেশি মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে।

অন্যদিকে উদ্দীপকের চামেলীকেও আমরা জীবন-সংগ্রাম করতে দেখি। স্বামীর চাকরি চলে যায় অর্থনৈতিক মন্দার কারণে। চামেলী বিপণন কর্মী হিসেবে কাজ নেয় শহরের বড়ো ব্যবসায়ী কৃষ্ণা মণ্ডলের কাপড়ের দোকানে। অল্প দিনেই নিজের কর্মদক্ষতা ও স্বচ্ছতা দিয়ে চামেলী কৃষ্ণামণ্ডলের আস্থা অর্জন করে ফেলে। তারই সূত্র ধরে গৃহ-অভ্যন্তরেও চামেলীর প্রভাব বাড়তে থাকে। নিজের সন্তানদের স্কুলে আনা-নেওয়া করার ভার

পড়ে চামেলীর উপর। সে পরীক্ষায়ও চামেলী ভালোভাবে উতরে গেলে, চামেলীকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ব্যবসায়ী কৃষ্ণা মণ্ডল চামেলীর কাজ-কর্মে খুশী হয়ে তার মাসিক বেতন দ্বিগুণ করে দেন। এতে চামেলীও ভীষণ খুশি হয়। এখানে মমতাদি ও উদ্দীপকের চামেলীর সাথে বেশ মিল লক্ষ করা যায়। তবে মমতাদির স্নেহ-করুণা ও ভালোবাসার এক অসীম শক্তি ছিল। নিজের ভেতরে আপন ব্যথা-বেদনা লুকিয়ে অন্যকে খুশি করার যে প্রেরণা মমতাদির ছিলো, তা চামেলী চরিত্রের মধ্যে অনুপস্থিত। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের যে আভাস মমতাদি গল্পের মধ্যে রয়েছে তা উদ্দীপকে দেখা যায় না। তাই সব মিলিয়ে বললে, উদ্দীপকের চামেলী মমতাদি গল্পের মমতাদির অনেকটাই প্রতিনিধিত্ব করে, তবে সর্বাংশে নয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের চামেলী মমতাদি গল্পের মমতাদির প্রতিনিধিত্ব করলেও, কোনোভাবেই মমতাদিকে অতিক্রম করতে পারেনি।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সনেটের ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে।

খ কবির কাছে জন্মভূমি মায়ের মতো বলে কপোতাক্ষ নদকে তিনি 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' বলেছেন।

কপোতাক্ষ কবির স্মৃতিবিজড়িত একটি নদ। মা যেমন তার সন্তানকে নিবিড় মমতায় বুকের দুধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন, তেমনি কপোতাক্ষের জল বাংলার জনপদের মাঝে প্রাণসঞ্চার করে। তাই কবি কপোতাক্ষ নদের জলকে 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : কবির কাছে জন্মভূমি মায়ের মতো বলে কপোতাক্ষ নদকে তিনি 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' বলেছেন।

গ উদ্দীপক-iএ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্মৃতিকাতরতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

বাংলা আধুনিক সাহিত্যের পুরোধা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্যাতির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে প্রবাসী হলেও শৈশবের স্মৃতিবিজরিত কপোতাক্ষ নদকে ভুলতে পারেননি। এ নদ কবিকে অনন্য ভালোবাসায় সিক্ত করেছে, মায়ের স্নেহডোরে বেঁধে তাঁর শৈশবস্মৃতি জাগ্রত করেছে। সুদূর প্রবাসে বসে কবি কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। তাইতো ভালোবাসা প্রত্যাশী কবি এই নদের স্নেহধারায় মিশে ফিরে আসতে চান তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিতে।

উদ্দীপক-iএ আমরা লক্ষ করি, সবকিছু (টেবিল, বাগান কিংবা সাতটা পেয়ালা) আগের মতোই বিদ্যমান রয়েছে, কেবল নেই আগের সেই সাতজন, কিংবা সেই মালি। আর এসবের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে স্মৃতিকাতরতা। তাই বলা যায়, উদ্দীপক-iএ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্মৃতিকাতরতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-iএ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার স্মৃতিকাতরতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি হৃদয়ের আর্তিই উদ্দীপক– (ii)এ প্রতিধ্বনিত হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

জন্মভূমি প্রতিটি মানুষের কাছে পরম ভালোবাসার। জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ কখনো ভালো থাকতে পারে না। দেশের আলো-বাতাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। তাই মাতৃভূমির সাথে প্রতিটি মানুষের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

উদ্দীপকে স্বদেশ বা জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধের দিকটি ফুটে উঠেছে। এখানে পার্থিব সম্পদের চেয়ে দেশপ্রেমকে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হলে স্বদেশের অনুভূতি হৃদয়কে আন্দোলিত করে। এজন্য 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি প্রবাসজীবনেও কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কবি অনেক দেশের নদনদী দেখেছেন, অনেক দেশ ঘুরেছেন, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আর কোনো দেশ ও নদনদী তাঁকে বিমোহিত করতে পারেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় স্মৃতিকাতরতার আবরণে মূলত কবির অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। মূলত 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেশের প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকটিতেও স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি হৃদয়ের আর্তিই উদ্দীপক (ii)এ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি হৃদয়ের আর্তিই উদ্দীপক (ii)এ প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক লক্ষ্মীপেঁচার কণ্ঠে মঙ্গলবার্তা ধ্বনিত হয়।

খ 'সোনার স্বপ্নের সাধ।'– বলতে কবি জগতের সৌন্দর্যের মতো মানুষের স্বপ্নের বেঁচে থাকাকে বুঝিয়েছেন।

সভ্যতার বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ কখনোই হারিয়ে ফেলবে না। কবি যখন থাকবেন না তখনও প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষের স্বপ্ন, সাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে যাবে। কারণ, পৃথিবীতে মানবকল্যাণের বাণী বা কল্যাণকর্ম কোনো কিছুই বিলীন হয় না। শুধু ব্যক্তিমানুষ হারিয়ে যায়। কারও মৃত্যুতেই পৃথিবীর গতিময়তা ও প্রকৃতির স্বাভাবিকতার কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। কবি মনে করেন তিনি না থাকলেও প্রকৃতির সবকিছুই তার নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই চলবে।

উত্তরের মূলকথা : প্রকৃতির সৌন্দর্যের মতো মানুষের স্বপ্নও বেঁচে থাকে, কখনো হারায় না।

গ মানুষ ও সভ্যতার নশ্বরতার দিক দিয়ে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মৌলিক প্রেরণা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ মানুষ ও সভ্যতার নশ্বরতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। যুগের পর যুগ প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে একই রূপে বিরাজ করছে। সেই আদিকালে প্রকৃতির যে রহস্য ও সৌন্দর্য ছিল আজও তাই আছে। মানুষের জীবন ও মানব সভ্যতা প্রকৃতির মতো চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যুর কাছে পরাজয় মেনে মানুষকে এক সময় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। মানুষের হাতে সৃষ্ট সভ্যতা কালের আবর্তনে বিলীন হয়ে যায়। যেমন এশিরিয়া ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির কোনো ধ্বংস বা ক্ষয় নেই। অর্থাৎ প্রকৃতি অবিনশ্বর কিন্তু মানুষ ও সভ্যতা অবিনশ্বর নয়।

উদ্দীপকে জীবনের নশ্বরতার দিকটি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ মানবজীবন অবিনশ্বর নয়। তাই পৃথিবীর মায়া-মমতা প্রতি মানবমনের গভীর আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি এ পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নিবেন। তাই তিনি আশঙ্কাবোধ করছেন যে, আকাশের শুকতারা, হেলেঞ্চার ঝোঁপ থেকে আসা জোনাকি পোকা, বাঁশবন প্রভৃতি অনুষঙ্গ উপভোগ করতে পারবেন না। মৃত্যুর মাধ্যমে গভীর আঁধারে কবি ডুবে যাবেন। পূর্ণিমার রাত আর দেখতে পাবেন না। কারণ কবির জীবনের নশ্বরতা রয়েছে। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায়ও মানুষের জীবন ও সভ্যতার নশ্বরতার কথা বলা হয়েছে। তাই 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মৌলিক প্রেরণা মানুষ ও সভ্যতার নশ্বরতা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : মানুষ ও সভ্যতার নশ্বরতার দিক দিয়ে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মৌলিক প্রেরণা উদ্দীপকের চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা– উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণাকে অভিন্ন বলা যায়।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবি প্রকৃতির অবিনশ্বরতার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতি অবিনশ্বর হলেও মানুষের জীবন অবিনশ্বর নয়। তাই ক্ষণিকের এ জীবনে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার স্বাদ মেটে না। মানুষের মন চায় এ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে। কবি জীবনানন্দ দাশ একজন প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। প্রকৃতির প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা রয়েছে। কবি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসা কখনও শেষ হবে না। প্রকৃতির মতো কবির ভালোবাসাও অবিনশ্বর। প্রকৃতিপ্রেমের কোনো নশ্বরতা বা ক্ষয় নেই।

উদ্দীপকের কবির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবি প্রকতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের প্রতি ভালোবাসার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আকাশের শুকতারা, জোনাকি পোকার মিটিমিটি আলো, পূর্ণিমা রাত কবির অন্তরে মিশে আছে। প্রকৃতির এ অনুষঙ্গগুলো কবিকে বিমোহিত করেছে। কবি হৃদয় দিয়ে এ অনুষঙ্গগুলোকে ভালোবেসেছেন। কবি একদিন মৃত্যুর অমিয় সুধা পান করবেন। কবি চিরতরে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মাধ্যমে তার জীবন ফুরিয়ে গেলেও ভালোবাসা ফুরাবে না। কবির ভালোবাসার কোনো শেষ বা অবসান নেই।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার উভয় কবির জীবনতৃষ্ণা এক ও অভিন্ন। স্থান, কাল, পাত্রভেদে কিছুটা বাহ্যিক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলেও মৌলিক চিন্তা-চেতনায় কোনো পার্থক্য নেই। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবির অত্যুজ্জ্বল প্রকৃতিপ্রেম ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির অবিনশ্বরতার মতোই কবির ভালোবাসা বা স্বপ্ন অবিনশ্বর। আবার উদ্দীপকের কবিও প্রকৃতির প্রতি প্রেমাসক্ত। প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের প্রতি তার গভীর অনুরাগ রয়েছে। উদ্দীপকের কবির এ প্রকৃতিপ্রেম চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণা অভিন্ন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই কবির জীবনতৃষ্ণাকে অভিন্ন বলা যায়।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক শামসুর রাহমানের কবিতায় অতি আধুনিক কাব্যধরার বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

খ এখানে কবি বিদেশি শত্রুদের দ্বারা বাঙালির বর্বরোচিত হামলা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের আক্রমণের দিকটিকে বুঝিয়েছেন।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কবি এদেশের অর্জনের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশ এক দিনে স্বাধীন হয়নি। পলাশির প্রান্তরে ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হয়। তারপর বাঙালিকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়। বায়ান্ন, উনসত্তর, একাত্তরে বাংলার মানুষের রক্তে রাজপথ রক্তিম হয়েছে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে বাঙালি। এদেশের স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতিকে রক্ত দিতে হয়েছে অনেকবার। জ্বলেছে মানুষের ঘরবাড়ি, ফসলের মাঠ। তাই কবি মহাভারতে বর্ণিত 'খাণ্ডব বন' যা ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পুড়েছিল– সেই উপমায় এ দেশের মানুষের দুর্দশার কথা বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালি স্বাধীনতার জন্য রক্ত মূল্য দিয়েছে এবং শত্রুদের অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে বারবার।

গ উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় উঠে আসা স্বাধীনতার জন্য এদেশের আপামর জনসাধারণের আত্মাহূতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চিত্রপট ফুটে উঠেছে। এসময় পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের মানুষের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। জ্বালিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম। এমন পরিস্থিতিতে দেশ ও মানুষের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য এদেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবন্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে।

উদ্দীপকে একজন দুঃখিনী নারীর সীমাহীন আত্মত্যাগের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। জমিলা বেগম নামের সেই নারী মুক্তিযুদ্ধে তার স্বামী ও সন্তানকে হারিয়েছেন। নদীতে, রাস্তায়, জঙ্গালে অসংখ্য লাশ দেখে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন তিনি। একইভাবে, 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায়ও কবি পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে তাদের এই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ভয়াবহতাকে তুলে ধরতে তিনি একে 'খাণ্ডবদাহন' বলে অভিহিত করেছেন। আলোচ্য কবিতায় ফুটে ওঠা এ দিকটিই উদ্দীপকের জমিলা বেগমের জীবন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় উঠে আসা স্বাধীনতার জন্য এদেশের আপামর জনসাধারণের আত্মাহূতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের জমিলা বেগমের ছেলের মতো অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে" – 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতিকে দমিয়ে রাখার জন্য এদেশের মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় পাকহানাদার বাহিনী। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ এদেশকে তারা মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বীর বাঙালি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে তারা।

উদ্দীপকের জমিলা বেগম মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখেছেন। হানাদারদের বর্বরতার অসংখ্য দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে তিনি স্বামী-সন্তান সবই হারিয়েছেন। তাই স্বাধীন দেশের মানচিত্র দেখলে জমিলা বেগমের চোখ সেখানে আটকে যায়। তার চোখে আজ কেবল স্বামী-সন্তানের রক্তাক্ত মুখচ্ছবিই ভেসে ওঠে। একইভাবে, আলোচ্য কবিতায়ও স্বাধীনতার জন্য এদেশের সর্বস্তরের মানুষের নিদারুণ আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য সর্বস্তরের মানুষের আত্মদানের ইতিহাসকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়েছে। বাঙালির স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চেয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তাই জন্মগত এই অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিকামী বাঙালি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশের প্রতিটি মানুষের মনে সেদিন স্বাধীনতার যে আশা জেগেছিল, এ কবিতার প্রতিটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে সেই আত্মত্যাগ, সেই আকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের জমিলা বেগমও তেমনি স্বাধীনতা প্রত্যাশী এক আত্মত্যাগী নারী। তার স্বামী-সন্তানসহ একাত্তরের সকল শহিদ স্বাধীনতার জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাই স্বাধীন দেশের মানচিত্রে তিনি তাদের মুখচ্ছবি দেখতে পান। এদিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষের আত্মত্যাগ ও প্রত্যাশার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের জমিলা বেগমও তেমনি স্বামী-সন্তান হারা এক আত্মত্যাগী নারী। তাদের মতো এদেশের সর্বস্তরের মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

<u>৮নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক বুধার বৃষ্টির পানি খেলে বুক ভরে।

খ কুন্তি কখনো বুধাকে কাঁদতে দেখেনি বলে হঠাৎ বুধাকে কান্না করতে দেখে সে অবাক হয়।

বুধা ও কুন্তি কুজনে বুধার মা-বাবার কবরের পাশে এসে দাঁড়ায়। কবরের মাটি স্পর্শ করে বুধা তার জীবনের আনন্দঘন দিনগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য বাপের কাছে দোয়া চায়। দেশকে যুদ্ধ করে স্বাধীন করার জন্য সাহস না হারানোর জন্য দোয়া প্রার্থনা করে। এ সময় বুধা ডুকরে কেঁদে ওঠে। তাই দেখে কুন্তি অবাক হয়।

উত্তরের মূলকথা : কুন্তি আগে কখনো বুধাকে কাঁদতে দেখেনি। তাই হঠাৎ তাকে কাঁদতে দেখে সে অবাক হয়।

গ উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে বুধা নামের এক পিতৃমাতৃহীন কিশোরকে কেন্দ্র করে। গ্রামে কলেরার প্রকোপ দেখা দিলে এক রাতের মধ্যেই বুধার চোখের সামনে একে একে তার পরিবারের সকলে মারা যায়। এভাবে পরিবার হারিয়ে বুধা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং ঘটনাটি তার জীবনকে এলোমেলো করে দেয়।

উদ্দীপকের আলমের বাবা-মা এক ট্রলার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। ঘটনাক্রমে সে আর তার ছোটো বোন বাড়িতে থাকায় তারা দুজনে প্রাণে বেঁচে যায়। তবে ঘটনাটি তাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও কলেরার কারণে একরাতের মধ্যেই বাবা-মাসহ পরিবারের সকলকে হারায়। চোখের সামনে একে একে সকলকে মরে যেতে দেখে শোকে সে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। এই ঘটনা এতিম বুধার আনন্দময় শৈশবকে ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ বুধার মতো উদ্দীপকের আলমও এক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবেই বাবা-মাকে হারায়। এদিক থেকে উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি আলোচ্য উপন্যাসের বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ট্রলার ডুবির ঘটনাটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিধৃত কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে বুধার পরিবার হারানোর ঘটনার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ।

ঘ "কাকতাড়ুয়া" উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবন-যাপন করতে হতো না"– 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা নামের এক কিশোর। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে চাচি তাকে আশ্রয় দিলেও অভাবের তাড়নায় এক পর্যায়ে তিনি তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই বুধাকে ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হতে হয়।

উদ্দীপকের আলম নামের এক কিশোরের কথা বলা হয়েছে। একবার ডাকাতিয়া নদীতে ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটলে সেই দুর্ঘটনায় আলম তার বাবা-মাকে হারায়। এমতাবস্থায় ছোটো বোনের ভরণপোষণের কথা ভেবে কিশোর বয়েসেই সে মোটর গ্যারেজে কাজ নেয়। ঘটনাটি শুনে গ্যারেজের মালিকের স্ত্রী বোনসহ তাদের বাড়িতে ডেকে নেয় এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের চেষ্টায় আজ তারা স্কুলে পড়ালেখা করে মানুষ হচ্ছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা এক এতিম কিশোর। কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যেই সে তার পরিবারের সকলকে হারায়। এমতাবস্থায় প্রাথমিকভাবে চাচির কাছে সে আশ্রয় পেলেও অভাবের কারণে চাচিও একদিন বুধাকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে বলে। এমতাবস্থায় অসহায় বুধা একরকম বাধ্য হয়েই চাচির সংসার থেকে বেরিয়ে যায় এবং খেয়ে না খেয়ে ছন্নছাড়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বুধার চাচি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো সহানুভূতিশীল হলে বুধা চাচির সংসারেই স্থায়ীভাবে আশ্রয় পেতো। ফলে তার জীবন এমন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো না এবং সে আরও পাঁচটি শিশুর মতোই সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ পেত। এদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "কাকতাড়ুয়া" উপন্যাসের বুধার চাচি যদি উদ্দীপকের গ্যারেজ মালিক ও তার স্ত্রীর মতো হতো তাহলে বুধাকে এতটা অসহায় জীবন-যাপন করতে হতো না"

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুধা হাবিব ভাইয়ের কাছে গণকবর সম্পর্কে জানতে চাইল।

খ ফুলকলির কাটা স্থানে জ্বালাপোড়া কমানোর জন্য মলম লাগানোর সময় বুধা আলোচ্য উক্তিটি করে।

বুধা রাজাকার কমান্ডার আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল। কিন্তু আহাদ মুন্সি কাজের মেয়েকে ঘরে আগুন লাগার ব্যাপারে সন্দেহ করে পিটিয়ে আহত করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কাজের মেয়ে ফুলকলি কাঁদতে থাকে। তাই বুধা মলম এনে দিয়ে ব্যথার স্থানে লাগাতে গিয়ে ফুলকলিকে আলোচ্য উক্তিটি করে।

উত্তরের মূলকথা : ফুলকলির কাটা ঘায়ে মলম লাগাতে গিয়ে বুধা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পাকসেনাবাহিনীর 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার-নির্যাতন আর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিশেষ দিকটি ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি সৈন্যদের অমানবিক আচরণ লক্ষণীয়। তারা নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে। পলাশের গ্রামে পাকসেনারা বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সে জানতে পারে পাকসেনারা তার মা-বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু সে আপসহীন। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এদেশ থেকে নরপিশাচ পাকসেনাদের তাড়াতেই হবে। এমন ঘটনার বিবরণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও বিদ্যমান।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত আছে কীভাবে পাকসেনারা এদেশে আক্রমণ করে সাধারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। তারা জিপে করে বুধার গ্রামে এসে বাজার পুড়িয়ে দেয়। তারা তিনদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। আহাদ মুন্সির মতো চেয়ারম্যানরাও পাকিস্তানিদের সহায়তা করে ফলে মুক্তিযোদ্ধারাও নানা বিপদের সম্মুখীন হয়। এছাড়া মতিউর, কুদ্দুসও দেশদ্রোহী চরিত্র। এভাবে পাকিস্তানিরা এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করে। সেই সাথে নির্বিচারে গুলি করে বহু মানুষকে হত্যা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত পাকবাহিনী কর্তৃক অত্যাচার-নির্যাতনের দিকটি আলোচ্য উপন্যাসেও বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে বর্ণিত পাকসেনাবাহিনীর 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার-নির্যাতন আর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিশেষ দিকটি ইঙ্গিত করে।

ঘ "উদ্দীপকের পলাশের মনোভাবই যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের লেখকের জীবন ভাবনা"– মন্তব্যটি যৌক্তিক।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের মানুষকে দীর্ঘদিন শাসন-শোষণ করেছে। তাদের একপেশে এ শাসন-শোষণ দ্বারা বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। তারা রাতের অন্ধকারে এদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। কিন্তু বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে; যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মমতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের পরিচয় রয়েছে। সে সময় বর্বর হানাদার বাহিনীর ভয়ে অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলেও বুধা যায়নি। সে ভেতরে ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মিলিয়ে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। উদ্দীপকের পলাশও বুধার মতো সাহসী ও স্বাধীনতাকামী।

উদ্দীপকের পলাশও তেমনি এক প্রতিবাদী চরিত্র। সে ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে একের পর এক গেরিলা আক্রমণ চালায়। যার ফলে পাকসেনারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। পলাশের গ্রামে তারা বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সে জানতে পারে পাকসেনারা তার বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু সে আপসহীন। সে প্রতিজ্ঞা করেছে এদেশের মাটি থেকে পাকসেনাদের বিতাড়িত করবেই। এখানে তার মাঝে দেশপ্রেম-চেতনা ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, পলাশের মনোভাব যেন উপন্যাসের লেখকের জীবন ভাবনা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পলাশের মনোভাবই যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের লেখকের জীবন ভাবনা।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যাস্ত আইন হলো এমন একটি আইন যে আইনে নির্ধারিত দিনে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে হয়।

খ বজরা আর নৌকার মধ্যে সংঘর্ষের মতো দুর্ঘটনার কবলে পড়েও মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় বহিপীর বলেন, 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যিই মুশকিল।'

ঝড়ের সময় বজরা আর নৌকা একই সঙ্গে খালের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে এবং তখন নৌকা ও বজরার মধ্যে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা আধা ডোবা হয়ে যায়। আর বহিপীর দুর্ঘটনার কবলে পড়লে মরতে মরতে বজরায় আশ্রয় পেয়ে বেঁচে যান। এজন্য তিনি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বজরা আর নৌকার সংঘর্ষের মতো দুর্ঘটনার কবলে পড়েও মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় বহিপীর বলেন, 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যিই মুশকিল।'

গ উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো সামাজিক কুসংস্কার।

'বহিপীর' নাটকে সামাজিক কুসংস্কারের দিকটি ফুটে উঠেছে। কারণ সমাজের লোকরা কুসংস্কারের কারণে বহিপীরের আনুগত্য করে। পিরের সেবা করাকেই তারা পুণ্যের কাজ মনে করে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। কারণ পির প্রথার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ভণ্ড পিরেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে। কুসংস্কারে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই কেবল পিরের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে।

উদ্দীপকের রূপা মাথা ঘুরে ছাদে পড়ে যায়। এজন্য পির সাহেব তাকে ঝাড়-ফুঁক দেন। কিন্তু রূপা ঝাড়-ফুঁকে বিশ্বাসী নয়। অথচ তার পরিবার ঝাড়-ফুঁকেই বিশ্বাস করে। পির সাহেবের খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। ভালো খাবারের আয়োজন ও পিরের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মূলত রূপার পরিবার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য তারা পিরের অন্ধ অনুসকরণ করে আসছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো সামাজিক কুসংস্কার।

উত্তরের মূলকথা : 'বহিপীর' নাটকে সামাজিক কুসংস্কারের দিকটি ফুটে উঠেছে। একইভাবে, রূপার পরিবারও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য তারা পিরের অন্ধ অনুসরণ করে আসছে।

ঘ "উদ্দীপকের রূপা প্রতিবাদ করলেও সে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা নয়।"– মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা সৎ মায়ের প্রতিহিংসার শিকার হয়। তার সৎ মা ও বাবা বহিপীরের অন্ধভক্ত। তারা বহিপীরের খেদমতের জন্য বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু তাহেরা মন থেকে এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের রূপার বাবা সাহেব আলী পিরের অন্ধভক্ত। একদিন পির সাহেব তাদের বাসায় আসে। তার বাবা-মা পিরের সেবাযত্নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলা রূপা ছাদে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। আর এ খবরটি পিরের কানে পর্যন্ত পৌঁছে। পির সাহেব তখন রূপাকে ঝাড়-ফুঁক করেন। এতে রূপা রেগে গিয়ে বলে, আমি ডাক্তারের কাছে যাব।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের অন্ধ অনুসারী ছিল। কিন্তু তাহেরা পির প্রথার বিশ্বাসী ছিল না। এজন্য সে বহিপীরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়নি। বিবাহ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বাড়ি থেকে পালানোর মাধ্যমে তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্দীপকের রূপা পিরের প্রতি রাগান্বিত হয়ে প্রতিবাদ করলেও তাহেরার মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারেনি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রূপা পিরের প্রতি রাগান্বিত হয়ে প্রতিবাদ করলেও সে তাহেরার মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে পারেনি। আর তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌকার সঙ্গে বজরার ধাক্কা লেগেছিল।

খ পুলিশে খবর দিলে আইনি ঝামেলা হতে পারে ভেবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশে খবর দিতে নিষেধ করেন।

বহিপীর তার এক মুরিদের কন্যা তাহেরাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা অসম বিয়ে মেনে না নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তখন তাহেরার বাবা পুলিশে খবর দিতে চান। তবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশের নিকট খবর দিতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, পুলিশে খবর দিলে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা তিনি চান না।

উত্তরের মূলকথা : পুলিশে খবর দিলে আইনি ঝামেলা হতে পারে ভেবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশে খবর দিতে নিষেধ করেন।

গ উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের এক প্রতিবাদী চরিত্র তাহেরা। এক বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কেননা তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনাপ্রবহ আবর্তিত হয়েছে। সে মাতৃহারা, তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমা তাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দিলে তা সে মেনে নেয়নি বরং পালিয়েছে। দুঃসাহসের সাথে শহরবাসী বজরায় চড়ে বসেছে।

উদ্দীপকের শিরিন কলেজে পড়ে। তার বাবা-মা তাকে এখনই বিয়ে দিতে চায়। বিয়ে ঠিক হয় একই মহল্লার ধনী লোক রহিম মিয়ার প্রবাসী ছেলের সাথে। পাত্র বিদেশে থাকে আবার সহায়-সম্পত্তিও অনেক। এমন বিত্তশালী পাত্রকে শিরিনের বাবা-মা হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু শিরিন রাজি হয় না। সে কিছুতেই এখন বিয়ে করবে না। সে আগে পড়ালেখা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। এমন মানবিক ভাবনা ও প্রতিবাদী চেতনা নাটকের তাহেরার মধ্যেও লক্ষণীয়। উদ্দীপকের শিরিনও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মতো একটি প্রতিবাদী চরিত্র। উভয়ের বিয়ে এবং প্রতিবাদী মনোভাবে সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপই যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা।"– উক্তিটি যৌক্তিক।

'বহিপীর' নাটকে বর্ণিত পুণ্য লাভের আশায় তাহেরার বাবা ও সৎমা তাহেরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পির সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দেয়। এটি মেনে নিতে পারেনি বলে তাহেরা পালিয়ে যায় এবং হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। এখানে তার প্রতিবাদী দিকটি প্রস্ফুটিত হয়।

উদ্দীপকের শিরিন কলেজ পড়ুয়া শিক্ষিত মেয়ে। তার ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। ধনীর দুলালের সাথে তার বিয়ে ঠিক করা হলে তাতে সে রাজি হয়নি। সে বাবা-মাকে সব জানিয়ে দিয়েছে এখন সে বিয়ে করবে না। সে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এমন দৃঢ় মনোবল আর প্রতিবাদী দিকটি তাহেরার মধ্যেও বিদ্যমান।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা হয়। সে জমিদারের অসহায়ত্বের কথা জেনেছে এবং বৃদ্ধর সাথে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। এখানে সে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের শিরিনের এমন মনোভাব ফুটে ওঠেনি। শিরিন এখনই বিয়ে করবে না; বাবা-মা তার কথায় রাজি না হওয়ায় নিরুপায় হয়ে ৯৯৯-এ কল করে প্রশাসনের সহযোগিতায় নিজের বিয়ে বন্ধ করে। এটি তার প্রতিবাদী চেতনা, মানবিক নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপ তাহেরার সাথে অনেকাংশেই মিলে যায়। যে কারণে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা হয়ে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপই যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা।"– উক্তিটি যৌক্তিক।

মডেল টেস্ট- ০৩

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	ক	৩	খ	৪	ক	৫	ঘ	৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	ঘ	১০	গ	১১	ক	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে।

খ লোকসাহিত্যের প্রতি বাঙালি যদি মনোযোগী না হয় তাহলে কোনো উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে না বোঝাতে লেখক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বাংলার এক বিশাল ভান্ডার ছিল পল্লিসাহিত্য। তার কিছু অবশিষ্ট এখনো থাকলেও, সময় ও রুচির ক্রমবিবর্তনের ধারায় সে সাহিত্য অনাদৃত হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। পল্লিসাহিত্য রক্ষার জন্য কিছু সভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু পল্লিজননীর সন্তানদের পল্লিসাহিত্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তাদের কাছে আদরণীয় হলেই কেবল পল্লিসাহিত্য রক্ষা পাবে। অন্যথায় বিভিন্ন সভা সেমিনার আয়োজন নিতান্তই অর্থহীন। আর এ বিষয়টি বোঝাতে লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : লোকসাহিত্যের প্রতি বাঙালি যদি মনোযোগী না হয় তাহলে কোনো উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে না।

গ উদ্দীপকের মাহমুদের মনোভাবে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখিত প্রাবন্ধিকের অনুভূতির সাদৃশ্য রয়েছে।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লিসাহিত্যের প্রতি লেখকের গভীর মমত্ব লক্ষ করা যায়। তিনি এদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাহিত্যের বিলুপ্তপ্রায় দশা দেখে মর্মাহত। তিনি এসব সাহিত্য সংগ্রহ ও সংকলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য পল্লিসাহিত্যের বিচিত্র সম্পদ বিশেষ যত্নের সঙ্গে আহরণ করা একান্ত আবশ্যক।

উদ্দীপকে মাহমুদ শিক্ষকের কাছে রূপকথার গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা জেনে পুলকিত হয়েছে। পরে এর সম্পর্কে তার মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। গল্প শোনার জন্য মাহমুদ তার দাদির কাছে আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তার দাদি এতে অনীহা প্রকাশ করে এবং তাকে হিন্দি সিরিয়াল দেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। মাহমুদকে হতাশ হতে হয়। পল্লিসাহিত্যের অন্যতম উপাদান রূপকথার গল্পের প্রতি মাহমুদের এমন মনোভাব আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, পল্লিসাহিত্যের প্রতি উদ্দীপকের মাহমুদের মনোভাব আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের মনোভাবেরই প্রতিফলন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মাহমুদের মনোভাবে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের পল্লিসাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ববোধের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ 'উদ্দীপকের দাদির মতো রূপকথার গল্পগুলোর প্রতি আমাদের অনাগ্রহই পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।' 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখক এদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা সাহিত্যের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। পল্লির উপকথা, গান, গাথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি এদেশের নিজস্ব সম্পদ। বর্তমানে বিদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে এগুলোর প্রতি মানুষের আগ্রহ হারিয়েছে। ফলে আজ তা ধ্বংসের পথে। উপযুক্ত গবেষক ও আগ্রহী সাহিত্যিকদের উদ্যোগ ও চেষ্টায় তা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন ।

উদ্দীপকের মাহমুদের দাদির মাঝে রূপকথার গল্পের প্রতি অনীহা পরিলক্ষিত হয়। উপকথার চেয়ে হিন্দি সিরিয়াল দেখার মাঝেই তিনি বেশি আনন্দ পেয়েছেন। এজন্য মাহমুদের আবদার সত্ত্বেও তিনি রূপকথার গল্প শোনাতে অনীহা দেখান; বরং গল্প না শুনে হিন্দি সিরিয়াল দেখার জন্য মাহমুদকে অনুরোধ করে।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অনাগ্রহকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ ও সংকলনের অভাবে এই সাহিত্য বিলুপ্তির পথে। উদ্দীপকের মাহমুদের দাদির মাঝেও পল্লিসাহিত্যের প্রতি অনীহার দিকটি লক্ষ করা যায়। সার্বিক বিচারে তাই বলা যায়, "উদ্দীপকের মাহমুদের দাদির মতো রূপকথার গল্পগুলোর প্রতি আমাদের অনাগ্রহ পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী" – প্রশ্নোক্ত এই মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : বিদেশি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখক আমাদের অনাগ্রহকেই পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে দায়ী করেন।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ওরভোয়া' শব্দের অর্থ আবার দেখা হবে।

খ আবদুর রহমানের শারীরিক গঠনের কারণে তাকে 'নরদানব' বলা হয়েছে।

'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে উল্লেখিত আবদুর রহমান উচ্চতায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি। হাত দুটি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। যেমন চওড়া তার কাঁধ, তেমনি চওড়া তার মুখ। এবড়োখেবড়ো নাক-কপাল নেই। আবদুর রহমানের এমন শারীরিক গঠন দেখে লেখক তাকে 'নরদানব' বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : আবদুর রহমানের অস্বাভাবিক শারীরিক গঠনের জন্য লেখক তাকে 'নরদানব' বলেছেন।

গ উদ্দীপকের সেনাজের দেখা সৌন্দর্য 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে।

'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে লেখকের প্রবাস জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সেবক আবদুর রহমানের চারিত্রিক সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। ভিন্ন দেশের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে লেখকের ভ্রমণ সার্থক হয়েছে। আফগানিস্তানের প্রস্তরভূমি ও বরফশীতল জলবায়ু তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সেনাজ শীতকালে শেরপুরে বেড়াতে যায়। সেখানে যেমন আছে সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি তেমনি আছে গারো পাহাড়। এগুলোর রয়েছে অনাবিল সৌন্দর্য। যা সে বিমুগ্ধ চিত্তে উপভোগ করে। এই এলাকার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলি তাকে ও তার বাবা-মাকে বিমোহিত করে। শুধু তাই নয়, গারো আদিবাসীদের সুন্দর ব্যবহারে সে অভিভূত হয়। আবদুর রহমান কর্তৃক লেখক যেমন আপ্যায়িত ও খুশি হয়েছিলেন তেমনি উদ্দীপকের সেনাজ শেরপুরে বেড়াতে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সেনাজের দেখা সৌন্দর্য 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির আফগানিস্তানে লেখকের মনোমুগ্ধকর ভ্রমণের সৌন্দর্য উপভোগ, সরল আতিথেয়তা ইত্যাদি দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সেনাজের দেখা সৌন্দর্য 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে।

ঘ "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে অতিথিপরায়ণতার সঙ্গে আফগানিস্তানের প্রকৃতি-পরিবেশের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিদেশি অতিথির প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে সে রীতিও এখানে বিধৃত হয়েছে। এছাড়া আবদুর রহমানের নম্রতা, সরলতা, দেশপ্রেম ও কর্মস্পৃহা এ কাহিনিটিকে একটি ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

উদ্দীপকে একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, সেনাজ শীতকালীন অবকাশ পায়। এ সময় সে বাবা-মায়ের সাথে শেরপুরে বেড়াতে যায়। এখানে সে সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি আর গারো পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়। গারো আদিবাসীদের সুন্দর ব্যবহারে সে অভিভূত হয়। সেখানকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি দেখে তার চোখ জুড়ায়। আফগানিস্তানেও এমন দৃশ্যাবলি বিদ্যমান।

'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির বিষয়বস্তু উদ্দীকের তুলনায় ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে লেখক বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে সেই দেশের মানুষের আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। যা উদ্দীপকে উল্লেখ নেই। বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল ভ্রমণের মাধ্যমে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। যা উদ্দীপকে এবং আলোচ্য ভ্রমণকাহিনিতে লক্ষণীয়। এ কাহিনিতে আফগানিস্তানের ভূমি, আবহাওয়া, পানশিরের পরিবেশ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। যা উদ্দীপকে বর্ণিত হয়নি। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু আলোচ্য ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশ মাত্র, পুরোপুরি নয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির খণ্ডাংশকে ধারণ করেছে।

<u>৩নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল।

খ 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়'– কেননা স্বাস্থ্য অর্জন করতে হয়, আর ব্যাধি মানুষকে সংক্রমিত করে।

ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সবাইকে সমান করতে। কিন্তু ইংরেজি সভ্যতার পাশাপাশি থেকেও আমরা ডেমোক্রেসির ভালো গুণগুলোকে আয়ত্ত না করে ধারণ করেছি খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোকে। ডেমোক্রেসির দোষগুলো আমরা আত্মসাৎ করেছি অবলীলায়। সাহিত্যচর্চার বিষয়টি এক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। রোগ যেমন সংক্রামক হিসেবে ছড়িয়ে যায়, কিন্তু স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিজের প্রচেষ্টায় অর্জন করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : অভিজাত সভ্যতা থেকে আমরা শুধু দোষগুলোকে গ্রহণ করেছি, ভালোকে নয়। তাই লেখক বলেছেন– 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।'

গ উদ্দীপক (i)-এর 'সাউথ পোলার' ব্যক্তিরা 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা অর্জনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করা যায় বিষয়টি এমন নয়। বাস্তবতার আলোকেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যেসব বই পড়ানো হয় সেসব বই ছাড়াও অনেক বই রয়েছে যেগুলো অধ্যয়ন করেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। যারা কোনো কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি তারা ইচ্ছা করলে স্ব-উদ্যোগে বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ প্রাবন্ধিক স্ব-উদ্যোগে স্বশিক্ষিত হওয়ার জন্য বই পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

উদ্দীপকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত না হয়েও বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়ার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের কিছু কিছু টিমে ১৪ শতাংশ কর্মী রয়েছে। যাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেই। অথচ তারা নিজেরা স্ব-উদ্যোগে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হয়েছে। স্বশিক্ষিত হয়ে কর্ম জীবনে তারা সফলতাও লাভ করেছে। কর্মক্ষেত্রে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য পশ্চিমা বিশ্বে এরা 'সাউথ পোলার' হিসেবে পরিচিত। 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকও বিভিন্ন বই পড়ে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্বশিক্ষিত হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপক (i)-এর 'সাউথ পোলার' ব্যক্তিরা 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এর 'সাউথ পোলার' ব্যক্তিরা 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে স্বশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ "উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বই পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। জ্ঞানার্জনের জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। শুধু পাঠ্যবই নয় বরং অন্যান্য বই অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। মানুষের মনের চিকিৎসার জন্য বই পড়া আবশ্যক। বই পড়ার জন্য পাঠাগার বা লাইব্রেরি স্থাপন করা প্রয়োজন। বই পড়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে এবং সবাই বই পড়তে আগ্রহী হলেই প্রাবন্ধিকের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। শিক্ষিত হতে হলে বই পড়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে শিক্ষিত হতে হবে। তাই বই পড়ার গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বই পড়া সম্পর্কে বিল গেটসের মন্তব্য ফুটে উঠেছে। বিল গেটস একজন বইপ্রেমি মানুষ। তিনি বই পড়তে খুব ভালোবাসেন। তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন বই পড়ার মাধ্যমে। এজন্য তিনি সর্বদা হাতের নাগালে বই রাখেন। যেন ইচ্ছে হলেই বই পড়তে পারেন। তার ঘরে, অফিসে, এমনকি তার গাড়িতেও বই থাকে। তিনি যেখানেই যান না কেন তার সঙ্গী হিসেবে থাকে বই। বই পড়ার মধ্যেই তিনি ভালোলাগার অনুষঙ্গ খুঁজে পান। বই পড়েই তিনি আনন্দ পান। তার সফলতার মূল রহস্য হলো বই পড়া।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন মাত্র। কারণ 'বই পড়া' প্রবন্ধের বই পড়ার বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, বই পড়ার প্রতিবন্ধকতা, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। কিন্তু উদ্দীপকে এসবের কোনো বিবরণ নেই। উদ্দীপকে কেবল বিল গেটসের বই পড়ার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। যা 'বই পড়া' প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিক মাত্র। এটি আলোচ্য প্রবন্ধের সামগ্রিক দিক নয়। বেল গেটসের বই পড়ার দিকটি প্রাবন্ধিকের ইচ্ছার একটি দিকের প্রতিফলন হলেও অন্যান্য দিকগুলো উঠে আসেনি। তাই উদ্দীপকটির বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন বলেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য 'বই পড়া' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার খণ্ডিত প্রতিফলন মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন হলো বৈষ্ণব পদাবলি।

খ নাটক দর্শক শ্রেণির সামনে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমে সরাসরি সমাজকে প্রভাবিত করে।

বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য হলো নাটক। নাটক প্রাচীনকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হতো না। এটি অভিনীত হতো। নাটকের উদ্দেশ্য পাঠক নয়, সর্বকালেই দর্শক সমাজ। নাটকে অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকশ্রেণির মনোভাবে একটি সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দর্শকশ্রেণি যেহেতু সমাজেরই অংশ, তাই বলা যায় যে, অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে নাটক সমাজকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

উত্তরের মূলকথা : নাটক দর্শকশ্রেণির সামনে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমে সরাসরি সমাজকে প্রভাবিত করে।

গ উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাকে ইঙ্গিত করে।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রবন্ধ অন্যতম। প্রবন্ধ হলো গদ্যাকারে লিখিত একটি তথ্যবহুল রচনা। প্রবন্ধের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সৃজনশীলতা। কারণ প্রবন্ধে সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটে। অনেক অজানা তথ্য প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে লেখক কোনো বিষয় সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন, তাকেই প্রবন্ধ বলা হয়।

উদ্দীপকের (i)নং অংশের দিকে আমরা দৃষ্টি নিবন্ধ করলে দেখতে পাই, সেখানে সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্য মনোরমা যে লেখাটি জমা দিয়েছে তার মধ্যে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তার লিখিত বিষয়টি তথ্যবহুল ও সৃজনশীল। লেখাটি অতি দীর্ঘ নয় এবং সেখানে মননশীল চিন্তা-চেতনা ফুটে উঠেছে। যা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে মূলত প্রবন্ধের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ প্রবন্ধের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো উদ্দীপকের (i)নং অংশে বিদ্যমান। মনোরমার লেখাটির মধ্যে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাকেই ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের i নং অংশে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের (ii)নং অংশের সাহিত্যের শাখাটি পাঠকসমাজকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে– 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের অন্যতম একটি আলোচ্য বিষয় হলো নাটক। নাটক সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী শাখা। সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে নাটক সবচেয়ে প্রাচীন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলোর মধ্যে একমাত্র নাটক সরাসরি সমাজ ও দর্শক সমাজকে প্রভাবিত করে। নাটকের চরিত্রগুলোর দ্বারা সংলাপের মাধ্যমে নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়। কাহিনির বিস্তৃতি ও প্রেক্ষাপটের আলোকে নাটকে একাধিক দৃশ্য থাকে। নাটকের চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ রচিত হয়। সংলাপের ভাষা সহজ-সরল ও প্রাণবন্ত হলেই তা দর্শকের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

উদ্দীপকের (ii) নং অংশে নাটকের কথা বলা হয়েছে। কারণ একটি কাহিনির সাবলীল বর্ণনা বেশ কিছু চরিত্রের পদচারণায় মুখরিত হয় কেবল নাটকের মাধ্যমে। নাট্যকারের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে পাঠক তথা দর্শকের হৃদয় মিশে যায়। দর্শকের হৃদয়ে নাটকের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। নাটক মূলত একটি সমাজ দর্পণ। সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন চিত্রকে নাটকের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। নাটকের মূল লক্ষ্য পাঠক নয় বরং দর্শক সমাজ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে একমাত্র নাটকই সরাসরি দর্শক ও সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের (ii)নং অংশের সাহিত্য শাখাটি অর্থাৎ নাটক পাঠকসমাজকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। কারণ নাটক সরাসরি পাঠক তথা দর্শকদের সামনে মঞ্চস্থ হয়। ফলে দর্শকসমাজ সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাভ করে থাকে। নাটক শুধু বিনোদনের মাধ্যমই নয় বরং সমাজ বিনির্মাণের একটি অন্যতম হাতিয়ার। যা বাস্তবতার আলোকে দর্শকদের সামনে সরাসরি উপস্থাপন করা হয়। এতে দর্শক হৃদয়ে নাটকের ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সমাজের বাস্তব চিত্র দর্শকসমাজ নাটকের মাধ্যমে সরাসরি উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের (ii)নং অংশের সাহিত্য শাখা তথা নাটক পাঠকসমাজকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে থাকে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দারা' শব্দের অর্থ স্ত্রী।

খ জীবনকে ইতিবাচক অর্থে গ্রহণ করে সঠিক সময়ে সঠিক কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে ভবের উন্নতি সাধন করা যায়।

জীবনের প্রতিকূলতাকে একমাত্র সত্য না ভেবে সব ধরনের প্রতিকূলতাকে নিজ অনুকূলে আনার চেষ্টা চালাতে হবে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। কারণ, সময় কারও জন্য বসে থাকে না। আর তাই উপযুক্ত সময়ে নিজের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করে ভবের উন্নতি সাধন করা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উপযুক্ত সময়ে নিজের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমে ভবের উন্নতি সাধন করা যায়।

গ উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় উল্লিখিত মহৎকর্ম সম্পাদনের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দিকটি ফুটে উঠেছে।

মানজীবনে দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য-সচ্ছলতা, আনন্দ-বেদনা পাশাপাশি বিরাজ করে। তাই দুঃখকষ্ট বা দারিদ্র্যকে ভয় না পেয়ে সংগ্রামী জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেননা, দৃঢ় আর কঠোর সংগ্রামের কাছে দুঃখ, ভয় ও হতাশার পরাজয় ঘটে। আর সংগ্রামী হলে সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিই অতিক্রম করা সম্ভব।

উদ্দীপকের কবিতাংশে শিশুর বসবাস উপযোগী এক নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আত্মসচেতন কবি নিজ উপলব্ধি থেকেই নবজাতকের সুষ্ঠু বিকাশের উপযোগী করে পৃথিবীকে গড়ে তুলতে চান। মহৎ এ লক্ষকে সামনে রেখেই তিনি পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। একইভাবে 'জীবন-সংগীত' কবিতায়ও কবি জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মহিমা অর্জনই মানব জীবনের লক্ষ্য। আর তা সম্ভব হতে পারে মহৎকর্মের মধ্য দিয়ে, যার একমাত্র উপায় জীবন-সংগ্রামে ব্রতী হওয়া। আলোচ্য কবিতায় ফুটে ওঠা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহৎকর্ম সাধনের এ দিকটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সংগ্রামী জীবনের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ "বর্ণনায় বৈচিত্র্য থাকলেও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতা ও উদ্দীপকের বিষয়বস্তু একই।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি সংসারে মানুষের প্রকৃত ভূমিকার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। কবির মতে, সংসারবিরোধী হয়ে কোনো লাভ নেই। তাই সংসার সমরাঙ্গনে দৃঢ়চিত্তে লড়াই করে যেতে হবে। এভাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে মানব জীবনকে সফল করে তুলতে হবে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য উপযুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। তাদের বসবাসের জন্য সর্বোত্তম আয়োজনের ব্যবস্থা করতে চান কবিতাংশটির কবি। আর সেই লক্ষ্য পূরণ করতে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি। মহৎকর্মের ভেতর দিয়ে জীবনকে সার্থক করে তোলার এমন ভাবনা আলোচ্য 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায়ও গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতা ও উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য কবিতায় কবি সেই লক্ষকে সামনে রেখেই সংসাররূপ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের সাথে লড়াই করে যেতে বলেছেন। অন্যদিকে, উদ্দীপকের কবিতাংশে নবজাতকের জন্য সুন্দর এক পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কবি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক আদর্শ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন। তবে তা করার জন্য 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কবির নির্দেশিত পথেরই অনুগামী হতে হবে। কেননা, এর মধ্য দিয়েই যে মহত্ব অর্জন সম্ভব সেটিও স্পষ্ট করা হয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়। এ বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক ও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় মানবজীবনের সার্থকতার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' গ্রন্থটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়।

খ প্রশ্নোক্ত লাইনটিতে ছেলের মৃত্যুশঙ্কা মায়ের মনে যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তা বোঝানো হয়েছে।

রুগ্‌ণ ছেলের অনেক কথা মা শোনে এবং ছেলেকে ঘুমাতে বলে। কিন্তু ছেলের চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। মা ছেলের জন্য কত মানত করে দরগায়, কত আদরযত্ন ঢেলে দেয় ছেলেকে। কিন্তু এরপরও তার মনে ছেলেকে হারানোর ভয় জেগে ওঠে। মায়ের চোখের সামনে ছেলে বিনা চিকিৎসায় চলে যাবে পৃথিবী ছেড়ে এ যেন মায়ের বুকে শেলের মতো বিঁধে। এমন কথা ভাবতেই মায়ের মন আঁতকে ওঠে কিন্তু এমন ভাবনায় যেন মাকে সর্বক্ষণ ভাবায়।

উত্তরের মূলকথা : সন্তান হারানোর কথা মায়ের ভেতরে জাগ্রত হলে কোনো মা তা সহ্য করতে পারেন না। সন্তান হারানোর সে আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে প্রশ্নোক্ত লাইনটিতে।

গ উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্যে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের সন্তানের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা এবং কুসংস্কারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি অসুস্থ সন্তানের পাশে রাত জাগা এক মায়ের মনোকষ্ট এবং অসহায়ত্বের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। দারিদ্র্যের কারণে সন্তানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে তার খেদের অন্ত নেই। অসহায় মা তাই ছেলের সুস্থতা কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানান এবং দরগায় দান মানেন।

উদ্দীপকের শাশুড়ি বয়স্ক ও সনাতন চিন্তাধারার মানুষ। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে তার ধারণা কম। আর তাই অসুস্থ নাতির রোগমুক্তির জন্য তিনি ঝাঁড়ফুঁকের মতো কুসংস্কারমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একই সাথে নাতির সুস্থতা কামনায় তিনি মসজিদে দানও মানত করেন।

একইভাবে 'পল্লিজননী' কবিতার অসহায় মাও সন্তানের সুস্থতার জন্য মসজিদে মোমবাতি এবং দরগায় দান মানে। পাশাপাশি ঝাঁড়ফুঁকে বিশ্বাস এবং হুতুম পেঁচার ডাককে অকল্যাণকর মনে করার মতো কুসংস্কারেও সে বিশ্বাস করে। উদ্দীপকের শাশুড়ির মাঝে পল্লিমায়ের এই ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্যে 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের সন্তানের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা এবং কুসংস্কারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও অপত্যস্নেহের দিক থেকে উদ্দীপকের ফারহানা ও 'পল্লিজননী' কবিতার মা একসূত্রে গাঁথা"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি অসুস্থ সন্তানের শয্যার পাশে বিনিদ্র রাত যাপনকারী এক মায়ের অন্তর্যাতনার মধ্য দিয়ে মাতৃস্নেহের চিরন্তন রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দারিদ্র্যের কারণে মা তার সন্তানের চিকিৎসা বা ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এ কারণে সন্তান হারানোর শঙ্কায় মায়ের মন আজ ভারাক্রান্ত। এমতাবস্থায় মা তার বুকের সবটুকু স্নেহ-ভালোবাসা সন্তানকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

উদ্দীপকের ফারহানা একজন স্নেহশীলা মা। তাই ছেলের অসুস্থতার খবর তাকে উদ্‌বিগ্ন করে তোলে। আর অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এজন্য ছেলেকে নিয়ে তিনি দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ছেলের ডেঙ্গুজ্বর ধরা পড়লে তিনি ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করান এবং রাত জেগে তার শুশ্রূষা করেন। এমন আচরণের মধ্য দিয়ে ফারহানার মাতৃমনের পরিচয় মেলে।

'পল্লিজননী' কবিতায় কবি এক অসহায় ও দরিদ্র মায়ের দুরবস্থার মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতাকে মূর্ত করে তুলেছেন। অভাবের কারণে রোগাক্রান্ত ছেলের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারলেও বুকের সবটুকু স্নেহ দিয়ে সন্তানকে সে আগলে রাখে। শুধু তাই নয়, মৃত্যু পথযাত্রী ছেলের সুস্থতা কামনায় আল্লাহর দরবারে কেঁদে বুক ভাসায়। একইভাবে, উদ্দীপকের ফারহানাও সন্তানের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে ছেলের শয্যার পাশে বিনিদ্র রাত জাগেন। এক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থা এবং প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উভয় মায়ের মধ্যে অপত্যস্নেহের দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও অপত্যস্নেহের দিক থেকে উদ্দীপকের ফারহানা ও 'পল্লিজননী' কবিতার মা একসূত্রে গাঁথা।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় 'চির কবিতার দেশ' বলা হয়েছে বাংলাদেশকে।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশালী আক্রমণ বোঝাতে প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা অধিকাংশ মানুষই অত্যাচারিত হয়েছে। অবশেষে সর্বশক্তি দিয়ে চূড়ান্ত আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয় স্বাধীনতাকামী বাঙালি। এর মধ্য দিয়েই আসে স্বাধীনতা। বাঙালির সম্মিলিত শক্তি এবং দৃঢ় অঙ্গীকার উপমিত করা কবি বাঘের থাবার সাথে তুলনা করেছেন। প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে সে কথা ব্যক্ত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালির সম্মিলিত শক্তি এবং দৃঢ় অঙ্গীকার উপমিত করা কবি বাঘের থাবার সাথে তুলনা করেছেন।

গ উদ্দীপকের কবিতাংশে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় উল্লেখিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক আচরণের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় কবি দেশবাসীর প্রতি পাকিস্তানি হানাদারদের হীনমনোভাব এবং তাদের পৈশাচিক আক্রমণের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অস্ত্রের মুখে দেশবাসীকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের ওপর তারা অন্যায়-অত্যাচার করে এবং নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অত্যাচারিত কবির ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদাররা তাদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছে। তার বৃদ্ধ পিতার শরীরে এখন লেগে আছে পশুসদৃশ হানাদারদের নির্মমতার চিহ্ন। শুধু তাই নয়, তারা তার আসাদ নামের প্রিয়জনকে হত্যা করেছে। সংগত কারণেই তাদের প্রতি কবির মনে প্রচণ্ড ঘৃণা। আলোচ্য 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় কবি পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংস অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন। বাঙালি জাতিকে নিয়ে তাদের হীন মনোবৃত্তিকে উন্মোচন করেছেন। অর্থাৎ উদ্দীপক এবং আলোচ্য কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণ এবং হত্যা-নির্যাতনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সে বিবেচনায় উদ্দীপকের কবিতাংশে কবিতায়' উল্লিখিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক আচরণের দিকটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের কবিতাংশে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় উল্লিখিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণ এবং হত্যা-নির্যাতনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার সমগ্র অনুভূতিই দৃশ্যমান।"– প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় এদেশবাসীর ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যা-নির্যাতনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি তাদের প্রতি বাঙালিদের তীব্র ঘৃণা ও প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টিকেও কবি বর্ণনা করেছেন। তাদের দম্ভ গুঁড়িয়ে দিয়ে বাঙালি জাতি অর্জন করেছিল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

উদ্দীপকের কবিতাংশে পাকিস্তানি হানাদারদের সীমাহীন অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই সময় তারা অন্যায়ভাবে দেশবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। আলোচ্য উদ্দীপকের কবিতাংশটির কবিও তাদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ওরা তার বৃদ্ধ পিতাকেও রেহাই দেয়নি। প্রাণ কেড়ে নিয়েছে প্রিয়জনের। আর তাই কবির চোখেমুখে তাদের প্রতি দুর্মর ঘৃণার আগুন।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় কবি পাকিস্তানি শাসকদের হীনমনোবৃত্তি এবং অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বাঙালি জাতিকে নিরীহ মনে করে অস্ত্রের মুখে কোণঠাসা করে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালি তাদের হত্যা

নির্যাতনকে মুখ বুজে সহ্য করেনি। তাদের আসুরিক দম্ভ চূর্ণ করে এবং পরাস্ত করে ছিনিয়ে এনেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। উদ্দীপকের কবিতাংশে হানাদারদের অকথ্য নির্যাতন এবং এর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশিত হলেও স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের দিক সেখানে উঠে আসেনি। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ নয়।

উত্তরের মূলকথা : 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় পাকিস্তানি হানাদারদের অন্যায় অত্যাচার ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা বর্ণিত হয়েছে; যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ নয়।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক গাঁয়ের লোক বুধাকে কাকতাড়ুয়া নামে ডাকে।

খ বুধার মুখ থেকে যুদ্ধ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গ্রামের চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সি শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী আহাদ মুন্সির কাছে যুদ্ধ শব্দটা তাই আতঙ্কের মতো। একদিন রাস্তায় বুধার সাথে তার দেখা হলে বুধার সরল চেহারা দেখে তার মায়া হয়। হাসিমুখে নাম জিজ্ঞেস করলে বুধা বলে তার নাম যুদ্ধ। বুধার মুখ থেকে এ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠে যায়।

উত্তরের মূলকথা : স্বাধীনতাবিরোধী আহাদ মুন্সির কাছে যুদ্ধ শব্দটা আতঙ্কের মতো। তাই বুধার মুখ থেকে যুদ্ধ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠেছিল।

গ উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার পরিবারের সবাই কলেরা মহামারিতে মারা যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে বুধা ভীষণ শোকাহত হয়। তার চাচি তাকে সাময়িক আশ্রয় দেয়। চাচির বিভিন্ন কটূ কথায় রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়। ছন্নছাড়া হয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কষ্টে বুধার জীবন অতিবাহিত হয়। বুধা মানুষের বাড়িতে বা বাজারে খাবারের বিনিময়ে কাজ করে। এভাবেই বহুকষ্টে বুধার দিন কাটে।

উদ্দীপকে রাজিনের বাবা-মা ও বোন করোনা ভাইরাসে মারা যায়। চোখের সামনে সবাইকে মারা যেতে দেখে রাজিন শোকে যেন পাথর হয়ে যায়। সবাইকে হারিয়ে রাজিন অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। কারও কাছে সে স্থায়ীভাবে আশ্রয় পায়নি। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কোনো সহানুভূতি পায়নি। কেউ তাকে স্নেহের বন্ধনে কাছে টেনে নেয়নি। এমন সঙ্কটকালীন মুহূর্তে রাজিন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে করুণার পাত্রে পরিণত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

উত্তরের মূলকথা : 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার পরিবারের সবাই কলেরায় মারা যায়। একইভাবে, উদ্দীপকে রাজিনের বাবা-মা ও বোন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মারা যায়। এদিক থেকে উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

ঘ "উদ্দীপকের রাজিনের জীবন সংগ্রাম এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সংগ্রামী জীবন এক নয়।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা কলেরা মহামারিতে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়। আপনজন কেউ না থাকায় বুধা পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চাচির রূঢ় ব্যবহারে বুধা চাচির বাড়ি ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে বেড়ায়। বুধা এতিম হলেও কারও করুণা প্রত্যাশী ছিল না। জীবিকার জন্য সে টুকিটাকি কাজ করেছে।

উদ্দীপকের রাজিন করোনা ভাইরাসে পরিবারের সবাইকে হারিয়েছে। এতিম হয়ে সে বহুকষ্টে দিনাতিপাত করছে। বেঁচে থাকার জন্য তাকে আত্মীয়-সজ্বনের কাছে করুণার পাত্র হতে হয়েছে। একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা তার জীবনটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। চোখের সামনে আপনজনদের মৃত্যু তাকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে। তার জীবনটা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছে। এভাবেই তাকে এখন জীবন সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। পাকহানাদার বাহিনীর অত্যাচারে সে অতিষ্ট হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। এজন্য সে শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মিলিটারি ক্যাম্পে রেকি করা, আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন দেওয়া, বাজ্কারে মাইন পুঁতে রাখার মতো দুঃসাহসিক কাজ বুধা সম্পন্ন করেছে। এসব কাজের মাধ্যমে বুধার জীবনে সংগ্রামী চেতনা ফুটে ওঠেছে। কিন্তু উদ্দীপকের রাজিনের ক্ষেত্রে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। রাজিনের জীবনে কেবল জীবিকার জন্য সংগ্রামের দিকটি ওঠে এসেছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : একাকী টিকে থাকার লড়াই ছাড়াও বুধা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। উদ্দীপকের রাজিনের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কানু দয়ালের বাড়িতে বসে বুধা রেডিয়োতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছিল।

খ রাজাকারদের নিষ্ঠুর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধা মনে করে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।

মাথায় লোহার টুপি পরা তিন জন রাজাকার বুধার দুহাত ও দু-পা ধরে চ্যাংদোলা করে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে বুধাকে কাকতাড়ুয়ার মতো বেঁধে ওর গায়ের জামাটা খুলে বেঁধে দেয় মাথায়। সেই সাথে তার মুখে-পিঠে রান্নাঘরের হাঁড়ির কালি দিয়ে এঁকে দেয় আঁকাবাঁকা রেখা। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিন জন রাজাকার চলে গেলে বুধার চোখ জ্বলে ওঠে। বুধা মনে করে, লোহার টুপি পরলে মানুষের মাথার বুদ্ধি লোপ পায়, তাই পেয়ারা খাওয়ানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ওরা তার শাস্তি মওকুফের কথা ভাবেনি।

উত্তরের মূলকথা : লোহার টুপি পরার কারণে হানাদার বাহিনীর লোকজন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য বুধা বলেছে, 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'।

গ উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সিদের মতো রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর পাকিস্তানি বাহিনীদের সাথে যোগ দেয় এদেশের একশ্রেণির সুবিধাবাদী লোক। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সি এমনি একটি চরিত্র। আহাদ মুন্সি পাকিস্তানিদের সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালায়। মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের খবর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়। ফলে তারা যৌথভাবে নিরীহ মানুষের ওপর নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালাতে থাকে। তাদের অত্যাচারে এদেশের মুক্তিকামী জনতা অতিষ্ট হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের চৈতন্যপুর গ্রামের প্রভাবশালী মতি মিয়া একজন রাজাকার। সে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে গ্রামে হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উদ্দীপকের ন্যায় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও আমরা এমন দৃশ্য দেখতে পাই। উপন্যাসের আহাদ মুন্সি রাজাকার বাহিনীর প্রতিনিধি। সে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়ে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সিদের মতো রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ "উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি।"– কথাটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। বুধা একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে বয়সে কিশোর হলেও অত্যন্ত সাহসী। কারণ সে মা-বাবা, ভাই-বোন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার জীবনে আর হারাবার কিছু নেই। সে পাকিস্তানি সৈন্যদের ধ্বংসলীলা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। আর তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। তাই সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই সে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটের চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। চৈতন্যপুর গ্রামের প্রভাবশালী মতি মিয়া পাকিস্তানিদের সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের সাহসী কিশোর সবুজ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটানোর জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীকালে সে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সবুজ প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি। কারণ কিশোর সবুজ দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আবার 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও একই কারণে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে কিশোর বুধা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার কর্মকাণ্ডের বাস্তব প্রতিফলন আমরা উদ্দীপকের সবুজের মাঝেও লক্ষ করি। তারা দুজনেই মূলত একই পথের পথিক। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। কিশোর সবুজ যেন বুধার আদর্শেই উজ্জীবিত হয়েছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত কথাটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

উত্তরের মূলকথা : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দিক দিয়ে উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

<u>১০নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক বহিপীরের প্রথম স্ত্রী চৌদ্দ বছর আগে এন্তেকাল করেন।

খ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল।

বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সহযোগিতায় তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বহিপীর হাতেম আলির বজরায় তাহেরার উপস্থিতি টের পান। তাহেরাকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি না হওয়ায় তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু কনের অমতে বিয়ে করায় বহিপীরের বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারী হারানোর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

হাতেম আলী একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে সূর্যাস্ত আইনে তার জমিদারি নিলামে উঠবে। নিজের জমিদারি বাঁচাতে তিনি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে শহরে আসেন। শহরের বন্ধুর কাছে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার বন্ধু কথা দেওয়ার পরও তাকে কোনো অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ফলে তিনি পূর্বপুরুষের জমিদারি হারানোর ভয়ে কাতর।

উদ্দীপক-১ এ বলা হয়েছে চিরদিন কারও সমান যায় না। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ মিলিয়েই জীবন। এ জীবনে একচ্ছত্র সুখ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কল্পনা করা যায় না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ এটাই চলছে। তাই আজ যে রাজাধিরাজ, কাল সে ভিখারি। এমনটিই আমরা প্রত্যক্ষ করি 'বহিপীর' নাটকে। হাতেম আলী জমিদারি হারানোর বেদনায় দিশেহারা। অর্থাৎ দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারি হারাতে বসার পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারি হারানোর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২ এর চেতনা 'বহিপীর' নাটকের হাশেম-এর চেতনারই ধারক"– মন্তব্যটি যথার্থ।

সমাজে মানুষই মানুষের বিপদে এগিয়ে আসে। আবার মানুষই মানুষের শত্রু হয়ে পাশবিক আচরণ করে। কাজেই মানুষে মানুষে যে হিংসা-দ্বেষ আছে তা দূর করার জন্য মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানো জরুরি। তাহলে মানবতা লজ্জিত হবে না। সমাজ উন্নত হবে।

দৃশ্যকল্প-২ এ সবলকে আঁকড়ে ধরে দুর্বলের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়াতে কারও কোনো ক্ষতি আছে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে। এখানে মূলত দুর্বল-সবলের সহাবস্থান এবং দুর্বলকে রক্ষা করার মানবিক দিকটি প্রত্যাশা করা হয়েছে। এই বিষয়টি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতি হাশেমের সহানুভূতির প্রকাশ, বিপদ থেকে উদ্ধারে তৎপরতা ও সংসারের স্বপ্ন দেখানোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা ও সৎমা পিরভক্ত। তারা বহিপীরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে খুশি করে পুণ্য অর্জন করতে চায়। পিরের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই তারা মেয়ে তাহেরাকে পিরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। তাহেরা বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে তার বিয়ে মেনে নিতে পারে না। ফলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং জমিদারের বজরায় তার আশ্রয় হয়। সেখানে জমিদারপুত্র হাশেমকে সে সব ঘটনা জানায় এবং হাশেমও তার অসম বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তাহেরার মানসিক অবস্থা এবং তার অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে হাশেম তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এভাবে তাহেরার প্রতি হাশেমের মনোভাব দৃশ্যকল্প-২ এর অনুরূপ হয়ে ওঠে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে অসহায় দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিকটি 'বহিপীর' নাটকের হাশেম চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ সে দুর্বল ও অসহায় তাহেরার পাশে দাঁড়িয়েছে। তার প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এ দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জমিদার পুত্রের নাম হাশেম আলি।

খ 'আমার সবকিছু উচ্ছন্নে যাবে।'– উক্তিটি দ্বারা হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

হাতেম আলি জমিদারি রক্ষার জন্য অনেক আশা নিয়ে শহরে এসেছিলেন। তার আশা ছিল কোনো প্রকারে টাকা জোগাড় করে জমিদারি নিলামে ওঠাটা বন্ধ করতে পারবেন। কিন্তু হাতেম আলির বাল্যবন্ধু আনোয়ার উদ্দিন তাকে নিরাশ করলে জমিদারি বাঁচানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। জমিদারি রক্ষার আর কোনো উপায় না থাকায় নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করে হাতেম আলি বলেছেন, তার সবকিছুই উচ্ছন্নে যাবে।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা হাতেম আলির জমিদারি রক্ষা করতে না পারার নিরাশা প্রকাশ পেয়েছে।

গ উদ্দীপকে রীনার মনোভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের মিল রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের একটি আত্মসচেতনমূলক চরিত্র হলো তাহেরা। তার মধ্যে সচেতনতা ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মনে প্রতিবাদী চেতনা রয়েছে। তার বাবা-মা বৃদ্ধ পিরের সাথে তার বিয়ে দিতে চাইলে সে তা মনেপ্রাণে প্রতিবাদ জানায়। বাধ্য হয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালায়। কারণ অসম বিয়েতে তার কোনো মত ছিল না। জীবনের ভালো-মন্দ বোঝার যে জ্ঞান তা তাহেরার মধ্যে প্রকটভাবে ফুটে উঠেছিল। এজন্য সে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে বৃদ্ধ পিরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিল।

উদ্দীপকে রীনা নামের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মেধাবী ছাত্রীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রীনার খুব ইচ্ছা সে বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু তার বাবা কুয়েত প্রবাসী এক মাঝ বয়সি লোকের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। রীনা তার বাবাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। পরে এ বিষয়ে সে তার বান্ধবীদের সাথে পরামর্শ করে। তার বান্ধবীরা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য আইনের আশ্রয় নেয়। বিয়ের দিন পুলিশ নিয়ে তার বান্ধবীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এতে রীনার বিয়ে বন্ধ হয়। আর রীনার ডাক্তার হওয়ার পথ সুগম হয়। মূলত উদ্দীপকে রীনার মনোভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে রীনার প্রতিবাদী মনোভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকটিতে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক ভাব ফুটে উঠেছে"– মন্তব্যটি যথার্থ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকে সমাজসংস্কারের চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর একজন ধর্মব্যবসায়ী। সরলপ্রাণ মানুষের মনে ধোকা দিয়ে তিনি বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ান। তার মুরিদের অল্প বয়স্কা মেয়ে তাহেরার দিকে তার কুদৃষ্টি পড়ে। অথচ তাহেরা তার নাতনির সমবয়সি একটি মেয়ে। অসম একটি বিয়ে করতে তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ তৈরি হয়নি। কারণ তার মধ্যে মানবিকতা বলে কিছু নেই। তিনি মানুষ নামের কলঙ্ক।

উদ্দীপকে সমাজসংস্কারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অল্প বয়স্কা মেয়ে রীনার সাথে কুয়েত প্রবাসীর অসম বিয়ে সমাজব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছে। বিয়ে সামাজিক বন্ধনের একটি পবিত্র মাধ্যম। তবে অসম বিয়ে কারও কাম্য নয়। রীনার বাবা অর্থের লোভে মাঝ বয়সি এক ব্যবসায়ীর সাথে রীনার বিয়ে দিতে চায়। যা রীনা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বারবার তার বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। অবশেষে ব্যর্থ হলে তার বান্ধবীদের সহায়তা নেয়। রীনার বান্ধবীরা পুলিশের সহায়তায় এ বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'বহিপীর' নাটকে অসম বিয়ে ছাড়াও অনেক বিষয়ের বিবরণ ফুটে উঠেছে। যেমন– জমিদারি প্রথা, ভণ্ড পিরের কুকর্ম, ধর্মের নামে কুসংস্কার প্রভৃতি। কিন্তু উদ্দীপকে এসবের কোনো বর্ণনা নেই। উদ্দীপকে কেবল সামাজিক অসংগতির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এটি 'বহিপীর' নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করলেও সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। কাজেই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকটিতে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক ভাব ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক ভাব ফুটে উঠেছে।

মডেল টেস্ট- ০৪

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ⓚ খ	২	খ	৩	ক	৪	ক	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	গ	১০	খ	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	ঘ

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের উর্বর প্রদেশটির নাম তায়েফ।

খ "মুহম্মদ (স.) রাসুল বৈ আর কিছু নন"– বলতে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

হজরত মুহম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে সাহাবিগণ পাগলের মতো কাণ্ড শুরু করেন। এমতাবস্থায় হজরত আবু বকর (রা.) উপস্থিত সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং ঘোষণা দেন– মুহম্মদ (স.) একজন রাসুল। তাঁর পূর্বে আরও অনেক রাসুল ইন্তেকাল করেছেন। তাই হজরত মুহম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের বিষয়টি একটি স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য উক্তিতে মুহম্মদ (স.) যে একজন মরণশীল মানুষ সেটিই বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সাথে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে মহানবি (স.)-এর চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ গুণটি হলো ক্ষমাশীলতা।

মুহম্মদ (স.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর চরিত্রের অনেক মানবিক গুণাবলি মানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি সারা জীবন মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর চরিত্রের অন্যতম একটি গুণ হলো ক্ষমাশীলতা। ক্ষমা আর মহত্ত্বের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা এ পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি মারাত্মকভাবে জখম হন। অথচ তাদের প্রতি কোনো বদ দোয়া না করে তাদের ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর ওপর শত জুলুম-নির্যাতন চালানোর পরেও মক্কা বিজয়ের পর তিনি সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, কবি তাকেই খুঁজে বেড়ান যে তাকে বিষে-ভরা বাণ দিয়ে ঘায়েল করেছে। অর্থাৎ যারা কবিকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে তাদেরকে আপন করার জন্য কবি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। অর্থাৎ কবি তার চারপাশের খারাপ মানুষগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মূলত কবি মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমাশীলতার মানবিক গুণে গুণান্বিত হয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমাশীলতার মহৎ গুণটির সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে।

ঘ 'উদ্দীপকটি মহানবি (স.)-এর চরিত্রের খণ্ডিত দিক মাত্র'– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে মুহম্মদ (স.)-এর জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান মহামানব। তাঁর সঙ্গে আর কারও তুলনা চলে না। তিনি উত্তম আদর্শের অধিকারী ছিলেন। কারও প্রতি তিনি কোনো অবিচার করেননি। আল্লাহর নবি হিসেবে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে গিয়ে তিনি নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। অথচ তাদের ক্ষমা করে দিয়ে আপন করে কাছে টেনে নেন। বিলাসী জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। এভাবে আলোচ্য প্রবন্ধে মুহম্মদ (স.)-এর জীবনের বিবিধ বিষয়াবলি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে আমরা শুধুমাত্র ক্ষমাশীলতার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। উদ্দীপকের কবি মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমাশীলতার মহৎ গুণটি অন্তরে ধারণ করেছেন। এজন্য যারা তাকে বিষে-ভরা বান মেরেছে তাদেরকে বুকভরা গান উপহার দিয়েছেন। অর্থাৎ কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। যেমনটি মুহম্মদ (স.) করেছিলেন। কবির জীবনচলার পথে যারা কাঁটা বিছিয়ে স্বাভাবিক জীবনকে অস্বাভাবিকতায় রূপ দিয়েছে তাদেরও কবি ক্ষমা করেছেন। ভ্রাতৃত্বের এক বন্ধনে সবাইকে বেঁধেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকটি মহানবি (স.)-এর চরিত্রের খণ্ডিত দিক মাত্র। কেননা 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে মুহম্মদ (স.)-এর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ রয়েছে। তাঁর জন্ম, শৈশবকাল, কৈশোরকাল, ব্যাবসায়িক জীবন, বিবাহ, নবুয়ত লাভ অতঃপর ইসলাম প্রচার প্রভৃতি। অথচ আলোচ্য উদ্দীপকে শুধুমাত্র মুহম্মদ (স.)-এর ক্ষমাশীলতার দিকটি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ অনেকগুলো বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রবন্ধে থাকলেও উদ্দীপকে মাত্র একটি দিক রয়েছে। যা মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের একটি খণ্ডিত দিক মাত্র। সুতরাং বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্রের পরিপূর্ণ দিক নয় বরং একটি খণ্ডিত দিকের প্রতিচ্ছবি মাত্র।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'হামেশা' শব্দের অর্থ সবসময়, সর্বক্ষণ।

খ মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্রের লোভে কারারুদ্ধ জীবনের চেয়ে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বড়ো মনে করে।

জীবসত্তাকে রক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু খাওয়া পরার সমস্যা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন চিন্তা, বুদ্ধি ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। তাই মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্রের লোভে কারারুদ্ধ না হয়ে মুক্ত জীবনকেই বেছে নেয়। কারণ অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি মানুষের কোনো মূল্য নেই। এজন্য বলা হয়েছে, 'অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো।'

উত্তরের মূলকথা : জীবসত্তার অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মনুষ্যত্ববোধ ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেক বড়ো।

গ উদ্দীপকের পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মনুষ্যত্বহীনতা বা অমানবিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানোই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। জীবসত্তার প্রয়োজনে মানুষ যেমন অর্থচিন্তা বা অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তেমনি মানবসত্তা মানুষকে মনুষ্যত্ব লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। আর শিক্ষা মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে মানুষকে মানবিক গুণসম্পন্ন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

উদ্দীপকের পথচারী দুর্ঘটনাস্থলে নিহত ও আহত যাত্রীদের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগসহ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। বিপদগ্রস্থ মানুষদের সহযোগিতার পরিবর্তে সে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র আত্মসাৎ করে। পথচারী প্রকৃত শিক্ষার দেখা পায়নি বলে তার জীবনে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটেনি। তাই সে মানুষের চরম বিপদের সময় নিজে স্বার্থ উদ্ধারে কাজ করেছে। শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটায় পথচারী এমন হীন আচরণ করতে পেরেছে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে প্রকৃত শিক্ষার ফলে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। আর সে মনুষ্যত্বের বিকাশ বা মূল্যবোধের কথা প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পথচারী তার দেখা পায়নি। তাই পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের অমানবিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পথচারীর আচরণে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মনুষ্যত্বহীনতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ লেখকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব।"– উক্তিটি যথার্থ।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানবজীবনকে দুটি সত্তায় ভাগ করেছেন। তার একটি হলো জীবসত্তা আর অন্যটি হলো মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। মানবসত্তা দ্বারা শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রাবন্ধিকের মতে, শিক্ষা লাভের ফলে মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হয়ে উঠে। কিন্তু শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি।

উদ্দীপকে দুর্ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী স্কুলের একজন শিক্ষক ঘটনাস্থলে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি এসে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশকে খবর দেন। পাশাপাশি তিনি আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকেননি কিংবা পথচারীর মতো আহত কিংবা নিহতদের সর্বস্ব লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েননি। তিনি যা করা প্রয়োজন তা করার মাধ্যমে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ ও আলোচ্য উদ্দীপকে শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রবন্ধে লেখকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যবোধের গুরুত্ব সকলের সামনে উপস্থাপন করা। আর তা যে কেবল সুশিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয় তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন– প্রকৃত শিক্ষাই পারে মানুষকে সত্যিকার মনুষ্যত্বের স্বাদ দিতে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবন করতে ও মানবিক টানে সাড়া দিয়ে মানবতার কাজে ঝাপিয়ে পড়তে। উদ্দীপকের শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছেন বলেই তিনি দুর্ঘটনাকবলিত মানুষের সহযোগিতায় দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং যা করা দরকার তিনি তা করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ লেখকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষক যেন 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ লেখকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক নবাব সিরাজদ্দৌলা শেষবারের মতো লড়াই করার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়কে ডাক দিয়েছিলেন।

খ প্রশ্নোক্ত বাক্যটিতে বিগত দিনের অপবাদ ও গ্লানি ধুয়ে মুছে পুত-পবিত্র হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।

নববর্ষ হলো পুরোনো জীর্ণ জীবনকে বিদায় দিয়ে সতেজ-সজীব নবীণ এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি। পুরাতন স্মৃতি ভুলে নতুন আহ্বানে সাড়া দেওয়া, বিগত দিনের ব্যর্থতার অপবাদ ভুলে যাওয়ার মধ্যে নববর্ষের মাহাত্ম নিহিত। কবিও প্রত্যাশা করেছেন, পুরাতন দিনের ব্যর্থতা, অপবাদ, ঘুচে অগ্নিস্নানে পবিত্র হওয়ার বাসনা। নতুন দিনে নতুন আশা নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে নতুনভাবে পথ চলার প্রত্যাশা নববর্ষে।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ নব উদ্যমে সবকিছু ভুলে, পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সঞ্চার করে।

গ উদ্দীপকের সাথে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো নববর্ষ উদ্‌যাপনের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবোধ।

পয়লা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। এটি শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। কৃষিনির্ভর এদেশে প্রাচীনকাল থেকে বাংলা নববর্ষের ধারণা চলে এসেছে। এদেশের সকল ধর্মের মানুষ এ উৎসবে আনন্দের সাথে অংশ নেয়। ধনী-গরিব, উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সবাই নতুন পোশাক পরে বছরের প্রথম দিনকে স্বাগত জানায়।

উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে বাঙালির ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বাঙালির হৃদয়ে জাগে সুরের মূর্ছনা। একে অপরের প্রতি প্রকাশ করে সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য। পুরাতনের গ্লানি ভুলে নতুন উদ্যমে নতুনের প্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়ার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে বৈশাখের আনন্দ ছাড়াও বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা, সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হয়েছে। এ উৎসবে সকল ধর্মের মানুষ বাঙালি চেতনাকে ধারণ করে আনন্দে মেতে ওঠে। দোকানে দোকানে চলে হালখাতা ও মিষ্টি খাওয়ার উৎসব। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়, যা প্রবন্ধে থাকলেও উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

ঘ "উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলেও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি।"– বাংলা নববর্ষ পালনের ঐতিহ্য, বিবেচনায় মন্তব্যটি যথার্থ।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে লেখক তার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন সাবলীল ভাষায়। বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। এটি কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রাচীনকাল থেকেই উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। উৎসব শুধু বিত্তবান, মধ্যবিত্ত ও দীন-দরিদ্র কৃষকের নয়, এ উৎসব বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল মানুষের।

উদ্দীপকে অতীতের নববর্ষ উদ্‌যাপন বর্ণিত হয়েছে। নববর্ষের দিন সাধারণ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করত, সমস্ত জিনিসপত্র ধোয়ামোছা শেষে গোসল করে পুত-পবিত্র হতো। এদিনে ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, ভালো পরতে সবাই চেষ্টা করত। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময় ছিল সাধারণ ঘটনা।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে উদ্দীপকের মতোই নববর্ষ উদ্‌যপানের কথা বলা আছে। তবে ধর্মীয় সংকীর্ণতার বৃত্ত অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক। এ অভিমত ব্যক্ত করে লেখক পয়লা বৈশাখের জয়গান গেয়েছেন। সুতরাং উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলে ও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি। এ মন্তব্য যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : পয়লা বৈশাখ যে ঐতিহ্যপূর্ণ, ঐতিহাসিক পটভূমি সমৃন্ধ তা উদ্দীপকে ধরা পড়ে না। তাই মন্তব্যটি যথাযথ।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানন্দ বলতে স্কুলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দকে বোঝানো হয়েছে।

খ প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা উপকারী কুকুরটির নির্মম পরিণতিকে বোঝানো হয়েছে।

একদিন মন্দিরের চাতালে খেলার সময় লেখকের ছোটো ভাইয়ের সামনে একটি বিষাক্ত সাপ চলে আসে। এমতাবস্থায় বেঙ্গাল টাইগার নামের কুকুরটি সর্প দংশনের শিকার হয়ে লেখকের ছোটো ভাইকে বাঁচায়। কিন্তু সাপের কামড়ের বিষক্রিয়ায় কুকুরটির শরীর পঁচে গলে যেতে থাকে। অবশেষে ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে কুকুরটিকে মুক্তি দিতে লেখকের বাবা তাকে গুলি করে হত্যা করেন। তাই উপকারী কুকুরটির এমন হৃদয় বিদারক পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করে আফসোসের সঙ্গে লেখকের বাবা প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটির অবতারণা করেন।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা উপকারী কুকুরটির নির্মম পরিণতিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বিপদসংকুল ও বন্য পরিবেশ।

'নিয়তি' গল্পে লেখক তার বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করেছেন। বাবার কর্মস্থলের পরিবর্তন হলে লেখকরা সপরিবারের জগদল নামক স্থানে চলে আসেন। সেখানে জঙ্গালঘেরা একটি পরিত্যক্ত রাজবাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। সেখানে প্রায়ই বন্য জন্তু-জানোয়ারের ডাক শোনা যেত। তাছাড়া ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ছিল নৈমত্তিক ঘটনা।

উদ্দীপকের সৈকতের বাবা খাগড়াছড়ি জেলায় বন বিভাগে চাকরি করেন। এসএসসি পরীক্ষার পর সৈকত তাই খাগড়াছড়িতে বাবার কাছে বেড়াতে যায়। সেখানকার বন্য পরিবেশে মশাদের উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া রাতের বেলায় সেখানে বিভিন্ন বন্য জন্তুর আওয়াজও শোনা যেত। এমন বিপদ সংকুল পরিবেশ ভালো লাগেনি বলে অল্পদিনের মধ্যেই সৈকত ঢাকায় ফিরে আসতে চায়। একইভাবে 'নিয়তি' গল্পেও লেখক জগদলে থাকাকালীন বিপদসংকুল বন্য পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। এদিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'নিয়তি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বিপদসংকুল ও বন্য পরিবেশ।

ঘ "উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল বক্তব্যকে ধারণ করতে পারেনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'নিয়তি' গল্পে লেখক একটি পোষা কুকুরের প্রভুভক্তির অনন্য নজির তুলে ধরেছেন। যেখানে লেখকের ছোটো ভাইকে সাপের কামড়ের হাত থেকে বাঁচাতে কুকুরটি নিজের জীবনকে বিপন্ন করে। এছাড়াও গল্পটির শেষাংশে লেখকের বাবার গুলিতে উপকারী কুকুরটির মৃত্যু গল্পটিতে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

উদ্দীপকের সৈকতের বাবা খাগড়াছড়ি জেলার বন বিভাগের কর্মকর্তা। আর তাই এসএসসি পরীক্ষার পর সৈকত সেখানে বেড়াতে যায়। কিন্তু জঙ্গালাবৃত্ত পাহাড়ি পরিবেশে মশার উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া সেখানে বন্য জীবজন্তুর কারণে বাইরে বেরুনোর ক্ষেত্রেও নানা বিধি-নিষেধ ছিল। এমন গা ছমছম পরিবেশে অল্প কয়েকদিনেই সৈকত হাঁপিয়ে ওঠে এবং ঢাকায় ফিরে আসতে চায়।

'নিয়তি' গল্পে লেখক বেঙ্গাল টাইগার নামের একটি কুকুরের আনুগত্য এবং নিয়তির পরিহাসে সেই কুকুরটিকে হত্যা করার হৃদয় বিদারক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে নিজের জীবন বিপন্ন করে কুকুরটি লেখকের ছোটো ভাইকে সাপের কামড় থেকে বাঁচায়। কিন্তু বিষক্রিয়ায় কুকুরটির শরীর পঁচতে শুরু করলে লেখকের বাবা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করেন। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকে কেবল আলোচ্য গল্পের বিপদসংকুল বন্য পরিবেশের কথাই উত্থাপিত হয়েছে অন্যান্য বিষয় নয়। সে দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকটি 'নিয়তি' গল্পের মূল বক্তব্যকে ধারণ করতে পারেনি।"

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভিস্তি হলো পানি বহনের জন্য চামড়ার তৈরি একপ্রকার থলি।

খ পায়ে মাটি লাগা সমস্যার সমাধানে রাজাকে ঘরে বন্দি থাকার পরামর্শ দেওয়া হলে রাজা আলোচ্য উক্তিটি করেন।

রাজা তার মন্ত্রীকে এমন একটা উপায় খুঁজে বের করতে বলেন, যাতে পায়ে ধুলা না লাগে। কিন্তু মন্ত্রী কোনোভাবেই উপায় খুঁজে পায় না। রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতরাও নাজেহাল হয়ে ওঠে এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে। সমস্যার সমাধান না করে তারা সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত এক পণ্ডিত রাজাকে ধুলার হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি আলোচ্য উক্তিটি করেন। কারণ রাজা মাটির ভয়ে ঘর থেকে বের না হলে রাজ্য অচল হয়ে যাবে।

উত্তরের মূলকথা : ধূলি মাটির ভয়ে ঘরে বসে থাকলে রাজ্যের সকল গরুত্বপূর্ণ কাজ পণ্ড হবে,আলোচ্য মন্তব্যটি দিয়ে একথাই বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের মেয়েটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার বয়স্ক চর্মকারের চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার বৃদ্ধ চর্মকার একজন বুদ্ধিমান মানুষ। শত চেষ্টা করেও রাজ্যের মন্ত্রীরা যেখানে রাজার পায়ে ধুলা না লাগার উপায় বের করতে ব্যর্থ হয়, চর্মকার তখন সহজ উপায় আবিষ্কার করে। এতে রাজা খুশি হন এবং চর্মকারের বুদ্ধির প্রশংসা করেন।

উদ্দীপকে দুর্গম এলাকায় এক খাবারের দোকানের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কিছু মানুষ ভ্রমণে গিয়ে খাবার কিনতে পারছিল না দোকানদারের দাঁড়িপাল্লা ভেঙে যাওয়ায়। একটি মেয়ে এসে পাত্রে বাটখারা রেখে পানিতে ভাসায় এবং যে পর্যন্ত পাত্রটি ডুবে যায় সেখানে দাগ কাটে। তারপর পাত্র থেকে বাটখারা সরিয়ে দাগকাটা পর্যন্ত পাত্র ডুবিয়ে খাবার মেপে দেয়। এভাবেই সে বুদ্ধির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করে দেয়। একইভাবে আলোচ্য কবিতার চর্মকারও নিজের বুদ্ধি দিয়ে রাজার পা ধুলা লাগা থেকে মুক্ত করে। অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে সমস্যা সমাধানের দিক দিয়ে উদ্দীপকের মেয়েটি 'জুতা আবিষ্কার' কবিতার বয়স্ক চর্মকার চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : সমস্যা সমাধানের দিক দিয়ে উদ্দীপকের মেয়েটি কবিতার চামার-কুলপতির প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ "উদ্দীপকের ঘটনা 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার সমাপ্তির ইঙ্গিত করলেও সূচনা নির্দেশ করেনি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার রাজার পায়ে ধুলা লাগার কারণে সবাই চিন্তিত। তিনি কর্মচারীদের হুকুম দেন, তার পায়ে ধুলা না লাগার ব্যবস্থা করতে। অনেক চেষ্টা করেও রাজ্য থেকে ধুলা দূর করা সম্ভব হয় না। শেষে এক বৃদ্ধ চর্মকার তার বুদ্ধির জোরে জুতা আবিষ্কার করেন।

উদ্দীপকেও একটি মেয়ের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় লক্ষ করা যায়। দুর্গম এলাকায় ভ্রমণ করতে গিয়ে কিছু মানুষ খাবারের সন্ধানে একটি দোকানে যায়। কিন্তু দোকানের দাঁড়িপাল্লা ভেঙে যাওয়ায় তারা খাবার মেপে নিতে পারছিল না। তখন মেয়েটি বুদ্ধি করে পাত্রে বাটখারা রেখে পানিতে ভাসিয়ে যে পর্যন্ত পাত্রটি ডুবে যায়, সেখানে দাগ কেটে রাখে। এরপর ওই পাত্রে বাটখারার পরিবর্তে খাবার দিয়ে সঠিক পরিমাপ বের করে।

'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় বৃদ্ধ চর্মকারের জুতা আবিষ্কার করার কথা কবিতার শেষে আলোচিত হয়েছে। তিনি বুদ্ধির জোরে রাজার সমস্যার সমাধান করেন। রাজার ধুলা দূর করার আদেশ ও এর প্রেক্ষিতে নানা সংকটের কথাও আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল একটি মেয়ের বুদ্ধিমত্তার কথা বলা হয়েছে, যা 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার শেষের অংশকে ধারণ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার সমাপ্তি ইঙ্গিত করে কিন্তু সূচনা নয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের চতুর মেয়েটির বুদ্ধিমত্তায় উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হয়েছে। এতে কাউকে বিপাকে পড়তে হয়নি। কিন্তু 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় চামার-কুলপতি দ্বারা সমস্যা সমাধানের পূর্বে রাজা ও তার রাজ্যবাসীকে অনেক সমস্যা পোহাতে হয়েছে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আশা' কবিতাটি কবির 'মালব কৌশিক' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

খ যে জগতে মনুষ্যত্বের অধিকারী মানুষেরা বসবাস করে, কবি সেই জগতের অন্তরালে হারিয়ে যেতে চান।

পরস্পরকে ভালোবাসার মাধ্যমে যারা মনুষ্যত্বের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে কবির মতে তারাই প্রকৃত মানুষ। অর্থবিত্ত নয়, এ মানুষদের মূল চাওয়া-পাওয়া শান্তি। এ কারণে অল্পে তারা তুষ্ট, জীর্ণ ঘরে বসবাস করেও তারা প্রকৃত সুখী। সংশয় বা দীনতায় তাদের জীবন ক্লিষ্ট নয়। এ মানুষদের সান্নিধ্যে এসে প্রকৃত সুখের দেখা পেতে কবি তাদের জগতে হারিয়ে যেতে চান।

উত্তরের মূলকথা : মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষের জগতে কবি হারিয়ে যেতে চান।

গ অর্থবিত্তের পেছনে ছুটতে গিয়ে জীবনকে নিরানন্দ করে তোলার কথা 'আশা' কবিতায় বলা হয়েছে, যা উদ্দীপকের মিজান সাহেবের মাঝে বিদ্যমান।

সিকান্দার আবু জাফর 'আশা' কবিতায় আধুনিক জীবনযাত্রার এক সংকটের চিত্র উল্লেখ করেছেন। জাগতিক এই পৃথিবী ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। বিত্তের মধ্য দিয়েই সুখ অন্বেষণের চেষ্টা করছে অধিকাংশ মানুষ। অর্থবিত্তের দুশ্চিন্তায় তাদের চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। নানারকম রোগবালাই তাদের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে।

উদ্দীপকের মিজান সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। সম্পদ অর্জনই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সম্পদের পেছনে ছুটতে গিয়ে শরীরের প্রতি তার যত্ন নেওয়া হয়নি। ফলে শরীরে বাসা বেঁধেছে নানারকমের অসুখ। বিত্ত-সুখের ভাবনায় এভাবে প্রকৃত সুখ বিসর্জন দেওয়ার দিক থেকে মিজান সাহেব 'আশা' কবিতার সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

উত্তরের মূলকথা : বিত্ত-সুখের ভাবনায় এভাবে প্রকৃত সুখ বিসর্জন দেওয়ার দিক থেকে মিজান সাহেব 'আশা' কবিতার সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

ঘ 'আশা' কবিতার কবি প্রকৃত মানুষের যে জগতে হারিয়ে যেতে চান, উদ্দীপকের গ্রামবাসী সে জগতের বাসিন্দা।

বর্তমানে বিত্ত-সুখের ভাবনায় নিমগ্ন থাকে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিরা। সমাজের অধিকাংশ মানুষই এমন হওয়ায় সামাজিক জীবনযাত্রা হয়ে উঠছে কঠিন থেকে কঠিনতর। কবি এই জগতের নাগপাশ থেকে মুক্তি চান। সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা মনুষ্যত্বের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছে, তাদের মাঝেই কবি জায়গা করে নিতে চান।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে মিজান সাহেবের ভিন্নধর্মী এক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রামে এসে তিনি দেখেন এখানকার মানুষ সব সময় মিলেমিশে বসবাস করে। অনেক বয়সেও তারা সুস্থ-সবল। দারিদ্র্যপীড়িত হলেও তাদের মনে শান্তির অভাব নেই। মনের শান্তিই তাদের শারীরিক সুস্থতার প্রধান শর্ত। এমন একটি সমাজের অংশ হতে চান 'আশা' কবিতার কবি। সমাজের খেটে খাওয়া মানুষেরা প্রকৃত মানুষ। অর্থবিত্তের ভাবনা তাদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে না। তুচ্ছ আনন্দ অবগাহনেই তাদের দিন কেটে যায়। নিজেদের যা আছে, তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সমন্বয়ে তাদের সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে।

'আশা' কবিতার কবি মনে করেন এমন মানুষদের জগতে-হারিয়ে গেলেই তিনি প্রকৃত শান্তি খুঁজে পাবেন। উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত গ্রামের সমাজ কবির কাঙ্ক্ষিত সমাজের প্রতিচ্ছবি। এখানকার গ্রামবাসীরা কবিতা অনুসারে সত্যিকারের মানুষ। তাই সার্বিক বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবি তাদের মাঝেই হারিয়ে যেতে চান।

উত্তরের মূলকথা : প্রকৃত মনুষ্যত্ব বোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ায় কবি গ্রামবাসীর সাথে হারিয়ে যেতে চান।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঈশা খাঁর নেতৃত্বে বারো ভূঁইয়ারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে।

খ 'বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলা'– বলতে গ্রামবালার পথঘাট, ধানখেতের আল দিয়ে হেঁটে চলাকে বোঝানো হয়েছে।

বাঙালির আত্মপরিচয় নির্দেশ করতে গিয়ে বহু পুরানো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে গ্রামবাংলার পথঘাট, ধানখেতের আলপথে হেঁটে চলার কথাও বলেছেন তিনি। এতে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের আদি যোগাযোগের পথনির্দেশ করেছেন তিনি। বাঙালির কৃষিকাজ এবং মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : কবি আত্মপরিচয় নির্দেশ করতে গিয়ে গ্রামবাংলার ধানখেতের আলপথ দিয়ে হেঁটে চলা হাজার বছরের পুরোনো ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন।

গ দৃশ্যকল্প-১এ 'আমার পরিচয়' কবিতায় বর্ণিত বাঙালির সাম্যবাদী চেতনার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালি জাতি চিরকাল অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। তাই বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণে সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব এখানে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'আমার পরিচয়' কবিতায় ফুটে ওঠা এ বক্তব্যটিই আলোচ্য উদ্দীপকের কবিতাংশে বাণীরূপ লাভ করেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় লক্ষ করা যায়, যেখানে হিন্দু-মুসলিম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে বাঙালি হিসেবে অভিন্ন জাতিগত পরিচয়ের নিরিখে সকলকে মূল্যায়ন করেছেন কবি। তিনি মনে করেন, হিন্দু বা মুসলিম নয়, আমরা সবাই বাঙালি। তাছাড়া আমাদের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো আমরা মানুষ। 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও বাঙালি হিসেবে কবির এমন উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। সেখানে তিনি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরে বাঙালি জাতির মূলমন্ত্র হিসেবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধকে স্থান দিয়েছেন। আলোচ্য কবিতার এ দিকটির সাথেই উদ্দীপকটি সম্পর্কিত।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালি জাতি চিরকাল অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। 'আমার পরিচয়' কবিতায় ফুটে ওঠা এ বক্তব্যটিই উদ্দীপকের কবিতাংশে বাণীরূপ লাভ করেছে।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২এর চেতনার ওপর ভর করেই যেন আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের এই বাংলায়।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহু বছরের পুরোনো। বিশেষ কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে হঠাৎ করে বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে ওঠেনি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ধারাপ্রবাহে তার আগমন। এই ধারাপ্রবাহ ধরেই বাঙালির জাতিসত্তা টিকে আছে।

উদ্দীপকে বাঙালি জাতির অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। কোনো শক্তিই বাঙালিকে পদাবনত করে রাখতে পারেনি। কারাগারের লৌহকপাট ভেঙে বাঙালি তার আপন অধিকার বুঝে নিয়েছে। এদেশের জনগণের অন্তরের সঙ্গে মিশে যাওয়া মর্মবাণী হচ্ছে প্রতিরোধের সম্প্রীতি। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মবোধ ও বিশ্বাসে পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে, প্রতিহিংসা ত্যাগ করে অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের মাধ্যমে এক আদর্শ গড়ে তুলেছে।

উদ্দীপকের বাঙালির মতো 'আমার পরিচয়' কবিতার বাঙালিও একই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মতাদর্শের বিকাশ ও সংহতি সাধন হতে হতে আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের বাংলায়, হয়েছি আজকের বাঙালি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে বাংলার চিরন্তন ও শাশ্বত রূপ এবং বাঙালি জাতির ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। তাই 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি যে বাঙালির পরিচয় তুলে ধরেছেন, তা উদ্দীপকের বাঙালির প্রতিরূপ। কারণ যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মতাদর্শের বিকাশ ও সংহতি সাধন হতে হতে আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের বাংলায়।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিনুর চোখ অপূর্ব ছিল।

খ চাচি বুধাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে বলে বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।

বেকার চাচার সংসারে বোঝাস্বরূপ বুধার কাছে মুক্তি চায় চাচি। বুধাও চলে যায় চাচির সংসার থেকে। বুধা চাচির কথায় সংসার ত্যাগ করে স্বাধীন জীবনযাপন করে। বুধা উপলব্ধি করতে পারে মুক্তির স্বাদ। তাই বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।

উত্তরের মূলকথা : চাচি বুধাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে বলে বুধা চাচির প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠে।

গ উদ্দীপকের অমিতের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার ভীষণ সাহসী ও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা ভীষণ সাহসী এক কিশোর যুবক। বাবা-মা, ভাই-বোন মারা যাওয়ার কথা মনে হলে তার আর ভয় থাকে না। গাঁয়ের লোক তাকে পাগল বললেও সে আসলে এক সাহসী বালক। একা একা বেড়ে উঠতে গিয়ে সে আরও সাহসী হয়ে উঠে। এক পর্যায় সে জড়িয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। দেশের প্রতি মমত্ববোধ, বিদেশি মিলিটারিদের প্রতি ঘৃণা, দেশাত্মবোধ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশকে ভালোবাসে বলে সে ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের অমিত অত্যন্ত মেধাবী, নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল। সে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো এবং তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো– শত্রুদের প্রতিহত করতে সে ভীষণ সাহসী হয়ে ওঠে। সে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে ওঠে এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে একের পর এক বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করে। সে পাকসেনা ও তাদের দোসরদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। এভাবে অমিতের শত্রু নিধন, সাহসী ভূমিকা পালন, দেশের জন্য যুদ্ধ করা ইত্যাদির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে উপন্যাসের বুধার। বুধার যেমন সাহস ও মানবিক গুণ রয়েছে তেমনি অমিতেরও আছে। দেশাত্মবোধ-চেতনা উভয়ের চরিত্রের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। এভাবে উভয় চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অমিতের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো ভীষণ সাহসী ও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ঘ "মহান মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপকের অমিত ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো তরুণদের সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করেছে।"– উক্তিটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে দেখেছে কীভাবে তার নিজের গ্রামে শত্রুরা আগুন দিয়েছে। মানুষ হত্যা করেছে। এদেশের কিছু লোক পাকসেনাদের সহায়তা করেছে। তারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস। এসব দেখে তার মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে।

উদ্দীপকের অমিত যেমন মেধাবী তেমনি সাহসী। প্রথম দিকে শান্ত প্রকৃতির ছিল। তাই সে দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে এড়িয়ে চলত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামের পর গ্রামে তান্ডব চলায়। এসব দেখে অমিত হঠাৎ সাহসী ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের অমিত যেমন তরুণ তেমনি উপন্যাসের বুধাও তারুণ্যের প্রতীক এক সাহসী চরিত্র। এদেশের বহু তরুণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। শত্রু নিধনে শপথ করে। দেশের জন্য লড়াই করে অবশেষে বিজয় অর্জন করে। অমিত ও বুধা তেমনি দুটি তরুণ চরিত্র। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কৌশলী যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে এবং সফল হয়েছে। তাই বলা যায়, মহান মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপকের অমিত ও উপন্যাসের বুধার মতো তরুণদের সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করেছে।

উত্তরের মূলকথা : মহান মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপকের অমিত ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতো তরুণদের সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুধার দৃষ্টিতে লোহার টুপি পরা মানুষেরা মানুষের মগজ খায়।

খ বুধার চাচি একজন সহজ-সরল ও স্নেহশীল মহিলা ছিলেন।

বুধার চাচি গ্রামের একজন সাধারণ গৃহবধূ। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সে-ই বুধাকে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু অভাবের সংসারে নিজের আট সন্তানের অন্ন সংস্থানের কথা ভেবে তিনি বুধাকে কাজ করে খেতে বলেন। নিজের এই অসামর্থ্যের জন্য বুধাকে নিজের ব্যবস্থা করতে বলে নীরবে কেঁদেছিলেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে তার সহজ-সরল ও স্নেহশীল মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পায়।

উত্তরের মূলকথা : বুধার চাচি অকপট স্বভাবের স্নেহশীল মহিলা ছিলেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে চিত্রিত হানাদার বাহিনীর অন্যায় অত্যাচারের দিকটির ইঙ্গিত বহন করে।

'কাকতাড়ুয়া' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোরপাঠ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধকালীন গ্রামবাংলার চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেসময় পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যা-নির্যাতনের ভয়ে এদেশের মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। উপন্যাসটিতে এমন অবরুদ্ধ পরিস্থিতির চালচিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে কমলাদিঘি নামক এক গ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। গ্রামটিতে আনন্দমুখর পরিবেশ বজায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মুখোশধারী কিছু মানুষের বুট আর বন্দুকের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসী। তাদের অতর্কিত আক্রমণে লন্ডভন্ড হয়ে যায় সবকিছু। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা হানাদারদের পৈশাচিক আক্রমণের দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে উঠে এসেছে। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী বুধাদের গ্রামের বাজার পুড়িয়ে দেয়,

হত্যা করে অনেক মানুষকে। প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করে অসংখ্য মানুষ। অর্থাৎ আলোচ্য উপন্যাস এবং উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের দিকটির ইঙ্গিত বহন করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে হানাদার বাহিনীর অন্যায় অত্যাচারের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের আজাদের প্রতিবাদী চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিধ্বনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা। সে অনাথ। তার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড দ্বারা সে গ্রামবাসীর প্রিয় হয়ে উঠেছে। আর তাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রামের কিছু লোক মারা যাওয়ায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে সে। ভিনদেশি শত্রুদের গ্রামছাড়া করার জন্য সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

উদ্দীপকে আজাদ নামের এক প্রতিবাদী যুবকের সাহসিকতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাদের গ্রামে হঠাৎ করে হানাদার বাহিনী আক্রমণ চালায়। তারা তছনছ করে দেয় গ্রামের সবকিছু। তাদের কারণে নষ্ট হয়ে যায় সেখানকার আনন্দমুখর পরিবেশ। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ জীবন বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালাতে শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে হানাদারদের দেশছাড়া করার শপথ নেয় আজাদ। আজাদের এই প্রতিবাদী মনোভাবের দিকটি আলোচ্য উপন্যাসেও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা নামের গ্রামের এক অনাথ কিশোরের মাঝে পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যায়-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। বুধা কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামের সহজ-সরল ও নিরপরাধ মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের হত্যা-নির্যাতন দেখে সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। হানাদার বাহিনীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেয়। একইভাবে, উদ্দীপকের আজাদ একজন প্রতিবাদী যুবক। হানাদারদের আক্রমণে গ্রামের সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেলে তাদের দেশছাড়া করার প্রতিজ্ঞা করে। এভাবে আলোচ্য উপন্যাসের বুধা এবং উদ্দীপকের আজাদ উভয়েই প্রতিবাদী মনোভাবাপন্ন। সুতরাং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের আজাদ এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার প্রতিবাদী চেতনা অভিন্ন।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের মতে, একাকী চুপচাপ বসে থাকলে মনে অশান্তি হয়।

খ জমিদারি বাঁচানোর কোনো উপায় না পাওয়ায় জমিদার হাতেম আলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

জমিদার হাতেম আলির জমিদারি সূর্যাস্ত আইনে নিলামে উঠতে বসেছিল। জমিদারি রক্ষা করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ তার নিকট ছিল না। তিনি বড়ো আশা করে বাল্যবন্ধুর নিকট টাকা ধার চান। কিন্তু তার বাল্যবন্ধু টাকা ধার দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে যান। জমিদারি রক্ষা করতে তিনি ব্যর্থ হয়ে পড়েন। আর এজন্যই জমিদার হাতেম আলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

উত্তরের মূলকথা : জমিদারি বাঁচানোর কোনো উপায় না পাওয়ায় জমিদার হাতেম আলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

গ আধুনিক চিন্তাধারার দিক থেকে উদ্দীপকের আনাফ ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের মাঝে চেতনাগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

'বহিপীর' নাটকের জমিদারপুত্র হাশেম আলি যুক্তিবাদী, আধুনিক ও মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধের বিষয়টি তার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে তাহেরার সমস্যার প্রকৃতি অনুভব করেছে এবং বহিপীরের দুরভিসন্ধি থেকে তাকে মুক্ত করেছে।

উদ্দীপকের লিলি পুকুর থেকে পানি আনতে গিয়ে মূর্ছা যায়। এতে সকলে বিশ্বাস করে লিলির ওপর জিন-ভূতের আছর পড়েছে। বাড়ির সবাই কবিরাজ ডেকে ঝাড়ফুঁক করার কথা বললে এর বিরোধিতা করে লিলির বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই আনাফ। অন্যদের অযৌক্তিক পরামর্শকে গুরুত্ব না দিয়ে সে লিলিকে ডাক্তার দেখানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার এ মানসিকতা দেখে বলা যায়, 'বহিপীর' নাটকের হাশেমের মতো সেও আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী। আর এখানেই তাদের সাদৃশ্য।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আনাফ ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি শিক্ষিত, কুসংস্কারমুক্ত এবং আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী। এখানেই তাদের চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ "উদ্দীপকের লিলির বাবা-মায়ের লালিত অন্ধবিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করাই 'বহিপীর' নাটকের নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য।

'বহিপীর' নাটকে নাট্যকার পিরপ্রথাকে কেন্দ্র করে মানুষের অন্ধবিশ্বাসের দিকটিকে মূর্ত করে তুলেছেন। যেখানে বৃদ্ধ পিরকে সন্তুষ্ট করতে তাহেরার বাবা-মা তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করেই তাহেরাকে সেই পিরের সাথে বিয়ে দিতে চায়। শুধু তাই নয়, অনুচিত জেনেও জমিদার পত্নী খোদেজা পিরের বদদোয়ার ভয়ে তাহেরাকে পিরের সাথে সংসার কারার পরামর্শ দেয়।

উদ্দীপকে লিলি নামের এক মেয়েকে ঘিরে তার বাবা-মায়ের কুসংস্কারাচ্ছন্নতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। একদিন দুপুরবেলায় দিঘিতে জল আনতে গিয়ে সে মূর্ছা গেলে তার বাবা-মা একে ভূতের কারসাজি মনে করে কবিরাজ ডাকতে চায়। এমতাবস্থায় লিলির বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই আনাফ এর বিরোধিতা করে এবং তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলে। তার এমন কর্মকাণ্ড অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আলোচ্য নাটকের হাশেমের ভূমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বহিপীর' নাটকে নাট্যকার তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের চিত্র তুলে ধরে এর বিপরীতে যুক্তিবাদী ও শিক্ষিত হাশেম আলিকে দাঁড় করিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে নাট্যকার মূলত সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের নিরর্থকতা তুলে ধরে এমন অবস্থার অবসান কামনা করেছেন। উদ্দীপকের লিলির বাবা-মায়ের মানসিকতাও যেন 'বহিপীর' নাটকের অন্ধবিশ্বাসী চরিত্র তাহেরার বাবা-মা ও জমিদার পত্নী খোদেজার অনুরূপ। আলোচ্য নাটকটিতে নাট্যকার যাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের লিলির বাবা-মায়ের মানসিকতা 'বহিপীর' নাটকের অন্ধবিশ্বাসী চরিত্র তাহেরার বাবা-মা ও জমিদার পত্নী খোদেজার মানসিকতারই অনুরূপ। আলোচ্য নাটকটিতে নাট্যকার তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণাকে ভেঙেই যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলায়।

খ বন্ধুর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাতেম আলি শহরে গিয়েছিলেন।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ায় তার জমিদারি নিলামে উঠেছিল। তার আশা ছিল, কোনো প্রকারে যথেষ্ট অর্থ জোগাড় করতে পারলে শেষ পর্যন্ত জমিদারি নিলামে ওঠা বন্ধ করতে পারবেন। আর এজন্য তিনি শহরে গিয়েছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বন্ধুর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাতেম আলি শহরে গিয়েছিলেন।

গ উদ্দীপকের হিরু চৌধুরীর সাথে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো অসম বিয়ের ক্ষেত্রে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ ফুটে উঠেছে। বহিপীর একজন নারী লোভী ব্যক্তি। তার মুরিদের অল্প বয়স্কা মেয়ে তাহেরার ওপর কুদৃষ্টি পড়ে। কৌশলে তার বাবা-মাকে রাজি করিয়ে তাহেরার অমতেই বিয়ে করে। তাহেরা ছিল বহিপীরের নাতনির সমবয়সি অর্থাৎ তাদের বিয়ের বয়স ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না। বয়সের পার্থক্য ছিল আকাশ-পাতাল। এক কথায় তাদের বিয়েটা ছিল একটি অসম বিয়ে।

উদ্দীপকের মধুপুর গ্রামের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হলেন হিরু চৌধুরী। প্রায় ১২ বছর আগে তার স্ত্রী মারা গেছেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি নেই। তাই একাকী অত্যন্ত নিঃসঙ্গতায় তার দিন কাটে। এজন্য প্রতিবেশীরা একই গ্রামের এক কিশোরীর সাথে তার বিয়ে দিতে চাইলে তিনি আপত্তি জানান। তিনি বলেন যে, তার বয়সি বিধবা কোনো মেয়েকে বিয়ে করবেন। তার এই দূরদর্শী চিন্তাধারায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর ও উদ্দীপকের হিরু চৌধুরীর সাথে অসম বিয়ে ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতামূলক বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'বহিপীর' নাটকের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো অসম বিয়ে ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা।

ঘ "বহিপীর যদি হিরু চৌধুরীর মানসিকতা ধারণ করতো তাহলে তাহেরাকে এত বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রটি একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বহিপীর চরিত্রের মধ্যে নারীর প্রতি বিশেষ দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি বহিপীরের মধ্যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। একজন পুরুষ মানুষ বিয়ে করবে এটা স্বাভাবিক বিষয়। তবে অসম বিয়ে এটা কেউ প্রত্যাশা করে না। কিন্তু বহিপীর তার নাতনির বয়সি তাহেরাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করে। যা সত্যিই একটি অমানবিক বিষয়।

উদ্দীপকের হিরু চৌধুরী অত্যন্ত বিবেকবান একজন মানুষ। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় ১২ বছর একাকী জীবনযাপন করেছেন। পরে তার প্রতিবেশীরা একই গ্রামের এক কিশোরীর সাথে তার বিয়ের বিষয়ে কথা বলেন। তখন হিরু চৌধুরী বলেন আমি এত অল্প বয়সের কোনো মেয়েকে বিয়ে করব না। বরং আমার সমবয়সি কোনো বিধবা মেয়েকে বিয়ে করব। এতে একজন অসহায় মহিলার ভরণপোষণের ব্যবস্থা হবে। এমনকি তার নিঃসঙ্গতাও দূরীভূত হবে। কাজেই হিরু চৌধুরী অত্যন্ত বিবেকবান ও রুচিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন উদার মনের মানুষ।

পরিশেষে বলা যায়, বহিপীর বয়সের কথা চিন্তা না করে তার নাতনির বয়সের মেয়ে তাহেরাকে বিয়ে করতে চায়। তাই তাহেরা বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাহেরাকে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নিতে হয়। এতসব বিড়ম্বনার মূল নায়ক বহিপীর। বহিপীর যদি হিরু চৌধুরীর মতো বয়স্ক কোনো মেয়েকে বিয়ে করত তবে তাহেরার জীবনটা এমন হতো না। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : সত্যিই যদি বহিপীর হিরু চৌধুরীর মতো হতো তবে কখনই তাহেরাকে এত বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না।

মডেল টেস্ট- ০৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	ক	৭	গ	৮	খ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাবা-মার বিদেশযাত্রার আয়োজন দেখে সুভার হৃদয় অশ্রু-বাষ্পে ভরে উঠেছিল।

খ নির্বাক সুভার অসহায়ত্ব এবং প্রকৃতির প্রতি তার নির্ভরতা ও আশ্রয় লাভের বাসনার কথাটি প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে।

বাক্প্রতিবন্ধী সুভার আশ্রয়ের অন্যতম জগৎ প্রকৃতি। বিপুল নিস্তব্ধ প্রকৃতির কাছে সে পায় মুক্তির স্বাদ। তাই যখন কলকাতায় যাওয়ার দিন ধার্য হয় তখন অজানা ভয়ে শঙ্কিত সুভা চিরপরিচিত নদীতটে লুটিয়ে পড়ে প্রকৃতি মায়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। মূলত সে যেমন প্রকৃতিকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসার অধিকারে প্রকৃতির কাছে সে আশ্রয়প্রার্থী। প্রশ্নোক্ত উক্তিতে এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : নির্বাক সুভার অসহায়ত্ব এবং প্রকৃতির প্রতি তার নির্ভরতা ও আশ্রয় লাভের বাসনা থেকে সুভা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

গ প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের দিক থেকে কাব্যের বাবা-মা'র সাথে সুভার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'সুভা' গল্পের সুভা একজন বাক্প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধিতার কারণে সমবয়েসিরা কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। এমনকি জন্মদাত্রী মাও তাকে গর্ভের কলঙ্ক বলে মনে করে। এমতাবস্থায় অসহায় সুভা বাবার কাছে স্নেহাদর পেলেও সমাজের চাপে সেই বাবাও তাকে একরকম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়।

উদ্দীপকের কাব্য বাক্প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিলে তার বাবা-মা হীনমন্যতায় না ভোগে তাকে সস্নেহে বড়ো করে তোলেন। শুধু তাই নয়, তারা তার আঁকার প্রতিভাকেও কাজে লাগালেন। বাবা-মায়ের আন্তরিক চেষ্টায় কাব্য আজ এক সফল চিত্রশিল্পী। পক্ষান্তরে, 'সুভা' গল্পের সুভাও একজন বাক্প্রতিবন্ধী। আর সকলের মতো কথা বলতে পারে না বলে সে তার বাবা-মায়ের মনে যেন নীরব হৃদয়ভারের মতো ছিল। মা তাকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন আর বাবা সমাজের চাপে মেয়ের ভবিষৎকেই জলাঞ্জলী দিয়ে বসেন। তাদের এমন আচরণ কাব্যের বাবা-মায়ের আচরণের বিপরীত। এ দিক থেকে কাব্যের বাবা-মা'র সাথে সুভার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের দিক থেকে কাব্যের বাবা-মা'র সাথে সুভার বাবা-মায়ের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে কাব্যের মতো সুভাও সমাজের একজন হয়ে উঠতে পারত।'– মন্তব্যটি যথার্থ।

'সুভা' গল্পের সুভা কথা বলতে পারত না। বাক্প্রতিবন্ধী হওয়ায় সমাজ এমনকি পরিবারও তাকে দূরে ঠেলে দেয়। ফলে সকলের অনাদর ও অবহেলা সয়ে তাকে দিনাতিপাত করতে হয়। এমতাবস্থায় ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার সুভা সকলের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং নির্বাক প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বাঁচার চেষ্টা করে।

উদ্দীপকে কাব্য নামের এক বাক্প্রতিবন্ধীর কথা বলা হয়েছে। তার প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি জানার পর তার মা মিসেস শরীফা মোটেও উদ্বিগ্ন হননি। উপরন্তু তিনি তার স্বামীকেও বোঝান। তারা কাব্যকে সব সময় স্নেহাদর দিয়ে আগলে রাখেন এবং তার প্রতিভা বিকাশের প্রতি মনোযোগী হন। অবশেষে তাদের আন্তরিক চেষ্টায় কাব্য একজন স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

'সুভা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে না। এজন্য প্রতিবেশীরা সুভার সামনেই তার অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করত। এমনকি তার মা পর্যন্ত তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করত। এমন অবস্থায় সুভা একরকম বাধ্য হয়ে অন্য সকলের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের কাব্য বাবা-মার সহযোগিতায় নিজেকে যোগ্যরূপে গড়ে তোলে। আজ চিত্রশিল্পী হিসেবে দেশ-বিদেশে সে সমাদৃত। বস্তুত, বাবা-মায়ের আন্তরিক চেষ্টা ও সহযোগিতাই তাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে কাব্যের মতো পরিবারের সকলের সহযোগিতা পেলে আলোচ্য গল্পের সুভাও সমাজে যোগ্য মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। সেদিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যা পেলে কাব্যের মতো সুভাও সমাজের একজন হয়ে উঠতে সক্ষম হতো।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ভূয়োদর্শন' অর্থ প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা।

খ আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে লেখক পল্লিসাহিত্যের সর্বজনীনতা বোঝাতে চেয়েছেন।

'পল্লিসাহিত্য' বলতে গ্রামবাংলার সাহিত্যকে বোঝানো হয়েছে। গ্রামবাংলায় যেমন হিন্দু-মুসলমান সবারই থাকার অধিকার আছে। তেমনি গ্রামবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার গাথা নিয়ে রচিত পল্লিসাহিত্যেও সবার অধিকার সমান। সবাইকে এ ধারার সাহিত্য সংরক্ষণ করতে হবে। শুধু শহুরে সাহিত্যে নয়, আবহমান গ্রামবাংলার ছড়া, গান, গাথায় রয়েছে সর্বজনীন মানুষের আবেগ-অনুভূতি, প্রকৃত জীবনাচরণ। তাই পল্লিসাহিত্য কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্ব শ্রেণির মানুষের কল্যাণের জন্য এর চর্চা ও বিস্তৃতি ঘটানো আবশ্যক।

উত্তরের মূলকথা : পল্লিসাহিত্য কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বশ্রেণির মানুষের কল্যাণের জন্য এর চর্চা ও বিস্তৃতি ঘটানো আবশ্যক।

গ উদ্দীপকের শিহাবের মায়ের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি হলো– পল্লির অমূল্য সম্পদ পল্লিগানের প্রতি অবজ্ঞা।

পল্লিসাহিত্য আমাদের অমূল্য সম্পদ। পল্লির পরতে পরতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য গান, যা আমাদের পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু বিদেশি সাহিত্যের অনুপ্রবেশে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের অনেকেই পল্লিসাহিত্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে থাকে, যা কখনোই কাম্য নয়।

উদ্দীপকের শিহাবের মা আমাদের পল্লিবাংলার সন্তান হয়েও পল্লির অমূল্য সম্পদ পল্লিগানগুলো পছন্দ করে না। তার মতে, গ্রামবাংলার পালাগান সেকেলে। এগুলো শিহাবের শেখার দরকার নেই। তার মতো লোকদেরকে ইঙ্গিত করেই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক এ দেশের অমূল্য রত্নবিশেষ পল্লির পালাগানের প্রতি অবহেলার কথা বলেছেন। পল্লির মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, রাখালি, মারফতি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি বাংলা গান আর বেহুলা লখিন্দর ও মহুয়ার পালা। কিন্তু অবহেলার কারণে এসব অমূল্য সম্পদ আজ হারাতে বসেছে। শহুরে গানের প্রভাবে এসব গানকে সেকেলে বলে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উদ্দীপকের শিহাবের মায়ের মধ্যে পল্লিসাহিত্যকে অবহেলার দিকটি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : শিহাবের মায়ের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের পালা গান অবহেলার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ শিহাবের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে– মন্তব্যটি যথার্থ।

'পল্লিসাহিত্য' আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এতে সকল শ্রেণির মানুষের জীবনাচরণ প্রতিফলিত হয়। পল্লির পরতে পরতে যে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে তা আমাদের প্রাণের স্পন্দন। নাগরিক সাহিত্যে সেই প্রাণের ছোঁয়া নেই।

উদ্দীপকের শিহাব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থী। সে পরীক্ষা শেষে গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে স্থানীয় হাটে বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি শুনতে পায়। কিছুক্ষণ শুনে বাড়ি এসে মায়ের কাছে পুরো কাহিনি জানতে চায়। তখন মা তাকে নিরুৎসাহিত করে বলেন, এগুলো সেকেলে। এসব তোমার জানা-শোনার এবং শেখার দরকার নেই। এতে শিহাবের মায়ের উন্মাসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। পালাগানের প্রতি মায়ের এ অবজ্ঞাকে আমলে না নিয়ে শিহাব পরের দিন মহুয়া পালা মোবাইলে ধারণ করে ইউটিউবে পোস্ট করে। পালাগানের প্রতি শিহাবের আকর্ষণ দুর্বার বিধায় মায়ের বারণ অবজ্ঞা করে সে যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের মূল বিষয় হচ্ছে গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সেগুলোর মূল্যায়ন করা। উদ্দীপকের শিহাবের মধ্যেও একই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা পল্লিসাহিত্যের বিচিত্র সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই এ প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে শিহাবের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই।

উত্তরের মূলকথা : শিহাবের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমেই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মমতাদি জীবনময়ের গলির সাতাশ নম্বর বাড়িতে থাকতো।

খ মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে সংসার চালানোর অর্থ উপার্জনের জন্য।

'মমতাদি' গল্পের মমতাদি কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। স্বামীর চাকরি না থাকায় সে উপার্জনের পথে পা বাড়ায়। মমতাদি জীবনময়ের গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় তার স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে বসবাস করে। গত চার মাস ধরে স্বামীর চাকরি না থাকায় সংসার চালানো তার অনেক কষ্ট হয়। তাই সংসার চালানোর অর্থ উপার্জনের জন্য মমতাদি গৃহের পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে।

উত্তরের মূলকথা : স্বামীর চাকরি না থাকায় মমতাদির সংসার আর চলে না। তাই অর্থ উপার্জনের জন্য সে পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছে।

গ উদ্দীপকের পাতার মায়ের মধ্যে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের কর্মনিষ্ঠা ও স্নেহশীলতার গুণটি ফুটে উঠেছে।

'মমতাদি' গল্পে মমতাদি চরিত্রটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত। মততাদির মধ্যে বহুমুখী মানবিক গুণের সমাহার রয়েছে। মমতাদি অন্যের বাড়িতে কাজ করলেও পরিবারের সবাইকে আপন মনে করেছে। গৃহকর্ত্রীর ছোটো ছেলেটিকে স্নেহের মায়াডোরে বেঁধেছে। ছোটো ভাইয়ের মতোই আদর-স্নেহ করেছে। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। কোনো কাজের দিঙ্নির্দেশনা না থাকলেও নিজের দায়িত্ববোধ থেকে উক্ত কাজ সম্পাদন করেছে। মমতাদির কর্তব্যনিষ্ঠায় গৃহকর্ত্রী সন্তুষ্ট হয়েছে।

উদ্দীপকের পাতার মা ষোলো বছর যাবত সুমনাদের বাসায় কাজ করে। সুমনাকে সে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেছে। এজন্য সুমনার মা তাকে পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য করেন। পাতার মা শুধু সুমনা নয় বরং পরিবারের সবার প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখে। সুমনাদের সুখে-দুঃখে পাতার মা ছায়ার মতো পাশে থেকেছে। 'মমতাদি' গল্পেও মমতাদি চরিত্রে স্নেহশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার গুণ লক্ষ করা যায়। পাতার মা মমতাদির মতোই সুমনাদের পরিবারে কর্মনিষ্ঠা ও স্নেহশীল ভূমিকা পালন করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পাতার মায়ের মধ্যে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রে কর্মনিষ্ঠা ও স্নেহশীলতার গুণটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পাতার মায়ের মধ্যে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি চরিত্রের কর্মনিষ্ঠা ও স্নেহশীলতার গুণটি লক্ষ করা যায়।

ঘ "উদ্দীপকের সুমনার মা এবং 'মমতাদি' গল্পের খোকার মা দুজনই সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে গৃহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।"– প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

'মমতাদি' গল্পে খোকার মা অত্যন্ত মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ। মমতাদি অভাবের তাড়নায় তাদের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেয়। গৃহকর্ত্রী হিসেবে খোকার মা মমতাদির সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেছেন। গৃহকর্মী তথা কাজের মেয়ে বলে তাকে মোটেও অবজ্ঞা বা অবহেলা করেননি। তার

ছোটো ছেলেটিকে মমতাদি আদর-স্নেহ করলে তিনি বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছেন। মমতাদিকে নিজের পরিবারের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতে গৃহকর্ত্রীর উদারমনার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহকর্ত্রী সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে মমতাদির পাশে দাঁড়িয়েছেন।

উদ্দীপকের পাতার মা সুমনাদের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে। প্রায় ষোলো বছর যাবত সে উক্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সুমনাকে সে ছোটোবেলা থেকেই আদর-স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে বড়ো করেছে। দীর্ঘদিন সুমনাদের বাসায় অবস্থান করায় পাতার মা যেন সুমনাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে। বিশেষ করে সুমনার মা পাতার মায়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। এজন্য পাতার মা সুমনাদের সুখে-দুঃখে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। সুমনার মা যেন পাতার মাকে সহমর্মিতা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন।

পরিশেষে উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পের আলোকে বলা যায়, উভয় স্থানেই দুজন গৃহকর্ত্রী তাদের গৃহকর্মীর প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন। তারা গৃহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্ত্রী মমতাদির প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করে উদারমনার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। অপরদিকে উদ্দীপকের সুমনার মা তার গৃহকর্মীর প্রতি একই আচরণ করেছেন। সুমনার মা পাতার মাকে নিজ পরিবারের সদস্য মনে করেছেন। গৃহকর্মী হিসেবে পাতার মাকে অনাদর-অবহেলা বা কোনো রূঢ় আচরণ করেননি। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের সুমনার মা এবং 'মমতাদি' গল্পের খোকার মা দুজনই সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে গৃহকর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে সুমনার মা এবং 'মমতাদি' গল্পের খোকার মা দুজনই সম্মান ও সহমর্মিতা নিয়ে গৃহকর্মীর প্রতি মানবিকতা প্রদর্শন করেছেন।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেঙ্গাল টাইগার নামক কুকুরটিকে খাবার দেবার পর মুখে বলতে হয়– খাও।

খ 'মুক্তির মহানন্দ' বলতে স্কুলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

শৈশবে স্কুলে পড়াকে 'নিয়তি' গল্পের লেখকের কাছে যন্ত্রণাদায়ক মনে হতো। এ সময় তিনি বাবার চাকরিসূত্রে জগদল নামক একটা স্থানে বসবাস শুরু করেন, যেখানে স্কুল ছিল না। এজন্য তাকে স্কুলেও যেতে হতো না। এতে করে তিনি পড়াশোনা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এ কথাটি বোঝানোর জন্য লেখক 'মুক্তির মহানন্দ' কথাটি অবতারণা করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : স্কুলে পড়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করাকে লেখক মুক্তির মহানন্দ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

গ ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের লাল গোরুটা 'নিয়তি' গল্পের বেঙ্গাল টাইগারের প্রতিনিধিত্ব করে

'বেঙ্গাল টাইগার' নামক কুকুরটি হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'নিয়তি' গল্পের প্রধান চরিত্র। লেখকের, জগদলের মহারাজার বাড়িতে থাকার সময় তাদের পরিবারের সাথে কুকুরটির গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখকের ছোটো ভাইকে কেউটের ছোবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয় সে। একপর্যায়ে এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত লাল গোরুটা তার মনিব নিধিরামের প্রতি প্রবল ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছে। নিধিরাম গোরুটি বিক্রি করে দিলে সুযোগ পেয়ে সে পালিয়ে সোজা নিধিরামের বাড়িতে চলে আসে। তার চোখ দেখেই নিধিরাম বুঝেছে মাঝখানের সময়টা গোরুটির বড়ো কষ্টে কেটেছে। মনিবের সাথে গৃহপালিত পশুর মায়ার বাঁধনে জড়ানোর দিক থেকে উদ্দীপকের লাল গোরুটা 'নিয়তি' গল্পের বেঙ্গাল টাইগারের প্রতিনিধিত্ব করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের লাল গরু 'নিয়তি' গল্পের বেঙ্গাল টাইগারের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ পোষা প্রাণীর প্রতি মায়ামমতা, স্নেহ-ভালোবাসা অনুভবের দিক থেকে উদ্দীপকের নিধিরাম ও 'নিয়তি' গল্পের লেখক একই সূত্রে গাঁথা।

'নিয়তি' গল্পে হুমায়ূন আহমেদ শৈশবের জগদলে থাকাকালের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। গল্পের বিবরণে মুখ্য হয়ে উঠেছে 'বেঙ্গাল টাইগার' নামক কুকুরটির দুঃখজনক পরিণতি। কুকুরটির সাথে লেখকের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লেখকের ছোটো ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে বিষধর সাপের ছোবলে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে লেখকের বাবা কুকুরটিকে গুলি করে হত্যা করেন। ঘটনাটি লেখকের শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অভাবের তাড়নায় আদরের গোরুটিকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় নিধিরাম। কিন্তু গোরুটি ক্রেতার বাড়ি থেকে পালিয়ে ছুটে চলে আসে নিধিরামের বাড়িতে। গোরুটি ফিরে আসায় খুশিতে ভরে ওঠে তার মন। পোষা প্রাণীর সাথে এমন নিবিড় বন্ধনের কথা 'নিয়তি' গল্পে উঠে এসেছে। পোষা প্রাণীর সাথে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দৃষ্টান্ত প্রায়শই দেখা যায়। বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজে এ বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষণীয়। পোষা প্রাণী অনেক ক্ষেত্রেই যেন পরিবারের একজন হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের লাল গোরু ও 'নিয়তি' গল্পের বেঙ্গাল টাইগারের ক্ষেত্রে এ দিকটা প্রযোজ্য। উদ্দীপকের গোরুটিকে নিধিরাম ফিরে পেয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এর বিপরীতে গল্পে লেখকের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রিয় কুকুরটিকে চিরতরে হারানোর শোক বিহ্বলতায়। উভয় ক্ষেত্রেই পোষা প্রাণীর প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। এ বিবেচনায় উদ্দীপকের নিধিরাম ও 'নিয়তি' গল্পের লেখক একই সূত্রে গাঁথা।

উত্তরের মূলকথা : পোষা প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের নিধিরাম ও 'নিয়তি' গল্পের লেখক একই সূত্রে গাঁথা।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

খ 'চপল পায় কেবল ধাই' বলতে কবি ঝরনার ছুটে চলার চঞ্চল গতিকে বুঝিয়েছেন।

ঝরনা চঞ্চল। প্রকৃতির মাঝে ঝরনা সৃষ্টি করে এক অপূর্ব সৌন্দর্য। নির্জন প্রকৃতির মাঝে সকল বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে ঝরনা। চঞ্চল গতির কারণেই এর সৌন্দর্য দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। মানবহৃদয়কে আকর্ষণ করে। চঞ্চল গতিই ঝরনার বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে ঝরনার অবিরাম গতিময়তাকেই বোঝানো হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা ঝরনার চঞ্চল গতিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্ভবের দিক থেকে উদ্দীপকের বৃক্ষের সাথে 'ঝরনার গান' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনা পাহাড়ি কন্যা। পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরে তার জন্ম, পাহাড়ের মাটি ভেদ করে চপল পায়ে সমতল ভূমিতে পড়ে। ঝরনার পা চঞ্চল-পুলকিত, যা স্তব্ধ পাহাড়ের বুকে আনন্দের পদচিহ্ন রাখে। ঝরনার এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য মানুষের মনকে করে আনন্দিত। এতে প্রকৃতিতেও ফুটে ওঠে নানা সৌন্দর্য।

উদ্দীপকে বৃক্ষের উদ্ভবের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। মৃত্তিকার কঠিন আবরণ ভেদ করে বৃক্ষের জন্ম হয়। আলোকের আহ্বানে সে উর্ধ্বলোকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বৃক্ষের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ঊষর ধরণি সবুজে-শ্যামলে সুশোভিত হয়, যা প্রকৃতির মাঝে মনোরম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বৃক্ষ ও 'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনার মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : উদ্ভবের বিষয়ে উদ্দীপকের বৃক্ষ ও 'ঝরনার গান' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের বৃক্ষ ও 'ঝরনার গান' কবিতার ঝরনা দুটোই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনার সৌন্দর্যের বিষয়টি কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। ঝরনা পাহাড়ের সুউচ্চ শিখরে জন্মে, যা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষের মুগ্ধ চোখকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঝরনার সৌন্দর্যকে মানুষ উপভোগ করে।

মাটির কঠিন আবরণ ভেদ করে জন্ম নেয় বৃক্ষ। আমাদের প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে বৃক্ষ। মানবজীবনে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বৃক্ষ সূর্যালোক থেকে বিচিত্র বর্ণ আরোহণ করে পৃথিবীকে মনোহর ও রূপসি করে তোলে।

'বৃক্ষ ও ঝরনা' দুটোই প্রকৃতির নিঃস্বার্থ সন্তান। বৃক্ষ একদিকে আমাদের অক্সিজেন দেয় অন্যদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতেও বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। ঝরনাও একদিকে প্রকৃতিকে করে তুলে উর্বর– অন্যদিকে এ পৃথিবীর সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের মনকে করে মুগ্ধ। তাই বৃক্ষ ও ঝরনা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের বৃক্ষ ও 'ঝরনার গান' কবিতার ঝরনা উভয়েই আমাদের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ।

<u>৬নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কার্তিক মাসের উল্লেখ আছে।

খ কদম আলী অভাবের তাড়নায় খেটে খেটে অকাল বার্ধক্যে নত হয়েছে।

কদম আলী গ্রাম্য জনপদের চিরচেনা দারিদ্র্য ক্লিষ্ট মানুষের প্রতিনিধি। দুমুঠো খাদ্য জোগাড় করতে গিয়ে তাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। অবসর নেওয়ার মতো ফুরসত তারা পায় না। তাদের শরীরে ও চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণেই অক্লান্ত পরিশ্রম কদম আলী অকাল বার্ধক্যে নত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : কদম আলী অভাবের তাড়নায় খেটে খেটে অকাল বার্ধক্যে নত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সুমনের ভাবনার সাথে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার কবির গভীর দেশাত্মবোধের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবির জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। জন্মভূমিকে তিনি আপন সত্তায় উপলব্ধি করেন। কারণ দেশকে অনুভব করলেই দেশের মানুষকে আপন মনে হবে। তাই তাঁর জন্মভূমির আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙা সবই খুব আপন। বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কদম আলী, জমিলার মা সবাই তাঁর আপনজন। দেশকে তিনি এমনভাবে অস্তিত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করেন, যেন তাঁর শরীরে লেগে আছে মাটির গন্ধ ।

উদ্দীপকের সুমনের মাঝে স্বদেশের প্রতি গভীর আকর্ষণ দেখা যায়। তাই দীর্ঘদিন পর সুমন বাড়ি ফিরে এসে তার বাল্যবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে। আবার সকলের খোঁজখবর নেয়। বাল্যবন্ধুর ক্লান্ত চোখের চাহনিতে তার মন কেঁদে ওঠে। গ্রামের চিরপরিচিত প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখে সে রোমাঞ্চিত হয়। এর মাধ্যমে জন্মভূমির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পায়। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবির দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। এ কবিতায় কবি দেশ ও দেশের প্রকৃতির সাথে নিজের একাত্মতা প্রকাশ করেছে। আলোচ্য কবিতার কবির ভাবনায় জন্মভূমির প্রতি এই গভীর মমত্ববোধের দিকটি উদ্দীপকের সুমনের ভাবনার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সুমনের মাঝে স্বদেশের প্রতি গভীর আকর্ষণ দেখা যায়। আলোচ্য কবিতার কবির ভাবনায় জন্মভূমির প্রতি এই গভীর মমত্ববোধের দিকটি উদ্দীপকের সুমনের ভাবনার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।

ঘ 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় দেশের প্রতি কবির যে গভীর মমত্ববোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা উদ্দীপকের মামুনের মাঝে সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

জন্মভূমির সাথে প্রতিটি মানুষ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কবি আহসান হাবীব সেই বন্ধনকে উপলব্ধি করেছেন অন্তর থেকে। দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কবির রয়েছে আত্মার সম্পর্ক। কবি তাঁর জন্মভূমির ফুল-পাখিদের যেমন জানেন, তারাও কবিকে তেমনিভাবে চেনে। এজন্য তিনি কদম আলী, জমিলার মা'র মতো মানুষের চিরচেনা স্বজন। জন্মভূমির সাথে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছেন।

উদ্দীপকের মামুন ঢাকায় বসবাস করে। শহরের ব্যস্ততায় সে তার গ্রামে ফিরতে পারে না। সে শহরের চাকচিক্যময় জীবনকে অবলম্বন করে নিয়েছে। কিন্তু তার কল্পনায় সে তার গ্রামের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তার এমন অনুভব দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার নামান্তর। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় দেশেপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত।

'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবি তাঁর অস্তিত্ব সন্ধান এবং বাংলার প্রকৃতির মাঝে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবি নিজেকে আগন্তুক নন বলে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। কেননা, বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেই তাঁর অবস্থান। তিনি বারবার প্রমাণ করতে

চেয়েছেন জন্মভূমির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের দিকটিকে। কবির আকুতিতে প্রকাশ পেয়েছে দেশের প্রতি তাঁর দৃঢ় বন্ধনের কথা। কবিচিত্তের এমন গভীর অনুভূতি উদ্দীপকের মামুনের মাঝে লক্ষ করা যায় না। যদিও তার মধ্যেও কবিতার কবির মতো স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। কিন্তু তার দেশপ্রেমের অনুভূতি কবিতার কবির মতো এতটা ব্যঞ্জনাময় নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের মামুনের জন্মভূমির প্রতি টান 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার কবির দেশপ্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি।

উত্তরের মূলকথা : 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় দেশেপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবি তাঁর অস্তিত্ব সন্ধান এবং বাংলার প্রকৃতির মাঝে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে চেয়েছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের মামুনের জন্মভূমির প্রতি টান 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার কবির দেশপ্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য মানুষের ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

খ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানকে সুকৌশলে আড়াল করার ব্যাপারটি বোঝাতেই কবি আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটির অবতারণা করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের সেই স্মৃতিময় স্থানটির কোনো অস্তিত্ব এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে এখন নানা রং-বেরঙের টুল, বেঞ্চ, খেলনারাজি আর চারদিকে বাগান। কবি মনে করেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী যেখান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সেই স্মৃতিময় স্থানটি কৌশলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অশুভ শক্তির এ কূটকৌশলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটির মাধ্যমে।

উত্তরের মূলকথা : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানকে সুকৌশলে ঢেকে দেওয়ার ব্যাপারটি বোঝাতেই কবি আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটির অবতারণা করেছেন।

গ উদ্দীপকের সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার ঐক্যবন্ধ দেশপ্রেমের আহ্বানের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেদিন মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষায় অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ উদ্দীপ্ত জনতা একত্র হয়েছিল রেককোর্স ময়দানে। সেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অতি সূক্ষ্ম বর্ণনা এ কবিতায় রয়েছে। এখানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কথা বলেছেন। পাকিস্তানিদের অন্যায়-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান লক্ষ জনতার সামনে তুলে ধরেন। আর মাথা নত করা হবে না, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেওয়ার কথা বলেছেন– এভাবে বাঙালির প্রাণের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন।

উদ্দীপকের তিতুমীর অন্যায়ের প্রতিবাদকারী এক অনন্য চরিত্র। তিনি যখন দেখলেন ইংরেজরা এদেশের মানুষকে নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করছে; নিপীড়ন-নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে তখন তিনি গর্জে উঠলেন। তিনি বাংলার সাধারণ লোকদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ঐক্যবন্ধ হতে বলেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে অন্যায়ের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলেন। এমন আহ্বান আর দেশপ্রেমচেতনা 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায়ও বিদ্যমান। এ কবিতায় নানা উপমায় সে কথাই বিধৃত হয়েছে। সেই ঐক্যবন্ধ চেতনা, স্বাধীনতার স্বপ্ন, দেশপ্রেম জাগানিয়া নানা কথাই উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার ঐক্যবন্ধ দেশপ্রেমের আহ্বানের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "তিতুমীরের স্বাধীনতা ভাবনাই যেন 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার মূলসুর।"– কথাটি যৌক্তিক।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বিধৃত হয়েছে। কবিতায় এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। রেসকোর্সের বিশাল জনসমাগমের ময়দান থেকেই বাঙালির প্রিয় শব্দ 'স্বাধীনতা' কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল।

উদ্দীপকে বর্ণিত তিতুমীর ইতিহাসের পরিক্রমায় এক বিখ্যাত নাম। তিনি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কেননা স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তিনি এই বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের ওপর কোনো অন্যায়-নির্যাতন তিনি মেনে নিতে পারেননি।

উদ্দীপকে বর্ণিত, ইংরেজ শাসনামলে বাংলার সাধারণ লোকদের ওপর তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। স্বাধীনতাকামী তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাংলার জনগণকে ঐক্যবন্ধ করে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলেন। এমন স্বদেশভাবনা নিজ দেশের জনগণের মুক্তির চেতনা 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। এ কবিতায় এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে যিনি শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে এবং তাদের মুক্তির জন্য নিজে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এনে দিয়েছেন তাদের জন্য প্রাণের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার ভাবনা তিতুমীরেরও ছিল। তাই স্বল্প পরিসরে হলেও বলা যায় তিতুমীরের স্বাধীনতা ভাবনাই যেন আলোচ্য কবিতার মূলসুর।

উত্তরের মূলকথা : তিতুমীরের স্বাধীনতা ভাবনাই যেন 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার মূলসুর।"– কথাটি যৌক্তিক।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হলো আহাদ মুন্সি।

খ "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।"– বুধার একথা বলার কারণ লড়াই করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করা।

হানাদার বাহিনী বুধাদের গ্রামে এসে গ্রামবাসীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। চারদিকে শুধু পড়ে থাকে লাশ আর লাশ। নির্বিচারে গ্রামের মানুষকে হত্যা করার জন্য গ্রামটি মানুষ শূন্য হয়ে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। তাই গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার জন্য বুধা উদ্‌গ্রীব হয়ে

ওঠে। বুধা এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, লড়াই করেই গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে হবে। আর লড়াই না করলে গ্রামের সব মানুষকে ওরা মেরে ফেলবে। তখন গ্রামটা মানুষ শূন্য হয়ে ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে। মনের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার কারণেই বুধা একথা বলেছে।

উত্তরের মূলকথা : লড়াই করার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার জন্যই বুধা বলেছে, "আমরা লড়াই না করলে গ্রামটা একদিন ভূতের বাড়ি হবে।"

গ উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধকালীন নিরীহ মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। তারা বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে সবকিছুকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরীহ মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে থাকে। কাঁধে-হাতে, বগলে, মাথায়, যে যেভাবে পেরেছে সেভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালায়। অনেক অসহায় বৃদ্ধ, শিশু ও নারীরাও বহু কষ্টে পথ চলতে থাকে। আর এ দৃশ্য দেখে মনে হয় রাস্তায় যেন জনসমুদ্রের ঢল নেমেছে।

উদ্দীপকের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ফুটে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা নির্বিচারে মানুষকে পাখি মারার মতো গুলি করে হত্যা করে। তাই সাধারণ জনতা জীবন বাঁচানোর আশায় বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে। অসংখ্য মানুষ পিঁপড়ের সারির মতো ছুটছিল। তাদের মাথায় ছিল সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি। আবার কারও কোমরে বাচ্চা। চোখে-মুখে তাদের এক অজানা আতঙ্ক কাজ করছিল। তাদের মুখে কোনো কথা ছিল না। সবাই যেন বাক্‌হীন হয়ে পড়েছিল। উদ্দীপকের এ দৃশ্যটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বাড়িঘর ছেড়ে পালানোর ঘটনাকেই ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের (i)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধকালীন নিরীহ মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ঘটনাকে ইঙ্গিত করে।

ঘ "উদ্দীপকের (ii)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক মানুষের জাগ্রত হওয়ার উদ্দীপনাকে তুলে ধরে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতার আলোকে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এ উপন্যাসে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিক। দেশমাতৃকার টানে তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এদেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তারা প্রাণপণভাবে যুদ্ধ করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল এদেশ থেকে পাকিস্তানিদের চিরতরে বিতাড়িত করা। তাদের নিরলস সাধনার মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়। বীর বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়।

উদ্দীপকের (ii)নং অংশে প্রতিবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে। সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিপদ মোকাবিলার জন্য শক্তভাবে মুষ্টি বাঁধতে বলা হয়েছে। আর দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে সামনের দিকে। কারণ পেছনে ফেরার কোনো অবকাশ নেই। সব ধরনের পিছুটানের কথা ভুলে যেতে হবে। আর দৃঢ়চিত্তে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনে অগ্রসর হতে হবে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কোনো বিকল্প নেই।

উপরিউক্ত আলোচনান্তে বলা যায়, উদ্দীপকের (ii)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক মানুষের জাগ্রত হওয়ার উদ্দীপনাকে তুলে ধরে। কারণ উদ্দীপকে সম্মুখ পানে বীরত্বের সাথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। উদ্দীপকেও বীরত্বসহকারে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ তারা দেশপ্রেমিক। তারা অকুতোভয় চরিত্রের অধিকারী। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত সাহসী বীর পুরুষ। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের (ii)নং অংশে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক মানুষের জাগ্রত হওয়ার উদ্দীপনা ফুটে উঠেছে।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুধাকে রেকি করার কাজ দিয়েছিল মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিন।

খ রাজাকারদের নিষ্ঠুর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধা মনে করে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।

মাথায় লোহার টুপি পরা তিন জন রাজাকার বুধার দুহাত ও দু-পা ধরে চ্যাংদোলা করে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে বুধাকে কাকতাড়ুয়ার মতো বেঁধে ওর গায়ের জামাটা খুলে বেঁধে দেয় মাথায়। সেই সাথে তার মুখে-পিঠে রান্নাঘরের হাঁড়ির কালি দিয়ে এঁকে দেয় আঁকাবাঁকা রেখা। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিন জন রাজাকার চলে গেলে বুধার চোখ জ্বলে ওঠে। বুধা মনে করে, লোহার টুপি পরলে মানুষের মাথার বুদ্ধি লোপ পায়, তাই পেয়ারা খাওয়ানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ওরা তার শাস্তি মওকুফের কথা ভাবেনি।

উত্তরের মূলকথা : লোহার টুপি পরার কারণে হানাদার বাহিনীর লোকজন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য বুধা বলেছে, 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'।

গ উদ্দীপক-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার গ্রামে পাকসেনারা নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাদের হত্যা করেছে তাদের কাফনের কাপড় ছাড়া গণকবর দেওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বুধার গ্রামে প্রবেশ করে নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে। তাদের এ হত্যাযজ্ঞ এতটাই বীভৎস্য ও ভয়াবহ ছিল যে, পুরো গ্রামই যেন পরিণত হয়েছিল গণকবরে। পাকসেনারা যাদের হত্যা করেছে, তাদের কাফনসহ আলাদা আলাদা কবরে সমাহিত করা সম্ভব হয়নি। তাদের গণকবরে একপ্রকার মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপক-১এ বর্ণিত হয়েছে, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে মুর্দা ফকিরের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মৃত্যুবরণ করেছে। লাশগুলোকে কবর পর্যন্ত দিতে পারেননি। সেগুলো শিয়াল-শকুনে খুবলে খেয়েছে। এ বিষয়টি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার গ্রামে পাক সেনাদের বর্বর হত্যাযজ্ঞে নিহত ব্যক্তিদের গণকবর দেওয়ার বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপক-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার গ্রামে পাকসেনাদের হত্যাযজ্ঞে নিহত ব্যক্তিদের গণকবর দেওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাফনের কাপড় ছাড়া গণকবর দেওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপক-২এর আত্মত্যাগ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগ স্বদেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ"– মন্তব্যটি যথার্থ।

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস 'কাকতাড়ুয়া'। এ উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে এসেছে বাংলাদেশের একটি গ্রাম, যেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। পাকবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার নিমিত্তে ও গ্রামকে মুক্ত করতে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে লিপ্ত হয় বুধা, শাহাবুদ্দিন, আলি ও মিঠুর মতো গ্রামের সাহসী কিছু তরুণ। তারা প্রাণকে হাতের মুঠোয় রেখে মাইনের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পাকসেনাদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। তাদের এই আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপক-২এ ১৯৭১ সালে যাঁরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে শোষণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছিল সে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সাথে ফুটে উঠেছে তাঁদের স্বদেশপ্রেমের দিকটি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের যে উদাহরণ স্থাপিত হয়েছে, একই বিষয়টি উদ্দীপক-২এও লক্ষ্যণীয়। সুতরাং বলা যায়, "উদ্দীপক-২এর আত্মত্যাগ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগ স্বদেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ"– মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-২এর আত্মত্যাগ ও 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিবাহিনীর আত্মত্যাগ স্বদেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের মতে, তাহেরা পালিয়ে অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

খ পিরের সাথে যেতে ইচ্ছুক না হওয়ায় নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্যই তাহেরা এ কথাটি বলেছে।

'বহিপীর' নাটকের খোদেজা তাহেরাকে বহিপীরের সাথে যেতে বলে। কিন্তু তাহেরা কোনোভাবেই বহিপীরের সাথে যেতে ইচ্ছুক নয়। এজন্য সে বলে– আমি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু যাব না। আর এ কথাটিকে সে বিশ্বাস করানোর জন্যই বলেছে– আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না। অর্থাৎ তাহেরা তার মনের একান্ত ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে।

উত্তরের মূলকথা : পিরের সাথে যেতে ইচ্ছুক না হওয়ায় নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্যই তাহেরা এ কথাটি বলেছে।

গ স্বার্থপর মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের লিমার মামি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মায়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মা তাহেরাকে আপন ভাবতে পারেনি। এ কারণেই বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে সে তার বিয়ে দিতে চেয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রে সে তাহেরার ভবিষ্যতের কথাও ভাবেনি। আর তাই তাহেরাকে পিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পিরের আশির্বাদপুষ্ট হতে চেয়েছে সে।

উদ্দীপকের লিমা পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় মামা বাড়িতে থাকে। এ কারণে মামি তাকে বোঝা মনে করে এক অল্প বয়সেই এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। একইভাবে, 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মাও তাহেরাকে আপন করে নিতে পারেনি। এ কারণেই পূণ্য লাভের আশায় স্বার্থপরের মতো বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। এক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছারও মূল্যায়ন সে করেনি। অর্থাৎ উদ্দীপকের লিমার মামি এবং আলোচ্য নাটকের তাহেরার মা উভয়েই স্বার্থপর ও অনুদার স্বভাবের মানুষ। এ দিক থেকে লিমার মামি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মায়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের লিমার মামি লিমাকে বোঝা মনে করে এক বৃদ্ধের সঙ্গে জোর করে তার বিয়ে দেয়। একইভাবে,'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মাও তাহেরার ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পুণ্য লাভ করতে চেয়েছে। এদিক থেকে তাদের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের লিমা এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একই সমাজ-বাস্তবতার শিকার হলেও পরিণতি হয়েছে ভিন্ন"– 'বহিপীর' নাটক এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

আগেকার দিনে নারীরা পুরুষের সব অত্যাচার, অবিচার ও অবমূল্যায়ন নীরবে সহ্য করলেও বর্তমানে পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। এখন নারীরা নিজেদের সম্মান করতে শিখেছে। সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করছে। এটি সমাজের উন্নতির পক্ষে ইতিবাচক দিক।

উদ্দীপকে লিমা নামের এক কিশোরীর কথা বলা হয়েছে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর এতিম লিমার আশ্রয় হয় মামার বাড়িতে। কিন্তু মামি তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই অল্পবয়েসি লিমাকে সে জোর করে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এ বিয়ে মেনে নিতে না পেরে লিমা পালিয়ে শহরে যায় এবং সেখানে চাকরি নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। আলোচ্য নাটকের তাহেরার বাস্তবতাও অনেকটা একরকম।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একটি প্রতিবাদী চরিত্র। তার বাবা জোর করে বহিপীরের সঙ্গে বিয়ে দিলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। একইভাবে, উদ্দীপকের লিমাও বৃদ্ধের সঙ্গে সংসার করাকে মেনে নিতে না পেরে পালিয়ে বাঁচে। তবে পালিয়ে গিয়ে লিমা চাকুরির মাধ্যমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুললেও তাহেরার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। বরং জমিদার পুত্র হাশেমই তার দায়িত্ব গ্রহণ করে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে তাকে রক্ষা করে। অর্থাৎ লিমা এবং তাহেরার জীবনের ঘটনক্রম অনেকটা একরকম হলেও তাদের পরিণতি হয়েছে ভিন্ন। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : ইচ্ছের বিরুদ্ধে বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়ের দিক থেকে লিমা এবং তাহেরার জীবনের ঘটনক্রম অনেকটা একরকম হলেও সর্বশেষ অবস্থা বিচারে তাদের পরিণতি হয়েছে ভিন্ন। এ বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যাস্ত আইন ১৭৯৩ সালে প্রণীত হয়।

খ নৌকাডুবি থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া এবং অন্য একটা নৌকায় আশ্রয় পাওয়ার কারণ উপলব্ধি করে বহিপীর আলোচ্য উক্তিটি করেছিলেন।

বহিপীরের স্ত্রী তাহেরা বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে গেলে তিনি তার সহযোগী হকিকুল্লাহকে নিয়ে স্ত্রীকে খুঁজতে বের হন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে বহন করা নৌকাটি বড়ো বজরার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। তিনি ও তার সহযোগী কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে জমিদার হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেন। জমিদার বহিপীরের দুর্ঘটনায় কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করলে, তিনি আলোচ্য উক্তিটি করেন। কেননা তিনি মনে করেন, খোদার ইচ্ছাতেই দুনিয়ার সকল কিছু ঘটে থাকে। এই দুর্ঘটনার পেছনে অবশ্যই কোনো গূঢ়তত্ত্ব আছে।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীর নৌকাডুবি থেকে জীবন পাওয়া এবং অন্য একটি নৌকায় আশ্রয় পাওয়া প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি করেছিলেন।

গ উদ্দীপকের আজিজ সাহেব 'বহিপীর' নাটকের জমিদার হাতেম আলি চরিত্রের প্রতিবিম্ব।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে সূর্যাস্ত আইনে তার জমিদারি নিলামে উঠেছে। নিজের জমিদারি বাঁচাতে তিনি অর্থসংগ্রহের জন্য শহরের বন্ধুর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। কিন্তু তার বন্ধু কথা দেওয়ার পরও তাকে কোনো অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ফলে তিনি পূর্বপুরুষের জমিদারি হারানোর বেদনায় কাতর।

উদ্দীপকের আজিজ সাহেব একজন শিল্পপতি। হঠাৎ তার পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড হলে তিনি নিঃস্ব হয়ে যান। বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি পুনরায় কারখানা চালুর উদ্যোগ নিলেও ব্যর্থ হন। ফলে তিনি ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে হতাশায় বিমর্ষ হয়ে বসে থাকেন। যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করি আলোচ্য নাটকের জমিদার হাতেম আলির মধ্যে। তিনি জমিদারি হারানোর বেদনায় দিশেহারা। অর্থাৎ এরূপ মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে উদ্দীপকের শিল্পপতি আজিজ সাহেব আলোচ্য নাটকের জমিদারি হারাতে বসা হাতেম আলির প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আজিজ সাহেব এবং 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি দুজনেই বন্ধুর সাহায্য লাভে ব্যর্থ হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করেন। এদিক থেকে দুজনের চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সীমার মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীন সত্তার পরিচয় ফুটে ওঠায় সে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা-মা বৃদ্ধ বহিপীরের সঙ্গে তার বিয়ের আয়োজন করে। কিন্তু এ বিয়ে ছিল অসমতার আর তাহেরার কোনো মতামতও এখানে গ্রহণ করা হয়নি। তাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা তাহেরা বিয়ে করতে অসম্মত হয়ে বিয়ের পরই আসর থেকে পালিয়ে যায়। এমনকি ঘটনাচক্রে বহিপীরের মুখোমুখি হলেও তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না। এর মধ্যদিয়ে তাহেরা চরিত্রের প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

উদ্দীপকের শিল্পপতি আজিজ সাহেব অগ্নিকাণ্ডে তার কারখানা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তখন তার ছেলে সংসারের হাল ধরতে এগিয়ে আসেন। তার ছেলে জাবেদ বাবাকে ধৈর্য ধরতে বলেন এবং সংসারের হাল ধরার ও ছোটো বোন সীমার বিয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু সীমা বিয়ে করতে রাজি না হয়ে পড়াশোনা করে ভাইয়ের মতো তার বাবাকে সাহায্য করতে চায়।

'বহিপীর' নাটক ও আলোচ্য উদ্দীপকের কাহিনি পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই, তাহেরা ও সীমা উভয়েই স্বাধীন সত্তার অধিকারিণী। কারণ তারা দুজনেই অন্যের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। তারা নিজের মনের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে তাহেরা আশ্রয় পেয়েছে হাতেম আলির বজরায় আর সীমা পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তার ভাইয়ের মতো বাবার বিপদে সহযোগিতা করতে চায়। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হলে তাহেরা বিয়ের আসর থেকে যেমন পালাতো না। তেমনি সীমাও অন্যের সংসার করার গুরুত্ব দিত। সুতরাং ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার কারণে উদ্দীপকের সীমা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য উদ্দীপকের সীমা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

মডেল টেস্ট- ০৬

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	ক	৮	ক	৯	খ	১০	ক	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক	২১	খ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী সাত দিনের অসুখে মারা গেলেন।

খ নিজের স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনের ব্যর্থতার অনুতাপে রসিক দুলে কেঁদে ফেলল।

স্ত্রী অভাগী ও তার একমাত্র পুত্র কাঙালীকে রেখে রসিক দুলে দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্যত্র বাস করত। কিন্তু স্বামীর সুখস্বপ্ন অন্তরে ধারণ করে অভাগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও তার পায়ের ধুলো প্রত্যাশা করে। আর সেই স্ত্রীকে পায়ের ধুলো দিতে গিয়েই রসিক দুলে অনুশোচনায় কেঁদে ফেলে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ভাবে, যে স্ত্রীর প্রতি সে অন্যায়-অবিচার করেছে অথচ সেই স্ত্রীই তাকে মনের আসনে ঠাঁই করে রেখেছে।

উত্তরের মূলকথা : স্ত্রীর প্রতি অবহেলার বিষয়টি বুঝতে পেরে রসিক দুলে অনুতাপে কেঁদে ফেলে।

গ উদ্দীপকের সঙ্গে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের বর্ণপ্রথার বৈষম্যের দিকটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

অতীতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জমিদাররা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নিচু বর্ণ ও হতদরিদ্র মানুষেরা ছিল তাদের হাতের ক্রীড়নক। তাদের শোষণ আর উপহাস ছাড়া নিম্নবর্ণের মানুষের ভাগ্যে কিছুই জুটত না। এ কারণে ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী মারা গেলে তার শবদাহের কাছে যেতে পারেনি অভাগী। আবার অভাগীর মৃত্যুর পর রসিক দুলে স্ত্রীর সৎকারে বেলগাছটি কাটতে গিয়ে জমিদারের দারোয়ানের কাছে মার খেয়েছে। বাবার এ মার খাওয়ার বিষয় কাঙালী জমিদারকে বলতে গিয়ে অভিযোগ তো আমলেই নেয়নি, উপরন্তু অপমানিত হয়েছে। ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রীর মৃত্যুতে যেখানে আড়ম্বরে সৎকারের ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে অভাগীর মুখাগ্নির জন্য এক টুকরো কাঠের ব্যবস্থা হয়নি।

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে বর্ণিত সমাজব্যবস্থায় সমাজপতির বিপরীত আচরণের রূপ ফুটে উঠেছে উদ্দীপকের ঘটনায়। রহিম চৌধুরী কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েও নিরহংকার মনের পরিচয় দিয়ে ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। এমনকি মেয়ের বিয়েতেও তিনি উঁচু–নিচুর বৈষম্য না করে সকলকে দাওয়াত করে খাইয়েছেন। আর রহিম চৌধুরীর এই উদার ও সাম্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক চেতনায় উদ্দীপকের সঙ্গে 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের বৈসাদৃশ্য নিরূপিত হয়।

উত্তরের মূলকথা : বর্ণবৈষম্যের বিষয়ে উদ্দীপকের সঙ্গে গল্পের পার্থক্য রয়েছে।

ঘ অভাগীর আশা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীর মতো মানুষ প্রয়োজন– বক্তব্যটি যথার্থ সত্য।

চিরদুখী অভাগী ছিল তৎকালীন জমিদারদের নিষ্ঠুর মানসিকতার শিকার। বর্ণপ্রথার প্রশ্নে নিচু জাতের হওয়ায় জমিদার গোমস্তা থেকে তাকে দূরে অবস্থান করতে হতো। তাই তো ঠাকুরদাস মুখুয্যের স্ত্রী মারা গেলে অস্পৃশ্যতার কারণে শবযাত্রার কাছে যেতে সাহস পায়নি। তবে শবযাত্রা ও সৎকারের আড়ম্বরতা দেখে অভাগী নিজের এমন মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে। চন্দন, সিঁদুর, আলতা, মালা, ঘৃত, মধু, ধূপ, অগ্নির ধোঁয়ায় মুখুয্যে বাড়ির গিন্নির স্বর্গযাত্রা কল্পনা করে সেও স্বামীর পায়ের ধুলা ও ছেলের হাতের মুখাগ্নি নিয়ে স্বর্গে যাওয়ার প্রত্যাশা করে। কিন্তু জমিদারদের নিষ্ঠুর নির্মমতার কারণে তার সে আশা পূর্ণ হয় না।

উদ্দীপকের রহিম চৌধুরী একজন উচ্চ মানবতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি সকলকে মানুষ হিসেবে বিচার করতেন বলে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু কোনো পার্থক্য তার কাছে ছিল না। যেকোনো অনুষ্ঠানে তিনি সকলকে তৃপ্ত করে খাওয়াতেন বলে দরিদ্র জনগণও তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিল।

ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্ণপ্রথার দোহাই দিয়ে সমাজপতিদের নির্মমতার শিকার হতো অভাগীর মতো হতদরিদ্র শ্রেণি। তাদের নিষ্ঠুরতায় অভাগীর মতো জীবনের ক্ষুদ্র চাওয়াও পূর্ণ হয় না। অথচ উচ্চবিত্তের মানুষ হয়েও রহিম চৌধুরী সবার প্রতি উদার মানবিক আচরণ করেন। তাই বলা যায়, "অভাগীর আত্মা পূর্ণতা পাওয়ার জন্য রহিম চৌধুরীর মতো মানুষ প্রয়োজন।"– বক্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রহিম চৌধুরীর মতো ব্যক্তিই পারে অভাগীর মনের আশা পূরণ করতে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মা বকুনি দিবে, কোথায় যাওয়া হয়েছিল জিজ্ঞেস করবে–এসব ভেবেই দুর্গা নিরীহমুখে কিছু না বলে চুপি চুপি বাড়ির মধ্যে ঢুকল।

খ স্বামী হরিহর স্ত্রী সর্বজয়ার যে গল্প করে বেড়ানোর স্বভাব আছে, সেটি বোঝাতেই আলোচ্য কথাটি দরিদ্র বামুন হরিহর বলেছে।

সর্বজয়ার গল্প করার অভ্যাস আছে। একদিন হরিহর তাকে সতর্ক করে দেয় যে, সে যেন নতুন করে হরিহরের কাছে মন্ত্র নিতে ইচ্ছুক দশঘরার মাতবরদের কথা না বলে। কারণ দশঘরার মন্ত্রপাঠ নিতে ইচ্ছুক বাড়ির লোক সদগোপ জাতের। সদগোপরা নিম্নজাতের বলে সমাজে তাদেরকে খুব একটা সম্মানের চোখে দেখা হয় না। এছাড়া গল্প বলে দুচারটা পয়সা আয় করা যায়। তাই সর্বজয়া সুযোগ পেলে গল্প করে।

উত্তরের মূলকথা : স্বামী হরিহর স্ত্রী সর্বজয়ার যে গল্প করে বেড়ানোর স্বভাব আছে, সেটি বোঝাতেই আলোচ্য কথাটি দরিদ্র বামুন হরিহর বলেছে।

গ উদ্দীপকের **১ম** অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো হরিহর-সর্বজয়ার অভাব-অনটন।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে বর্ণিত হরিহর দরিদ্র বামুন। বামুন হলেও তার পরিবার আর্থিক অনটনের মধ্যে বাস করে। দেনার বোঝা টানতে গিয়ে হরিহরের পরিবার ভীষণ আর্থিক কষ্টের মধ্যে আছে। রায় বাড়ির পূজার্চনা পরিচালনা করে হরিহর। সেই বাড়ি থেকে প্রণামি হিসেবে পাওয়া আট টাকার ওপর তারা অনেকটা নির্ভরশীল। সেই টাকাও দুই-তিন মাস পরপর পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের **১ম** অংশে দেখা যায়, তিনু ও আরাফের মা আর্থিক অনটনে দিন কাটায়। তারা জীবিকার সন্ধানে ভোরবেলায় বেরিয়ে যায়। তারা উভয়ই অন্যের বাসায় কাজ করে। কয়েক বাসায় কাজ করে তবেই বাড়ি ফিরে আসে। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তাদের চলতে হয়। তবু যেন তাদের সংসার চলে না। তিন বেলা খাবার যোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হয়। এমন করুণ, দৈন্যদশা সর্বজয়া ও হরিহরের সংসারেও বিদ্যমান। গল্পের এদিকটির সাথেই উদ্দীপকের **১ম** অংশের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের **১ম** অংশের সাথে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো হরিহর-সর্বজয়ার অভাব-অনটন।

ঘ বাস্তবিকই উদ্দীপকের ২য় অংশে প্রতিফলিত দিকটিই 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের উপজীব্য বিষয়।

শৈশবকালের স্বভাবই চঞ্চলতার। এ সময় মন যা চায় তাই করতে ইচ্ছা করে। তখন মন কোনোই শাসন-বারণ মানে না। এ সময় কেবলই বনে-বাদাড়ে ঘুরতে ইচ্ছা করে। প্রকৃতির মাঝেই যেন খুঁজে পায় অনাবিল আনন্দ আর সুখ।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের বিষয়বস্তুতে ফুটে উঠেছে দুই ভাই-বোন অপু-দুর্গার শৈশবের চঞ্চলতা। সেই সাথে দেখা যায়, প্রকৃতির মাঝে তাদের আনন্দের উচ্ছ্বাস এবং দুর্গার বাবা-মায়ের পরিবারের অর্থ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা। দুর্গা সারাদিন গ্রামের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মানুষের গাছের ফল পেড়ে খায়। বিচিত্র খেলাধুলা আর দুরন্তপনার মধ্যে ছোটো ভাই অপুকে নিয়ে সে শৈশবের আনন্দে অবগাহন করে। উদ্দীপকের ২য় অংশে এমন দিকই প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ২য় অংশে দেখা যায়, বোনকে নিয়ে আরাফ সারাদিন মাঠে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ঠিক যেন গল্পের দুর্গা। দুর্গার স্বভাব-চরিত্রও আরাফের মতো চঞ্চল। আরাফ যখন ঘুরে বেড়ায় তখন তার নাওয়া-খাওয়ার কোনো খবর থাকে না। কখনো সে নদীর ধারে কাশবনে হারিয়ে যায়। কখনো মনের আনন্দে খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়ায়। তারা অপু-দুর্গাদের মতোই দরিদ্র। তাই বাড়ি ফিরেও মলিন বিছানায় শুয়ে পড়ে। তবু আনন্দের কমতি নেই তাদের। সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর গল্প চলে সারাক্ষণ। এমন দুরন্তপনা দুর্গার মাঝেও বিদ্যমান। তাই যথার্থই বলা যায়, উদ্দীপকের ২য় অংশে অভাবী অথচ দুরন্তপনার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচ্য গল্পেরও উপজীব্য বিষয়।

উত্তরের মূলকথা : বাস্তবিকই উদ্দীপকের ২য় অংশে প্রতিফলিত দিকটিই 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের উপজীব্য বিষয়।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি।

খ জীবনধারণের জন্য অর্থের প্রাচুর্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই প্রাবন্ধিক আলোচ্য মন্তব্য করেছেন।

প্রাবন্ধিকের পর্যবেক্ষণ অনুসারে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছি তা সঠিক নয়। ভুল শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে আমাদের জীবনের নিচের তলা তথা জীবসত্তা এতটাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে যে, আমরা তা থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। ফলে অর্থসাধনা আমাদের জীবনসাধনাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ কারণে সকলেই অর্থ চিন্তার গণ্ডিতে বন্দি হয়ে আছে।

উত্তরের মূলকথা : অর্থ উপার্জনের সাধনা জীবন সাধনাতে রূপান্তর হওয়ায় সকল মানুষ অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে আছে।

গ উদ্দীপকের শিমুলের মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার প্রয়োজনের তথা জীবসত্তার দিকটি প্রতীয়মান হয়।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের দুটি সত্তার কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে একটি জীবসত্তা অন্যটি মানবসত্তা। তার মতে, মানুষ জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতেই অধিক মনোযোগী। তার জন্য মানুষ সারাক্ষণ অর্থচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। তারা যেন অর্থের নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ে। অর্থসাধনাই তার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে কারণে শিক্ষা তার জীবনে সোনা ফলাতে পারে না। মানবসত্তায় তাদের উত্তরণ সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের শিমুল শিক্ষা অর্জন করেছে। এখন সে ইন্টারনেট ব্যবসায় যোগ দিতে আগ্রহী। সে যেন অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ছে। সে একটি লাভজনক ব্যবসায় জড়িত হতে চায়। এ ব্যবসায়টি বর্তমান বিশ্বে অধিক লাভজনক। শিক্ষা এখন তার কাছে গৌণ হয়ে পড়েছে। আর্থিক ভাবনাই তার মুখ্য বিষয়। জীবনে অর্থের দরকার আছে; কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো–এ বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। যা শিমুলের মানসিকতায় নেই। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের শিমুলের মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধের জীবসত্তার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শিমুলের মানসিকতায় 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার প্রয়োজনের তথা জীবসত্তার দিকটি প্রতীয়মান হয়।

ঘ "পলাশের মনোভাবটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূলসুরেরই বহিঃপ্রকাশ।"– উক্তিটি যথার্থ।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মানবজীবন সম্পর্কিত দর্শন বিধৃত হয়েছে। এখানে মানবজীবনের দুটি সত্তার কথা বলা হয়েছে এবং এ দুটি সত্তাই সমান প্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক।

উদ্দীপকে পলাশের মনোভাবটি প্রশংসনীয়। কারণ সে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে চায়। সে মনে করে জ্ঞানলাভ শুধু উপার্জনের মাধ্যম হলেও বিবেকের পূর্ণতার জন্য সে নিজেকে যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তার জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পেরেছে। সে অন্ন বা অর্থ নিগড়ে বন্দি থাকেনি। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের মানসিকতাও অনুরূপ।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, জীবসত্তা মানুষকে জীবনধারণ করতে সহায়তা করে। আর মানবসত্তা জীবনকে উপভোগ ও আনন্দময় করে, মানবিক করে। এই মানবিক দিকটি প্রতীয়মান হয় পলাশের মনোভাবে। কারণ মানবসত্তা পলাশের মতো মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কিছু করার তাগিদ দেয়। তার মতো লোকদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষার প্রধান ভূমিকাই হলো মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা। যা পলাশের মনোভাবে লক্ষণীয় এবং সেটা প্রাবন্ধিকও চেয়েছেন। তাই যথার্থই বলা যায়, পলাশের মনোভাবটি আলোচ্য প্রবন্ধের মূলসুরের বহিঃপ্রকাশ।

উত্তরের মূলকথা : পলাশের মনোভাবে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূলসুরেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক গজারি কাঠের মতো শক্ত বা ভারি কাঠের লাঠি দিয়ে মার দেওয়াকে 'গাজুরিয়া মাইর' বলে।

খ দেশজুড়ে অস্থিরতা এবং যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে বলে জামী স্কুলে যাচ্ছে না।

লেখিকার ছোটো ছেলে জামী দশম শ্রেণির ছাত্র। ১৯৭১ সালে যুদ্ধাবস্থায় যখন দেশবাসীর ওপর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নিষ্পেষণের স্টিম রোলার চলছে তখন সরকার জোর করে স্কুল-কলেজ খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশের এই সংকটাপন্ন অবস্থায় কোনো মানুষের নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। সে অবস্থায় কোনো ছাত্রেরই উচিত নয় বই-খাতা বগলে করে স্কুলে যাওয়া। এসব দিক বিবেচনায় স্কুল খুললেও জামী স্কুলে যাচ্ছে না।

উত্তরের মূলকথা : দেশজুড়ে অস্থিরতা এবং যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে বলে জামী স্কুলে যাচ্ছে না।

গ আলোচ্য উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখক হানাদার বাহিনীর নানা বিভীষিকার কথা বলেছেন। মানুষকে গাড়ি ভর্তি করে তুলে নিয়ে হাত পিছনে বেঁধে সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে গুলি করা, সে লাশ নদীর জলে ফেলে দেওয়া এসব ঘটনা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এ সময় সাধারণ মানুষকে হানাদার বাহিনী পাখি মারার মতো গুলি করে হত্যা করেছে। আর তাই চারদিকে, বাংলার আকাশে-বাতাশে মৃত্যুর বিভীষিকা বিরাজ করতো।

আলোচ্য উদ্দীপকে মিলিটারিরা গ্রামের স্কুলে ক্যাম্প করেছে। প্রাণ হাতে নিয়ে গ্রামের লোকজন দিগ্-বিদিগ ছুটে বেড়াচ্ছে। তাজিব তার চাচাকে খুঁজতে গিয়ে বাজারের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে। তখন মিলিটারিদের একজন অকস্মাৎ তাজিবের দিকে গুলি ছুড়ে। তাজিবের রক্তাক্ত শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঠিক একইরূপ ভাবে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনাতেও মানুষের এরূপ মর্মান্তিক মৃত্যুর বর্ণনা আছে। মানুষ জন প্রাণ হাতে নিয়ে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে ছুটতে থাকে। আর মিলিটারিদের হাতে অকাতরে প্রাণ দেয়। এ বিষয়টি আলোচ্য রচনাতেও সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার মূলভাব প্রকাশে যথেষ্ট নয়– উক্তিটি যথার্থ।

আলোচ্য উদ্দীপকে শুধুমাত্র হানাদার বাহিনীর বিভৎস্যতার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। গ্রামের স্কুলে ক্যাম্প করার কারণে মানুষ প্রাণ-ভয়ে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তাজিব নামের এক ছেলে বাজারে চাচাকে খুঁজতে গিয়ে মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারায়।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় দেখা যায় লেখিকা জাহানারা ইমামের ছেলে রুমি দেশকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সে চেয়েছিল দেশমাতৃকা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হোক। কারণ হানাদার বাহিনী মানুষ হত্যার উৎসবে মেতে উঠেছিল। এ বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যদিও পরবর্তী সময় লেখক জাহানারা ইমাম তার সন্তানকে হারান। যার ফলে আলোচ্য রচনায় গভীর বেদনার সঙ্গে আকার ইঙ্গিতে মাতৃহৃদয়ের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। আবার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হামলায় প্রথমেই যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আলোচ্য রচনায়। পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকার জোর করে স্কুল-কলেজ খোলা রাখে– সকল কিছু স্বাভাবিক এটা বোঝানোর জন্য। জোর করে রেডিয়োতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবৃতি প্রচার করা হয়। এসব কিছুর উল্লেখ আলোচ্য উদ্দীপকে নেই। সুতরাং বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা উপলব্ধি করে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আলোচ্য উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সমগ্রভাব প্রকাশ করতে পারেনি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকটি 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার মূলভাব প্রকাশে যথেষ্ট নয়।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি সপ্তদশ শতকে রচিত।

খ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা করে তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে কবি সন্দিহান।

কবি আবদুল হাকিমের সামসময়িক অর্থাৎ সতেরো শতকে একশ্রেণির লোক নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করত। তারা বাংলাকে 'হিন্দুর অক্ষর' মনে করে ঘৃণা করত এবং আরবি-ফারসি ভাষায় কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। এসব মানুষকে শিকড়হীন পরগাছার সাথে তুলনা করা যায়। তাই কবি বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের বোধোদয় ঘটাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ঘৃণা করে তাদের জন্মপরিচয় নিয়ে কবি সন্দিহান। তাই কবি বাংলা ভাষা বিদ্বেষীদের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের বোধোদয় ঘটাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ উদ্দীপকের সিয়ামের মধ্যে 'বঙ্গাবাণী' কবিতায় প্রকাশিত বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

'বঙ্গাবাণী' কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাতৃভাষাপ্রেম। কবি আবদুল হাকিমের সময়, অর্থাৎ সতেরো শতকে একশ্রেণির লোক ছিল যারা নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত ছিল এবং বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করতো। তারা বাংলাকে হিন্দুর অক্ষর বলে ঘৃণা করতো। তখন ঐ শ্রেণি আরবি-ফারসি ভাষায় কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো। এই কবিতায় যারা মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা অর্জন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে কবি তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন।

উদ্দীপকের সিয়াম বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে। সে মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজিকে অধিক গুরুত্ব দেয়। সে মনে করে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের তুলনা হয় না। বাংলা নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। এতে তার বাংলা বিদ্বেষী মনোভাব ফুটে উঠেছে। এই শ্রেণির লোকদের দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে যাওয়া উচিত–সেটাই মনে করেন 'বঙ্গাবাণী' কবিতার কবি। এদেশে তাদের ঠাঁই নেই। অন্য ভাষার প্রতি কবির কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞাকারীদের প্রতি কবি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। কেননা মাতৃভাষার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না। সেটি সিয়াম বুঝতে পারেনি বলেই তার মতো লোকদের 'বঙ্গাবাণী' কবিতার কবি ঘৃণা এবং তাদের জন্মপরিচয় নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সিয়ামের মধ্যে 'বঙ্গাবাণী' কবিতায় প্রকাশিত বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসায় সাইমনের মানসিকতায় 'বঙ্গাবাণী' কবিতার কবির সুর ধ্বনিত হয়েছে।

'বঙ্গাবাণী' কবিতায় কবি মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। কবির কাছে মাতৃভাষার মতো শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার আর কিছু হতে পারে না। আবার তিনি মাতৃভাষার অমর্যাদা বা অসম্মান কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না। কারণ মাতৃভাষার থেকে হিতকর অন্য কোনো ভাষা হতে পারে না।

উদ্দীপকের সাইমন মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান জানায়। সে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি খুবই অনুরক্ত এবং তাকে মাতৃভাষাপ্রেমী বলা যায়। কারণ যে মাতৃভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি সে ভাষা আমরা পেয়েছি অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। এ ভাষা মায়ের মুখের ভাষা, যে ভাষায় আমরা প্রাণ ভরে কথা বলতে পারি সে ভাষার মর্যাদা আমরা রক্ষা করবই। এই ভাষাতেই আমরা কথা বলব, অন্য কোনো ভাষাতে নয়।

'বঙ্গাবাণী' কবিতায় কবির মাতৃভাষাপ্রীতি ফুটে উঠেছে। তবে তাঁর অন্য বিদেশি ভাষার প্রতি কোনো বিরাগ ছিল না। যে-কোনো জাতির কাছেই তার মাতৃভাষা খুবই তাৎপর্য বহন করে। মাতৃভাষা ব্যতীত সাফল্য অর্জন করা যায় না। তাই কবি মাতৃভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে তাদেরকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন। তাদেরকে অন্যদেশেও চলে যেতে বলেছেন। উদ্দীপকের সাইমন মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করেনি। এই ভাষার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা আছে। বাংলা ভাষা নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই। এমন ভালোবাসার সুর ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য কবিতার কবির মাঝেও।

উত্তরের মূলকথা : মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসায় সাইমনের মানসিকতায় 'বঙ্গাবাণী' কবিতার কবির সুর ধ্বনিত হয়েছে।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আশা' কবিতায় উল্লেখিত মানুষ প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে আলো জ্বালতে পারে।

খ বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনা মানুষের জীবন যন্ত্রণাক্লিষ্ট করার মাধ্যমে আয়ু কমায়।

বিত্ত-সুখের দুশ্চিন্তায় মানুষের সুখ হারাম হয়ে যায়। কেননা, সম্পদের চিন্তা মানুষকে সব সময় দুশ্চিন্তায় ডুবিয়ে রাখে। ফলে মানুষের জীবন যন্ত্রণাদগ্ধ হয় এবং শরীরে নানাবিধ রোগব্যাধির সমাবেশ ঘটে। এতে মানুষকে অসুখী জীবনযাপন করতে হয়। এভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ হওয়ার কারণে বিত্তভাবনা মানুষকে সুখ তো দেয়ই না উল্টো মানুষের আয়ু কমায়।

উত্তরের মূলকথা : বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনা মানুষের জীবনে নানা রোগব্যাধির সমাবেশ ঘটিয়ে আয়ু কমায়।

গ ভাবনাহীন সুখী জীবন কামনার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপক-১ 'আশা' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'আশা কবিতায় কবি সুখী জীবনের সান্নিধ্য পেতে ইচ্ছুক। তাঁর মতে, বিত্তবৈভব মানুষকে প্রকৃত সুখ এনে দিতে পারে না; বরং বিত্ত চিন্তাহীন আত্মকেন্দ্রিকতামুক্ত মানুষেরাই প্রকৃত সুখী। তারা জীর্ণ বেড়ার ঘরে বাস করেও নিশ্চিন্তে থাকে। সত্যিকারের এসব মানুষের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে নিজের দুরাশা ও গ্লানি দূর করতে বদ্ধপরিকর কবি।

উদ্দীপকে সুখ নামক সোনার হরিণের দেখা পেতে চাইছেন কবি। তিনি মনে করেন, সবাই সুখী হতে চাইলেও পারে না; বরং কিছু মানুষ সুখের দেখা পায়। কবি সেই সৌভাগ্যবানদের দলে থাকতে চান। কোনোদিন যদি সুখ এসে ধরা দেয় এই আশায় আশায় কবি দিন অতিবাহিত করেন। উদ্দীপক ১-এর কবির এই সুখের প্রত্যাশা 'আশা' কবিতার কবির মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষিতে উদ্দীপক ও 'আশা' কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : ভাবনাহীন জীবন কামনার দিক থেকে উদ্দীপক–১ ও কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ দুরাশা ও গ্লানিহীন জীবন উপভোগের প্রেক্ষিত বর্ণনায় উদ্দীপক-২-এর বক্তব্য 'আশা' কবিতায় বর্ণিত কবির প্রত্যাশাকে তুলে ধরেছে।

'আশা' কবিতায় প্রকৃত সুখী মানুষের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত সুখী মানুষ দরিদ্র হলেও বিত্তের পিছু ছোটে না। তারা ছোটো ছোটো আনন্দ অবগাহনে দিন কাটায়। কোনো দীনতা বা সংশয়ে তাদের জীবন ক্লিস্ট নয়। তারা দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলেও মানুষকে ভালোবাসতে পারে। মনুষ্যত্বের অধিকারী এসব মানুষ সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে থেকে আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করে। কবি এসব মানুষের সান্নিধ্য প্রত্যাশা করেছেন।

উদ্দীপক-২-এ দুরাশা ও গ্লানিহীন জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। সংশয়হীন এই জীবন সব সময় হাসি-আনন্দে ভরপুর। কবি মুখে হাসি আর ভরসা ভরা প্রাণ নিয়ে এই জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছেন। সুখে-দুঃখে আনন্দময় গান গেয়ে জীবনকে করে তুলেছেন ভাবনাহীন। কবির এমন জীবন প্রকৃত অর্থেই সুখী ও স্বচ্ছন্দ। 'আশা' কবিতার কবি প্রত্যাশা করেছেন সুখী ও আনন্দময় জীবন।

উদ্দপক-২-এর বক্তব্যে এই সুখী জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। উক্ত কবিতার কবি বিত্ত-সুখের ভাবনাহীন দীনতামুক্ত জীবনের সান্নিধ্য কামনা করেছেন। উদ্দীপক-২-এ এমন জীবনই পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই সার্বিক বিচারে বলা যায়, উদ্দীপক-২-এর বক্তব্য 'আশা' কবিতায় বর্ণিত কবির প্রত্যাশাকে তুলে ধরেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-২-এর বক্তব্য 'আশা' কবিতায় বর্ণিত কবির প্রত্যাশাকে তুলে ধরেছে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় চির কবিতার দেশ বলা হয়েছে বাংলাদেশকে।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কবিতাকেও যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে কবি 'কবিতার হাতে রাইফেল' কথাটি বলেছেন।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় 'কবিতার হাতে রাইফেল' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে কবিতার মাধ্যমেও প্রতিরোধ ও মুক্তির কথা বলা হয়েছে। কবি-সাহিত্যিকদের লেখা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও শক্তি সঞ্চার করেছিল। কবিতাই তখন হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতেই কবি আলোচ্য চরণটির অবতারণা করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : কবি-সাহিত্যিকদের লেখা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও শক্তি সঞ্চার করেছিল। কবিতাই তখন হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র। 'কবিতার হাতে রাইফেল' কথাটির মাধ্যমে কবি এ বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

গ বাঙালিদের নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের স্তবক-১ এর সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার ভাবগত মিল লক্ষ করা যায়।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা। এ কবিতায় কবি বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার আগ্রাসন ও বীর বাঙালির প্রতিরোধ ভূমিকার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীন মনোভাবকেও উপস্থাপন করেছেন। উগ্র স্বাজাত্যবোধের কারণে তারা বাঙালিকে ভেতো ও দুর্বলচিত্তের বলে মনে করতো।

উদ্দীপকের স্তবক-১ এর কবিতাংশে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। সেখানে তাদের গরিব ও খেতে পায় না বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘৃণাভরে তাদের ভীরু ও কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না বলে শ্লেষ প্রকাশ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট এক শ্রেণির হীন মানসিকতাই তাদের এমন মন্তব্যের কারণ। একইভাবে, 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায়ও কবি বাঙালিদের সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীন মনোভাবকে উত্থাপন করেছেন। এমন মনোভাবের কারণেই তারা বাঙালিকে ভেতো ও দুর্বল বলে অবজ্ঞা করতো। এদিক থেকে উদ্দীপকের স্তবক-১ এর সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার ভাবগত মিল পাওয়া যায়।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালিদের নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের স্তবক-১ এর সাথে 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার ভাবগত মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ "স্তবক-২ এর চেতনাই 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার মূল ভিত্তি।"– 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের অপশাসন ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের বীরোচিত ভূমিকাকে অভিনন্দিত করেছেন। পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিকে দুর্বল ভেবে অত্যাচার চালালে এ জাতি তাদের সেই অত্যাচার মুখ বুজে মেনে নেয়নি। বরং অতীতের সংগ্রামের ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিয়ে তারা বীরোচিতভাবে তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে।

উদ্দীপকের স্তবক-২ এর কবিতাংশে কবি জাতির সূর্যসন্তানদের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। তাঁরা জীবন দিয়ে হলেও জাতিকে বহিঃশত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাদের সেসকল সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস আমাদের স্বাধীকার চেতনায় উজ্জীবিত করে। দেশমাতৃকাকে নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে স্তবক-২ এর কবি তাই সেই সকল মহান ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ টেনেছেন। আলোচ্য কবিতাতেও কবি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ অনাদি অতীতের বিভিন্ন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাসকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় কবি বাঙালি জাতির সুদীর্ঘকালের সংগ্রামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের নানা বাঁকে বিভিন্ন বিদেশি শক্তি এ জাতির উপর আগ্রাসন চালিয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতি সমন্বিত শক্তিতে সেসকল অশুভ শক্তিকে বার বার পরাভূত করেছে। আর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ অনাদি অতীতের সেসকল সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাসই বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছে। একইভাবে, উদ্দীপকের স্তবক-২ এর কবিতাংশেও কবি বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের সেসকল বীর সেনানীদের কথা উল্লেখ করে তাদের জয়গান করেছেন, যা আলোচ্য কবিতার কবির চেতনারই সমান্তরাল। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "স্তবক-২ এর চেতনাই 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার মূল ভিত্তি।"– 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কানু দয়ালের বাড়িতে বসে বুধা রেডিয়োতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ শুনেছিল।

খ রাজাকারদের নিষ্ঠুর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধা মনে করে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।

মাথায় লোহার টুপি পরা তিন জন রাজাকার বুধার দুহাত ও দু-পা ধরে চ্যাংদোলা করে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে বুধাকে কাকতাড়ুয়ার মতো বেঁধে ওর গায়ের জামাটা খুলে বেঁধে দেয় মাথায়। সেই সাথে তার মুখে-পিঠে রান্নাঘরের হাঁড়ির কালি দিয়ে এঁকে দেয় আঁকাবাঁকা রেখা। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিন জন রাজাকার চলে গেলে বুধার চোখ জ্বলে ওঠে। বুধা মনে করে, লোহার টুপি পরলে মানুষের মাথার বুদ্ধি লোপ পায়, তাই পেয়ারা খাওয়ানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ওরা তার শাস্তি মওকুফের কথা ভাবেনি।

উত্তরের মূলকথা : লোহার টুপি পরার কারণে হানাদার বাহিনীর লোকজন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য বুধা বলেছে, 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'।

গ উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সিদের মতো রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর পাকিস্তানি বাহিনীদের সাথে যোগ দেয় এদেশের একশ্রেণির সুবিধাবাদী লোক। 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সি এমনি একটি চরিত্র। আহাদ মুন্সি পাকিস্তানিদের সাথে হাত মিলিয়ে এদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালায়। মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের খবর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়। ফলে তারা যৌথভাবে নিরীহ মানুষের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাতে থাকে। তাদের অত্যাচারে এদেশের মুক্তিকামী জনতা অতিষ্ট হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের চৈতন্যপুর গ্রামের প্রভাবশালী মতি মিয়া একজন রাজাকার। সে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে গ্রামে হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। উদ্দীপকের ন্যায় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও আমরা এমন দৃশ্য দেখতে পাই। উপন্যাসের আহাদ মুন্সি রাজাকার বাহিনীর প্রতিনিধি। সে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়ে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মতি মিয়ার কর্মকাণ্ডে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের আহাদ মুন্সিদের মতো রাজাকারদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ "উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি।"– কথাটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। কারণ তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। বুধা একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। সে বয়সে কিশোর হলেও অত্যন্ত সাহসী। কারণ সে মা-বাবা, ভাই-বোন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তার জীবনে আর হারাবার কিছু নেই। সে পাকিস্তানি সৈন্যদের ধ্বংসলীলা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়। আর তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। তাই সে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই সে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে সে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটের চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। চৈতন্যপুর গ্রামের প্রভাবশালী মতি মিয়া পাকিস্তানিদের সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের সাহসী কিশোর সবুজ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটানোর জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার মাধ্যমেই তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীকালে সে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সবুজ প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি। কারণ কিশোর সবুজ দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আবার 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধাও একই কারণে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে কিশোর বুধা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার কর্মকাণ্ডের বাস্তব প্রতিফলন আমরা উদ্দীপকের সবুজের মাঝেও লক্ষ করি। তারা দুজনেই মূলত একই পথের পথিক। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। কিশোর সবুজ যেন বুধার আদর্শেই উজ্জীবিত হয়েছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত কথাটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

উত্তরের মূলকথা : মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দিক দিয়ে উদ্দীপকের কিশোর সবুজ যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিনিধি হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুধা হাবিব ভাইয়ের কাছে গণকবর সম্পর্কে জানতে চাইল।

খ ফুলকলির কাটা স্থানে জ্বালাপোড়া কমানোর জন্য মলম লাগানোর সময় বুধা আলোচ্য উক্তিটি করে।

বুধা রাজাকার কমান্ডার আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল। কিন্তু আহাদ মুন্সি কাজের মেয়েকে ঘরে আগুন লাগার ব্যাপারে সন্দেহ করে পিটিয়ে আহত করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কাজের মেয়ে ফুলকলি কাঁদতে থাকে। তাই বুধা মলম এনে দিয়ে ব্যথার স্থানে লাগাতে গিয়ে ফুলকলিকে আলোচ্য উক্তিটি করে।

উত্তরের মূলকথা : ফুলকলির কাটা ঘায়ে মলম লাগাতে গিয়ে বুধা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পাকসেনাবাহিনীর 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার-নির্যাতন আর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিশেষ দিকটি ইঙ্গিত করে।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি সৈন্যদের অমানবিক আচরণ লক্ষণীয়। তারা নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে। পলাশের গ্রামে পাকসেনারা বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সে জানতে পারে পাকসেনারা তার মা-বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু সে আপসহীন। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এদেশ থেকে নরপিশাচ পাকসেনাদের তাড়াতেই হবে। এমন ঘটনার বিবরণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও বিদ্যমান।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত আছে কীভাবে পাকসেনারা এদেশে আক্রমণ করে সাধারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। তারা জিপে করে বুধার গ্রামে এসে বাজার পুড়িয়ে দেয়। তারা তিনদিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। আহাদ মুন্সির মতো চেয়ারম্যানরাও পাকিস্তানিদের সহায়তা করে ফলে মুক্তিযোদ্ধারাও নানা বিপদের সম্মুখীন হয়। এছাড়া মতিউর, কুদ্দুসও দেশদ্রোহী চরিত্র। এভাবে পাকিস্তানিরা এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করে। সেই সাথে নির্বিচারে গুলি করে বহু মানুষকে হত্যা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত পাকবাহিনী কর্তৃক অত্যাচার-নির্যাতনের দিকটি আলোচ্য উপন্যাসেও বিদ্যমান।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে বর্ণিত পাকসেনাবাহিনীর 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার-নির্যাতন আর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিশেষ দিকটি ইঙ্গিত করে।

ঘ "উদ্দীপকের পলাশের মনোভাবই যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের লেখকের জীবন ভাবনা"– মন্তব্যটি যৌক্তিক।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের মানুষকে দীর্ঘদিন শাসন-শোষণ করেছে। তাদের একপেশে এ শাসন-শোষণ দ্বারা বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। তারা রাতের অন্ধকারে এদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। কিন্তু বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে; যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মমতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের পরিচয় রয়েছে। সে সময় বর্বর হানাদার বাহিনীর ভয়ে অনেকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলেও বুধা যায়নি। সে ভেতরে ভেতরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মিলিয়ে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। উদ্দীপকের পলাশও বুধার মতো সাহসী ও স্বাধীনতাকামী।

উদ্দীপকের পলাশও তেমনি এক প্রতিবাদী চরিত্র। সে ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে একের পর এক গেরিলা আক্রমণ চালায়। যার ফলে পাকসেনারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। পলাশের গ্রামে তারা বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। সে জানতে পারে পাকসেনারা তার বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু সে আপসহীন। সে প্রতিজ্ঞা করেছে এদেশের মাটি থেকে পাকসেনাদের বিতাড়িত করবেই। এখানে তার মাঝে দেশপ্রেম-চেতনা ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, পলাশের মনোভাব যেন উপন্যাসের লেখকের জীবন ভাবনা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পলাশের মনোভাবই যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের লেখকের জীবন ভাবনা।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাটকের প্রাণ হলো সংলাপ।

খ 'নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।'– কথাটি জমিদার হাতেম আলি বলেছেন।

জমিদার হাতেম আলি জমিদারি রক্ষা করার টাকা জোগাড় করতে পারছেন না। বহিপীর তাকে সেই টাকা কর্জ দিয়ে বিনিময়ে তাহেরাকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে জমিদারের স্ত্রী খোদেজা রাজি হলেও হাতেম আলি বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন। হাশেমের কাছে সব শুনে তিনি যখন বিষয়টি বুঝতে পারেন তখন বহিপীরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তিনি বহিপীরকে বলেন, "আমি এভাবে টাকা নিতে পারব না। যায় যাক জমিদারি।" তখন বহিপীর জানতে চান, কথাটি তিনি ভেবে বলেছেন কি না। হাতেম আলি তাকে জানান যে, হঠাৎ তার সব ভয়-ভাবনা কেটে গেছে এবং তিনি এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : টাকা নিয়ে জমিদারি রক্ষা করার জন্য ধূর্ত বহিপীরের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে জমিদার হাতেম আলি বহিপীরকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন। কারণ তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও তাহেরার প্রতি মানবিক।

গ উদ্দীপকের রহিম সর্দারের পরামর্শ 'বহিপীর' নাটকের পিরের প্রতি অন্ধ অনুকরণের দিকটি ইঙ্গিত করে।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের অসংখ্য অনুসারী রয়েছে। তার অনুসারীরা তাকে সারাক্ষণ অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। মূলত তার অনুসারীরা সচেতন নয়। তাদের মনে কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। এজন্য তারা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় অনুধাবন করতে পারে না। পিরের খেদমত করাকেই তারা ধর্মীয় কাজ মনে করে। কিন্তু পিরপ্রথার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ভণ্ডপিরেরা ধর্মের লেবাস ধরে ধর্মপ্রাণ মানুষদের সাথে ধোকাবাজি করে। অথচ সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের অন্ধভক্ত। এজন্য তারা তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। আবার জমিদার হাতেম আলির স্ত্রী খোদেজাও বহিপীরের অন্ধ অনুসারী।

উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতি বছর বন্যায় বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বন্যার পানি মানুষের বাড়ি-ঘর, ফসল, গোরু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ থেকে পরিত্রাণের আশায় গ্রামের মাতব্বর রহিম সর্দার সবাইকে একটি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন বন্যার পানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একজন নামকরা পিরের শরণাপন্ন হতে হবে। উক্ত পির বন্যার হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করবে। উদ্দীপকের রহিম সর্দারের ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ বন্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা কোনো পিরের নেই। অথচ গ্রামের অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকেরা এসব ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে। গ্রামের মানুষ কুসংস্কারে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা পিরের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। তাই উদ্দীপকের রহিম সর্দারের পরামর্শটি 'বহিপীর' নাটকের পিরের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও অনুকরণের দিকটি ইঙ্গিত করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রহিম সর্দারের পরামর্শ 'বহিপীর' নাটকের পিরের প্রতি অন্ধ অনুকরণের দিকটি ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে বলেই আমি মনে করি।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের অসংখ্য অন্ধ অনুসারী রয়েছে। তবে সবাই তার অন্ধ অনুসারী নয়। কতিপয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছে যারা ভণ্ড পিরের ভণ্ডামিতে বিশ্বাসী নয়; বরং পিরের ভণ্ডামিকে প্রতিহত করতে চায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। সাহসী মনোভাব নিয়ে পিরের অপকর্ম বন্ধ করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভণ্ড পিরেরা ধর্মের লেবাস ধারণ করে তারা মানুষকে ধোকা দেয়। 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি একটি প্রতিবাদী চরিত্র। সে পিরের অপকর্মে বাধা দেয়। বহিপীর জোরপূর্বক তাহেরাকে বিয়ে করতে চাইলে হাশেম আলি এর তীব্র বিরোধিতা করে। সে তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে বাঁচায়। 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি আত্মসচেতন ও কুসংস্কারমুক্ত একটি চরিত্র।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে, বন্যার হাত থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্য রহিম সর্দার একজন নামকরা পিরের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। রহিম সর্দারের এ পরামর্শে পিরের প্রতি তার অন্ধ অনুকরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্দীপকের মতি মাস্টার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে পিরের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। সে শিক্ষিত, আত্মসচেতন একজন মানুষ। সে পেশায় একজন শিক্ষক। তাই গ্রামবাসীকে বন্যার হাত

থেকে রক্ষা করার জন্য একদল লোক নিয়ে কাজে নেমে পড়ে। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করে রাতের মধ্যেই মাটি কেটে বাঁধ মজবুত করে। তার দুঃসাহসিক কাজের মাধ্যমে মারাত্মক বন্যা থেকে গ্রামটি রক্ষা পায়। রক্ষা পায় গ্রামের মানুষের ফলানো সোনার ফসল ও গোরু-ছাগল। উদ্দীপকের মতি মাস্টারের কাজটি সত্যিই প্রশংসনীয় একটি কাজ।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে। দুজনের কাজের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন হলেও কাজের উদ্দেশ্য ও ফলাফল মূলত এক ও অভিন্ন। তারা দুজনেই ভণ্ড পিরের অনুকরণমুক্ত। তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রুচিবান মানুষ। এজন্য ধর্মীয় কুসংস্কার তাদেরকে গ্রাস করতে পারেনি। 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে রক্ষা করেছে। তাহেরার অনিশ্চিত জীবনের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে। অপরদিকে উদ্দীপকের মতি মাস্টার মাটি কেটে বাঁধ মজবুত করে বন্যার হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেছে। সে কোনো পিরের শরণাপন্ন হতে যায়নি। সুতরাং উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে বলেই আমি মনে করি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মতি মাস্টার ও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলি সমার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে বলেই আমি মনে করি।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলায়।

খ বন্ধুর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাতেম আলি শহরে গিয়েছিলেন।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ায় তার জমিদারি নিলামে উঠেছিল। তার আশা ছিল, কোনো প্রকারে যথেষ্ট অর্থ জোগাড় করতে পারলে শেষ পর্যন্ত জমিদারি নিলামে ওঠা বন্ধ করতে পারবেন। আর এজন্য তিনি শহরে গিয়েছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বন্ধুর কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হাতেম আলি শহরে গিয়েছিলেন।

গ উদ্দীপকের হিরু চৌধুরীর সাথে 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো অসম বিয়ের ক্ষেত্রে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা।

'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ ফুটে উঠেছে। বহিপীর একজন নারী লোভী ব্যক্তি। তার মুরিদের অল্প বয়স্কা মেয়ে তাহেরার ওপর কুদৃষ্টি পড়ে। কৌশলে তার বাবা-মাকে রাজি করিয়ে তাহেরার অমতেই বিয়ে করে। তাহেরা ছিল বহিপীরের নাতনির সমবয়সি অর্থাৎ তাদের বিয়ের বয়স ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না। বয়সের পার্থক্য ছিল আকাশ-পাতাল। এক কথায় তাদের বিয়েটা ছিল একটি অসম বিয়ে।

উদ্দীপকের মধুপুর গ্রামের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হলেন হিরু চৌধুরী। প্রায় ১২ বছর আগে তার স্ত্রী মারা গেছেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি নেই। তাই একাকী অত্যন্ত নিঃসঙ্গতায় তার দিন কাটে। এজন্য প্রতিবেশীরা একই গ্রামের এক কিশোরীর সাথে তার বিয়ে দিতে চাইলে তিনি আপত্তি জানান। তিনি বলেন যে, তার বয়সি বিধবা কোনো মেয়েকে বিয়ে করবেন। তার এই দূরদর্শী চিন্তাধারায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় যে, 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর ও উদ্দীপকের হিরু চৌধুরীর সাথে অসম বিয়ে ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতামূলক বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'বহিপীর' নাটকের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো অসম বিয়ে ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা।

ঘ "বহিপীর যদি হিরু চৌধুরীর মানসিকতা ধারণ করতো তাহলে তাহেরাকে এত বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর চরিত্রটি একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বহিপীর চরিত্রের মধ্যে নারীর প্রতি বিশেষ দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি বহিপীরের মধ্যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। একজন পুরুষ মানুষ বিয়ে করবে এটা স্বাভাবিক বিষয়। তবে অসম বিয়ে এটা কেউ প্রত্যাশা করে না। কিন্তু বহিপীর তার নাতনির বয়সি তাহেরাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করে। যা সত্যিই একটি অমানবিক বিষয়।

উদ্দীপকের হিরু চৌধুরী অত্যন্ত বিবেকবান একজন মানুষ। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় ১২ বছর একাকী জীবনযাপন করেছেন। পরে তার প্রতিবেশীরা একই গ্রামের এক কিশোরীর সাথে তার বিয়ের বিষয়ে কথা বলেন। তখন হিরু চৌধুরী বলেন আমি এত অল্প বয়সের কোনো মেয়েকে বিয়ে করব না। বরং আমার সমবয়সি কোনো বিধবা মেয়েকে বিয়ে করব। এতে একজন অসহায় মহিলার ভরণপোষণের ব্যবস্থা হবে। এমনকি তার নিঃসঙ্গতাও দূরীভূত হবে। কাজেই হিরু চৌধুরী অত্যন্ত বিবেকবান ও রুচিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন একজন উদার মনের মানুষ।

পরিশেষে বলা যায়, বহিপীর বয়সের কথা চিন্তা না করে তার নাতনির বয়সের মেয়ে তাহেরাকে বিয়ে করতে চায়। তাই তাহেরা বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাহেরাকে জমিদারের বজরায় আশ্রয় নিতে হয়। এতসব বিড়ম্বনার মূল নায়ক বহিপীর। বহিপীর যদি হিরু চৌধুরীর মতো বয়স্ক কোনো মেয়েকে বিয়ে করত তবে তাহেরার জীবনটা এমন হতো না। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : সত্যিই যদি বহিপীর হিরু চৌধুরীর মতো হতো তবে কখনই তাহেরাকে এত বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না।

মডেল টেস্ট- ০৭

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	গ	৭	ক	৮	ক	৯	ক	১০	ঘ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ	২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ক

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুভা দিনে তিনবার গোয়ালঘরে যেত।

খ 'প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়'– উক্তিটি দ্বারা সুভার বাক্‌হীন হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে বোঝানো হয়েছে।

সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। কেউ সুভার সাথে মেশে না, কথাও বলে না। এজন্য সুভা প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আর প্রকৃতিই যেন সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়। প্রকৃতি যেন সুভার আপন হয়ে কথা বলে। নদীর কলধ্বনি, প্রকৃতির কোলাহল, পাখির ডাক, মাঝির গান, তরুর মর্মর ধ্বনি প্রভৃতি অনুসঙ্গ সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়। সুভা কথা বলতে না পারলেও প্রকৃতির হাজারও শব্দ বাক্‌হীন সুভার হৃদয়কে আন্দোলিত করে। সুভার অস্থির হৃদয় প্রকৃতির কাছে এসে আনন্দ অনুভব করে। তার অব্যক্ত কথাগুলো প্রকৃতিই প্রকাশ করে। প্রকৃতি তার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়।

উত্তরের মূলকথা : প্রকৃতির নানা উপকরণ বাক্‌হীন সুভার হৃদয়কে আন্দোলিত করে ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়।

গ উদ্দীপকের শাহানের বাবা ও 'সুভা' গল্পের সুভার বাবার মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো নিষ্ঠুর আচরণ।

'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী এক কিশোরী। সে কারো সাথে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। কেউ তার খেলার সাথি হতে চায় না। এজন্য সুভা নিজেকে আড়াল করে রাখত। হঠাৎ সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ সুভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্ত নেন। সুভা বড়ো হয়েছে অথচ তার মতামত নেওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করেননি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুভাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান গোপনে বিবাহ দেওয়ার জন্য। এতে সুভার সরল মন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বাণীকণ্ঠ এক্ষেত্রে সুভার প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছেন।

উদ্দীপকে শাহান নামের এক প্রতিবন্ধীর করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পোলিও আক্রান্ত হয়ে শাহানের একটি পা বাঁকা হয়ে যায়। এতে হাঁটতে তার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। পায়ে ব্যথার কারণে সে সময়মতো স্কুলে যেতে পারে না। কখনো কখনো রাস্তায় বসে পড়ে পায়ের ব্যথার জন্য। স্কুলের প্রকাণ্ড মাঠে সে কখনো উদাস ভঙ্গিতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার দুঃখ-কষ্ট বোঝার কেউ নেই। শাহান তার পায়ের সমস্যার কথা তার বাবার কাছে খুলে বলে। তার শ্রমজীবী বাবা তাকে বলে স্কুলে না যাওয়ার জন্যই তোর এসব অজুহাত। এতে শাহান কান্নায় ভেঙে পড়ে। কারণ তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে। তাই শাহানের বাবা ও সুভার বাবার মধ্যে সাদৃশ্যগত দিক হলো নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শাহানের বাবা ও 'সুভা' গল্পের সুভার বাবার মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো নিষ্ঠুর আচরণ।

ঘ "উদ্দীপকের শাহান যেন 'সুভা' গল্পের সুভার মতোই সামাজিক অবস্থার স্বীকার"– মন্তব্যটি যথার্থ।

সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী। বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে কেউ তার সাথে মিশত না। অসহায় সুভা মনের ভাব প্রকাশ করত অবলা প্রাণীদের সাথে। সুভার মা সুভাকে তার গর্ভের কলঙ্ক মনে করত। সুভাকে অপয়া, অলক্ষ্মী হিসেবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। এতে সুভা অত্যন্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। নিজেকে সে অন্যদের চেয়ে আড়াল করে রাখে। নির্বাক প্রকৃতির মাঝে সে মুক্তির আনন্দ খুঁজতে থাকে। কখনো আনমনে বসে থাকে নদীর পাড়ে। কখনো বা কল্পনার আশ্রয়ের জগতে সামান্য প্রশান্তি খুঁজে ফিরে। কিন্তু মানসিক প্রশান্তি সে কোথাও পায় না।

উদ্দীপকের শাহান পোলিও আক্রান্ত হওয়ায় তার বাম পা বাঁকা হয়ে যায়। হাঁটতে তার খুব কষ্ট হয়। এজন্য সময়মতো স্কুলে পৌঁছতে পারে না। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ায় রাস্তায় বেশ কয়েকবার তাকে বসতে হয়। আর বেশি দেরি হয়ে গেলে প্রায়ই সে স্কুলে যায় না। স্কুলের পাশের প্রকাণ্ড মাঠের কোণে বসে সারাক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনের মধ্যে জমে থাকা দুঃখভরা কথাগুলো তার বাবার কাছে ব্যক্ত করে। তার শ্রমজীবী বাবা সব কথা শুনে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে বলেন– স্কুলে না যাওয়ার জন্য এসব তোর অজুহাত। এতে শাহান আরও মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। মনের কষ্ট ধরে রাখতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের শাহান যেন 'সুভা' গল্পের সুভার মতোই সামাজিক অবস্থার স্বীকার। কারণ দুজনেই সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো দুঃখজনক বিষয় হলো অতি আপনজনের কাছেই তারা লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। শাহানের শ্রমজীবী বাবা শাহানের দুঃখ-কষ্টকে বোঝার চেষ্টা করেনি। বরং স্কুল কামাই দেওয়ার অজুহাত বলে নিজের সন্তানকে অবজ্ঞা করেছেন। অপরদিকে 'সুভা' গল্পের সুভাও তার মায়ের কাছে অপয়া, অলক্ষ্মী, গর্ভের কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শাহান 'সুভা' গল্পের সুভার মতোই সামাজিক অবস্থার স্বীকার হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো সাহিত্যচর্চা।

খ মনের হাসপাতাল বলতে লাইব্রেরিকে বোঝায়।

'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখকের মতে, স্কুল-কলেজ বর্তমানে আমাদের যে ক্ষতি করেছে, তার প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। কেননা হাসপাতাল যেমন আমাদের দেহের অসুখ সারায়, লাইব্রেরির বই তেমনি আমাদের মনের ক্ষুধা মিটিয়ে মনকে সুস্থ-সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে। তাই লাইব্রেরি হাসপাতালের চেয়ে কম উপকারী নয়। আর আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

উত্তরের মূলকথা : মনের হাসপাতাল বলতে লাইব্রেরিকে বোঝায়।

গ উদ্দীপকের মূলভাব 'বই পড়া' প্রবন্ধে উল্লিখিত সাহিত্যচর্চার গুরুত্বের দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন। এ ধরনের ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর অভিরুচিকে অগ্রাহ্য করে তাকে নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়তে বাধ্য করা হয়। ফলে শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহই বিনষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের রুচিমাফিক আনন্দময় শিক্ষাপদ্ধতিই পারে তাদের যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে।

উদ্দীপকের যোবায়েরের বই পড়ার প্রতি প্রবল ঝোঁক। তাই পাঠ্য বইয়ের বাইরেও সে বিভিন্ন রকমের বই পড়ে। আর তার বাবাও তাকে বই পড়তে ও বই কিনতে উৎসাহিত করেন। বস্তুত, সাহিত্যচর্চার সুফল সম্পর্কে ওয়াকিবহল বলেই তিনি এমনটি করেন। আলোচ্য 'বই পড়া' প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চাকে দেখেছেন সুশিক্ষিত হওয়ার উপায় হিসেবে। তাঁর মতে, যেহেতু আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে অর্জিত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়, সেহেতু লাইব্রেরিতে গিয়ে ব্যক্তি তার সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী বই পড়ে সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। উদ্দীপকের মূলভাবে ফুটে ওঠা সাহিত্যচর্চার প্রতি যোবায়ের ও তার বাবার আগ্রহ আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিকের এই ভাবনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের যোবায়ের ও তার বাবা সাহিত্যচর্চার প্রতি আগ্রহী, যেমনটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক প্রত্যাশা করেছেন। এ দিক থেকে উদ্দীপকের মূলভাব আলোচ্য প্রবন্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের অংশবিশেষ বর্ণনা মাত্র।"– উক্তিটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'বই পড়া' প্রবন্ধে সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে, যথার্থ শিক্ষিত হওয়ার জন্য সাহিত্যচর্চার কোনো বিকল্প নেই। কেননা, সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই মেধা ও মননশীলতার বিকাশ সম্ভব। তাছাড়া মনের পরিতৃপ্তির জন্যও সাহিত্যচর্চা তথা বই পড়া আবশ্যক। আর বই পড়ার জন্য প্রয়োজন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত, লাইব্রেরি হলো মানুষের মনের হাসপাতাল।

উদ্দীপকের যোবায়ের বই পড়তে ভালোবাসে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে বিবিধ বই পড়ার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। এজন্য তার বাবা তাকে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে ভর্তি করে দেন। এতে করে তার সাহিত্যচর্চার পথ সুগম হয়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে সে নিজের মেধাকে আরও শানিত করতে সক্ষম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন সে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাইব্রেরির সদস্য হয়।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, স্বেচ্ছায় বই পড়ার প্রতি আমাদের অনীহা এবং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্পর্কে সন্দেহ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। উদ্দীপকে এসব বিষয়ের উল্লেখ নেই। সেখানে কেবল যোবায়েরের বই পড়ার প্রতি আগ্রহের বিষয়টি ফুটে ওঠেছে, অন্যান্য বিষয় নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব নয়; বরং অংশ বিশেষকে ধারণ করেছে। এ বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : 'উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বই পড়া' প্রবন্ধের অংশবিশেষ বর্ণনা মাত্র।'

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কবিরাজরা নিমগাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।

খ কবির প্রশংসা নিমগাছের ভালো লাগে বলে সে তার সঙ্গে চলে যেতে চায়।

বাড়ির পাশে বেড়ে ওঠা নিমগাছটির কেউ যত্ন নেয় না। সে অযত্ন ও অবহেলায় বেড়ে ওঠে। অথচ মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে সে হাঁপিয়ে ওঠে। কেউ তার বাকল তুলে নেয়, কেউ পাতা ছিঁড়ে নেয়। আবার ডাল ভেঙে নিয়ে চিবোয় কেউ কেউ। কিন্তু একদিন নতুন একজন লোক আসে। লোকটি কবি। নিমগাছের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয় এবং প্রশংসা করে। নিমগাছের লোকটিকে ভালো লেগে যায়। তাই সে কবির সঙ্গে দূরে কোথাও চলে যেতে চায়।

উত্তরের মূলকথা : নতুন লোকটির নিঃস্বার্থ প্রশংশায় মুগ্ধ হয়ে নিমগাছ তার সাথে চলে যেতে চাইল।

গ উদ্দীপকের ফুফুর পরিবারের লোকজন 'নিমগাছ' গল্পের বর্ণিত স্বার্থপর পুরুষ স্বভাবের মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করে।

'নিমগাছ' গল্পে প্রতীকের মাধ্যমে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নিমগাছ ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে। মানুষ নানা প্রয়োজনে নিমগাছের প্রতিটি অংশ ব্যবহার করলেও গাছটির সামান্যতম যত্ন করে না। এ গল্পে নিমগাছের নানাবিধ গুণের পাশাপাশি এর সৌন্দর্যের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। মূলত নিমগাছকে প্রতীকী আড়ালে বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বাড়ির বউকে দিয়ে সকলে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিলেও তার ভালো-মন্দের খবর কেউ রাখে না।

উদ্দীপকের বাক্‌প্রতিবন্ধী মিতু বাবা-মাকে হারিয়ে ফুফুর বাসায় আশ্রয় পেয়েছে কাজের বিনিময়ে। সে সারাদিন সকলের প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু তার খবর কেউ নেয় না। সে কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে চায় কিন্তু তার বৃদ্ধ ফুফুর মায়ায় যেতে পারে না।

যেমনটি আমরা লক্ষ করি 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউয়ের ওপর তার পরিবারের লোকজনের আচরণে। দিনরাত সকলের প্রয়োজন মেটালেও তার দিকে কোনো মনোযোগ থাকে না। অর্থাৎ আলোচ্য গল্পের লক্ষ্মী বউ যেমন পরিবারের সকলের কাছে অবহেলিত, তেমনি উদ্দীপকের মিতুও তার ফুফুর বাসার লোকজনের কাছে অবহেলার পাত্র। আর স্বার্থপর মানসিকতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের মিতুর ফুফুর বাড়ির লোকজন নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউয়ের পরিবারের লোকদের প্রতিনিধি হয়ে উঠছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের অসহায় প্রতিবন্ধী মিতু যে পরিবারে আশ্রয় নিয়েছে তারা স্বার্থপর ব্যক্তি চরিত্রের অধিকারী।

ঘ 'নিমগাছ' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য নারীর প্রতি পারিবারিক অবমূল্যায়ন এবং নারীর সংসারের মায়াজালে আবন্ধ হয়ে পড়ার দিকটি, যা উদ্দীপকের মিতুর জীবনযাপন রীতির মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'নিমগাছ' গল্পে নিমগাছের প্রতীকের আশ্রয়ে পরিবারের একজন গৃহবধূর জীবনবাস্তবতার নানা দিক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে পরিবারের সঙ্গে গৃহকর্ম-নিপুণা বধূর গভীর সম্পর্কে আবন্ধ হওয়ার বিষয়টিও। বিয়ের পর নতুন পরিবেশে এসে একজন বধূ পরিবারের সকলের সাথে সম্পর্কের জালে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে সেই পরিবারে তার গুরুত্ব কমে গেলেও সে পরিবারের মায়ার বন্ধন ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না।

উদ্দীপকে মিতু তার বাবা-মাকে হারিয়ে তার ফুফুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানে তার সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। এতে মিতুর বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সে সবকিছুর সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায় কিন্তু পরক্ষণে বৃদ্ধ ফুফুর মায়ায় এখানেই থেকে যায় । তার এই বন্ধন 'নিমগাছ' গল্পের গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউয়ের পরিবারের সাথে বন্ধনের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।

'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটার অনেক প্রত্যাশা ও দায়িত্ব নিয়ে নতুন একটি পরিবারে আসে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে সংসারের মধ্যে নিজেকে আবন্ধ করে রাখে। সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করে। এভাবে ধীরে ধীরে পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। তখন কোনো বিষয় তার খারাপ লাগলেও পরিবারের মায়ায় সে তা সহ্য করে। পরিবারে তার শেকড় অনেক গভীরে চলে যায়। শেকড়ের সেই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন চাইলেও খণ্ডন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বধূটির পরিবারের সাথে এমন দৃঢ় বন্ধন 'নিমগাছ' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য, যা উদ্দীপকের মিতুর ফুফুর পরিবারের সঙ্গে বন্ধনের প্রতিরূপ। শত কষ্টকর কাজও তাকে এ পরিবার থেকে দূরে যেতে দেয় না। স্নেহের টানে সে এখানকার কষ্টকর পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। আর এদিক দিয়ে উদ্দীপকের মিতুই 'নিমগাছ' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : কষ্টকর কাজের মধ্য দিয়েও পরিবারের সাথে নিজের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা নিজের শিকড়কে ছিন্ন না করা এসব বিষয় 'নিমগাছ' গল্পের প্রতিপাদ্য আর এ সকল বিষয় উদ্দীপকের মিতুর মধ্যেও সমানভাবে ফুটে উঠেছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'শভিনিস্টিক' শব্দের অর্থ-আত্মগৌরব মতবাদী।

খ প্রাবন্ধিক কৃষিসমাজের সঙ্গে বাংলা নববর্ষের নিবিড় সম্পর্কের উন্মোচন করতে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

এদেশের প্রাচীন কৃষিসমাজের সাথে বাংলা নববর্ষ বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিল। তখনকার দিনে নববর্ষকে কেন্দ্র করে কৃষি পরিবারে নানা রকম মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল নতুন বছরের আগমনের মধ্যদিয়ে সকল অমঙ্গালের অবসান হবে এবং সূচনা হবে নতুন দিনের। ধারণা করা হয় কৃষিভিত্তিক সমাজে খাজনা আদায়কে কেন্দ্র করে সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেছিলেন। নববর্ষের সঙ্গে প্রাচীন কৃষিসমাজের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরতেই প্রাবন্ধিক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : নববর্ষ উৎসব শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষিসমাজের সাথে যোগসূত্র বজায় রেখে এ অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছিল।

গ উদ্দীপকটি 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে প্রকাশিত বাঙালি জাতির প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব বাংলা নববর্ষের নানা দিক নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি এদেশের অন্যতম জাতীয় উৎসবও বটে। বাঙালি সংস্কৃতির অনন্য অনুষ্ঠান হলো পয়লা বৈশাখ। প্রতিবছর পয়লা বৈশাখ আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষ উৎসব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে নববর্ষকে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে অভিহিত করে এর সূচনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাঙালির জাতীয় জীবনে বাংলা নববর্ষের সুদূরপ্রসারী প্রভাব কী তা তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে আলোচ্য পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় হলো বাংলা নববর্ষ। প্রাবন্ধিক এখানে পয়লা বৈশাখের ইতিহাস, ঐতিহ্যসহ জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে উঠে আসা সকল বিষয় উদ্দীপকের বক্তব্যে সমান্তরাল। সে বিবেচনায়, বাঙালি জাতির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ প্রসঙ্গে উদ্দীপকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ উদ্দীপকে যথাযথ প্রাসঙ্গিকতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লেখিত বাঙালির জাতীয়তা নববর্ষের সক্রিয় প্রেরণা 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাঙালির জাতীয় জীবনে নববর্ষের অবিনাশী প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি শুধু বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবই নয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে এর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে পয়লা বৈশাখের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। উদ্দীপকটির বক্তা এখানে বাংলা নববর্ষ প্রচলনের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি নববর্ষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সংহতির ক্ষেত্রে এ উৎসবের অনন্য সাধারণ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন তিনি। আলোচ্য প্রবন্ধে এদিকটির ইঙ্গিত মেলে।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের নানান দিক নিয়ে বর্ণনা করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি নববর্ষকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে এর গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে পাকিস্তানি আমলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর যে আঘাত হেনেছিল সেসময় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে বাঙালি এর সমুচিত জবাব দেয়। শুধু তাই নয়, সেসময় শোষক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে পয়লা বৈশাখ ভূমিকা পালন করেছে। আলোচ্য উদ্দীপকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : জাতীয়তাবাদ বিকাশে নববর্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকেও সে বিষয়টি সমানভাবে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি নববর্ষের সক্রিয় প্রেরণার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি হলো 'মেঘনাদ-বধ কাব্য'।

খ কবির সংশসুলভ এ ধরনের কথা বলার কারণ তাঁর স্বদেশের সান্নিধ্য লাভের অনিশ্চয়তা।

কবি তাঁর মাতৃভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। আর তাই প্রবাসে থেকেও তিনি মাতৃভূমির প্রিয় নদ কপোতাক্ষের কথা ভেবে বিভোর হন। কপোতাক্ষের মধুর স্মৃতি তাঁর মনে সদা জাগরূক। সংগত কারণেই দীর্ঘ প্রবাস জীবনে প্রিয় নদের সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতা থেকে তাঁর মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, তিনি আর কপোতাক্ষের দেখা পাবেন কি না।

উত্তরের মূলকথা : কবির সংশয়ের কারণ তাঁর স্বদেশের সান্নিধ্য লাভের অনিশ্চয়তা।

গ উদ্দীপকের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যগত অনুভূতিটি হলো শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষকে কেন্দ্র করে কবির স্মৃতিকাতরতা প্রকাশিত হয়েছে। কবি কপোতাক্ষ তীরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে তার ছেলেবেলা কাটিয়েছেন। সংগত কারণেই এ নদের সাথে তাঁর এক ধরনের আত্মীক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আর তাই প্রবাসে অবস্থান করলেও প্রিয় এ নদের কথা তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারেননি।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি তাঁর শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। কবির শৈশব কেটেছে পল্লিগ্রামে। সংগত কারণেই সেসময় প্রকৃতিঘনিষ্ট জীবন ছিল তার। আর তাই আজ বহুদিন পরও সেই প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনযাপন এবং পল্লিগ্রামের নানা উৎসবের কথা মনে পড়ছে তাঁর। একইভাবে, 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও কবি তাঁর শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষের কথা স্মরণ করেছেন। বস্তুত, শৈশবের প্রিয় এ নদের সাথে কবি আত্মীক বন্ধনে আবদ্ধ। তাই প্রবাসের চাকচিক্য ক্ষণিকের জন্যও এ নদের কথা তাঁর মন থেকে মুছে দিতে পারেনি। আলোচ্য কবিতায় কপোতাক্ষকে ঘিরে প্রকাশিত এই স্মৃতিকাতরতার অনুভূতিই উদ্দীপকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সাথে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার সাদৃশ্যগত অনুভূতিটি হলো শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত স্মৃতিকাতরতার অনুভূতির অন্তরালে মাতৃভূমির প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে, যা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবিরও মাঝেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কপোতাক্ষ নদকে ঘিরে স্মৃতিকাতরতার অন্তরালে মাতৃভূমির প্রতি কবির অপার ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত, শৈশবের প্রিয় এ নদকে ঘিরেই তিনি মাতৃভূমির প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবিতার পুরোভাগ জুড়ে এ বিষয়টিই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামীণ প্রকৃতির কথা স্মরণ করেছেন। যদিও পল্লিপ্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন তিনি, তবুও জীবন-জীবিকার তাগিদে আজ সেখান থেকে তিনি বহু দূরে। তবে দূরে থেকেও প্রিয় মাতৃভূমি ও সেখানকার প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনের কথা তিনি ভুলতে পারেননি। আর তাই বহুদিন পরও সেসব কথা মনে করে তিনি আবেগাপ্লুত হন। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা কবির এই স্মৃতিকাতরতার দিকটি আলোচ্য কবিতায়ও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কপোতাক্ষ নদ কবির মনে যে গভীর রেখাপাত করেছে তা এককথায় অনবদ্য। এ নদের স্নেহসুধা পান করে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তাই প্রবাস জীবনে দেখা আর কোনো নদই তার সেই স্নেহতৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। এ কারণে প্রিয় কপোতাক্ষের দেখা পাওয়ার জন্য তিনি এতটা ব্যাকুল। একইভাবে, উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিও শৈশবস্মৃতির উল্লেখ করে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। কবিদ্বয়ের এই ব্যাকুলতা মূলত তাঁদের মাতৃভূমিপ্রীতিরই নামান্তর। কেননা, মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন বলেই সেখানকার প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের কথা ভেবে তাঁরা আকুল হয়েছেন। এ দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে প্রতিফলিত স্মৃতিকাতরতার অনুভূতির অন্তরালে মাতৃভূমির প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে, যা 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবির মাঝেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজ-নারায়ণ।

খ মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব, তাই মানুষ মহান এবং মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই।

মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে। মানুষ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। চণ্ডীদাস বলেছেন, 'শোনো হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' মানুষের সেবা করার অর্থই হচ্ছে স্রষ্টার সেবা করা। মানুষ তার পবিত্র হৃদয়ে স্রষ্টার উপলব্ধি করেন, তাই মানুষের চেয়ে বড়ো ও মহান কিছুই নেই।

উত্তরের মূলকথা : মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাই মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই।

গ উদ্দীপকের চান্দু মিয়ার সাথে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের ধর্মের আবরণে স্বার্থপরতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

'মানুষ' কবিতায় ধর্মের লেবাসধারী স্বার্থপর শ্রেণির মানুষের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মূলত ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে চায়। এরা হলো মোল্লা ও পুরোহিত। তাদের কাছে ক্ষুধার্ত মানুষ খাবারের জন্য গেলে তারা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। কারণ তারা ধার্মিক নয়। তারা চরম ধোকাবাজ প্রকৃতির লোক। সমাজের অসহায় মানুষের পাশে তারা দাঁড়ায় না। নিরন্ন মানুষের মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দেয় না। তারা কেবল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেই সদা মশগুল থাকে। এসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে 'মানুষ' কবিতায়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে, চান্দু মিয়ার ঘরে ঈদ এসেছে। ঈদের খুশিতে তার পরিবারে রঙিন পোশাক আর মজাদার খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ তার পাশেই রয়েছে রহিমুদ্দির মা। সে পেটের ক্ষুধায় কান্নাকাটি করলেও তাকে কোনো খাবার দেয়নি। চান্দু মিয়া অত্যন্ত অমানবিক কাজ করেছে। 'মানুষ' কবিতায় মোল্লা-পুরোহিত শ্রেণির লোকেরাও কোনো অসহায় ক্ষুধার্তকে খাবার দেন না। কাজেই মোল্লা-পুরোহিত ও চান্দু মিয়া মূলত একই শ্রেণির সুবিধাবাদী লোক। তাদের চরিত্রে ধার্মিকতার কোনো গুণ নেই। কারণ তারা স্বার্থপর লোক। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের চান্দু মিয়ার সাথে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের স্বার্থপরতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের চান্দু মিয়ার সাথে 'মানুষ' কবিতার মোল্লা-পুরোহিত চরিত্রের ধর্মের আবরণে স্বার্থপরতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ "উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ 'মানুষ' কবিতায় বর্ণিত কবি চেতনারই প্রতিচ্ছবি।" –মন্তব্যটি যথার্থ।

'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু এ পৃথিবীতে নেই। মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্মের নিয়ম-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। মানুষ বিপদের দিনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে এটাই মানবতার ধর্ম। একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করার মাধ্যমেই ধর্মের পূর্ণতা আসে। কারণ মানুষ মানুষের জন্য আর জীবন জীবনের জন্য। মূলত এটিই পৃথিবীর সকল ধর্মের মূলকথা।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র এককথায় সবকিছুর উর্ধ্বে মানুষের মর্যাদা। মানুষই সবচেয়ে বড়ো। মানুষের চেয়ে মহীয়ান আর কিছুই নেই। কারণ মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের মধ্যে মানবতা রয়েছে। মানুষের বিবেকবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায় থেকে রক্ষা করে। মানুষের বিবেকের চেয়ে বড়ো আদালত আর কিছু নেই। কারণ বিবেকের তাড়নায় মানুষ মনুষ্যত্ববোধে উজ্জীবিত হয়। এজন্যই উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে মানুষের বন্দনা গাওয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে। কারণ 'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষের গুণকীর্তন করেছেন। মানুষই সবকিছুর উর্ধ্বে। পৃথিবীর যত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ তা কেবল মানুষের কল্যাণের জন্য। জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র সবকিছুই মানুষের জন্য। যদি মানুষের অস্তিত্ব না থাকে তবে এসব কিছুই অর্থহীন। 'মানুষ' কবিতায় কবি এ সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের মধ্যেও একই কথার প্রতিধ্বনি রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ 'মানুষ' কবিতায় বর্ণিত কবি চেতনারই প্রতিচ্ছবি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশ যেন 'মানুষ' কবিতার কবি চেতনারই প্রতিচ্ছবি মাত্র।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাহবাজপুরের জোয়ান কৃষক সগীর আলী।

খ অপরাহ্নের আলোর ঝিলিকে তীব্র তেজ থাকে না, তাই কবি একে দুর্বল আলোর ঝিলিক বলেছেন।

গভীর শোক পেলে মানুষের চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে। এই দাগ বা রেখা মানুষের মনোব্যথার পরিচয় বহন করে। জীবন সায়াহ্নে প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথায় তাই থুথুড়ে বুড়োর চোখের নিচে দাগ পড়েছে। যা অপরাহ্নের দুর্বল আলোতে ঝিলিক দেয়।

উত্তরের মূলকথা : অপরাহ্নের আলোর ঝিলিকে তীব্র তেজ থাকে না, তাই কবি একে দুর্বল আলো হিসেবে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার প্রতিফলিত দিকটি হলো স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বাঙালির চির প্রত্যাশিত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম ও জীবন বিসর্জন দেওয়ার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। হরিদাসীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। সাকিনা বিবির কপাল ভেঙেছে। এছাড়াও সগীর আলী, কেষ্টদাস, মতলব মিয়া ও রুস্তম শেখের মতো মানুষ মুক্তিযুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অর্থাৎ অসংখ্য নারী-পুরুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতার আগমন ঘটেছে। বাংলার মানুষের রক্তে রঞ্জিত হওয়ার পর বাংলার আকাশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছে। বাংলার মানুষের আত্মত্যাগ ও দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশের প্রথম দুই চরণে বলা হয়েছে যারা দেশকে ভালোবাসে তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তারা দেশকে ভালোবাসে বলেই যুদ্ধে যায়। আর যারা যুদ্ধে যায় তারা সবাই ফিরে আসে না। অনেকেই যুদ্ধে শহিদ হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ মানেই মানুষের মৃত্যু, রক্তাক্ত হওয়ার এক কালজয়ী ইতিহাস। আর এ ইতিহাস গড়েছে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। শত্রুদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। যা 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায়ও ফুটে উঠেছে। সুতরাং উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের প্রথম দুই চরণে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার প্রতিফলিত দিকটি হলো স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়া।

ঘ "উদ্দীপকে মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানরাই 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার তেজি তরুণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যায়। মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে অনেকেই প্রাণ-বিসর্জন দেয়। আবার দীর্ঘ সংগ্রামের পরে দেশ স্বাধীন হলে বিজয়ী বেশে বাংলার দামাল ছেলেরা মায়ের কাছে ফিরে আসে। মায়ের কাছে ফিরে

আসা সন্তানদের আলোচ্য কবিতার তেজি তরুণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বৃহৎ অংশ ছিল তরুণসম্প্রদায়। তারা ছিল দুঃসাহসী ও অকুতোভয় চরিত্রের অধিকারী। তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাই তাদের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্যই তারা আজ স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বলা হয়েছে, দেশকে যারা ভালোবাসে তারাই যুদ্ধে যায়। আর যুদ্ধে যাওয়া মানেই মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। কারণ যেকোনো মুহূর্তে শত্রুর আঘাতে মৃত্যু হতে পারে। তাই সবাই যুদ্ধে গেলেও সবাই বাড়ি ফিরে আসতে পারে না। মায়ের কোলে ফিরে আসা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে বিজয়ী বেশে যারা মায়ের কাছে ফিরে আসে তারা অবশ্যই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী। মায়ের কাছে ফিরে আসা দুরন্ত সন্তানরাই মূলত 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার তেজি তরুণ।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশে মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানরাই আলোচ্য কবিতার তেজি তরুণ। তেজি তরুণরাই বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের অসামান্য অবদানেই আজ বাংলার আকাশে স্বাধীনতার লাল সবুজের পতাকা পতপত করে উড়ছে। সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও তরুণ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশি ছিল। তরুণরা অত্যন্ত দুঃসাহসী ও দুর্বার। তারা সকল বাঁধা-বিপত্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করে বাংলার মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করে। তাই আমরা বলতে পারি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে মায়ের কাছে ফিরে আসা সন্তানরাই 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার তেজি তরুণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানি সেনারা পাখির মতো মানুষ মারে।

খ পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে গিয়ে আহাদ মুন্সী ও তার সাঙ্গাপাঙ্গাদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার পর বুধার এমন অনুভূতি হয়।

বুধা মিলিটারি ক্যাম্প পরিদর্শন করতে যায় এক মহা পরিকল্পনা নিয়ে। সেখানে গিয়ে সবকিছু অবলোকন করার পর আহাদ মুন্সী ও তার সাঙ্গাপাঙ্গাদের দ্বারা বুধা নির্যাতিত হয়। ভেতরে ভেতরে সে আরো প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়, অপমানের প্রতিশোধস্পৃহা তার মধ্যে আরও দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। ভয়ডরহীন প্রাণ এক। তাইতো মিলিটারিদের 'ভাগ হিঁয়াসে' শুনেও সে শান্তভাবে পায়ে হেঁটে মাঠ পার হয়। এটাও তার পরিকল্পনার অংশ ছিল। একপর্যায়ে শারীরিক কষ্ট পেরিয়ে অন্যরকম এক অনুভূতির জন্ম হয় বুধার মধ্যে যেনো ভেতরে সুখের পুঁটিমাছ রূপালি ঝিলিক তুলে সাঁতরায়।"

উত্তরের মূলকথা : পরিকল্পনা মতো ক্যাম্প পরিদর্শন ও মিলিটারিদের মন জয় করে ফিরে আসার বিষয়টি বুধার ভিতর অন্যরকম অনুভূতির জন্ম দেয়।

গ উদ্দীপকে জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিগণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সালাম চাচা, রবিদা, মফিজ, শফি, মতি, আজাহার ভাই, মদন কাকু ও শরিফ চাচাসহ আরো অনেকের প্রতিনিধিত্ব করে। এঁরা সকলেই একাত্তরের বীর শহিদ।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণ প্রাণপণে লড়াই করে এদেশ স্বাধীন করে। আর এ প্রাণপণ যুদ্ধে বাঙালিরা কোনাভাবেই পিছপা হয়নি। মায়ের সম্মান রাখতে বুক চিতিয়ে লড়াই করে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে শত্রু দমন করেছে। পাকিস্তানিদের বর্বরতার সমুচিত জবাব দিতে কোনো দ্বিধা করেনি বাংলার দামাল ছেলেরা। আর তাঁদের স্মরণে দেশের নানাপ্রান্তে তৈরি হয়েছে নানা সৌধ। বিশেষ দিনে বা বিভিন্ন জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দেশের আপামর জনসাধারণ।

উদ্দীপকের মৃন্ময়কে দেখি ১৬ই ডিসেম্বর বাবার সাথে অপরাজেয়-৭১-এ ফুল দিতে। নানা কৌতূহল নিয়ে বাবাকে প্রশ্ন করলে সে আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ ও শহিদদের প্রসঙ্গে জানতে পারে। অপরাজেয়-৭১ সৌধের মাধ্যমে এরূপ প্রজন্ম আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারে। মূলত মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বা জীবন উৎসর্গকারীর পরিচয় উদ্দীপক ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিগণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের শহিদ সালাম চাচা, আর রবিনদাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ "উদ্দীপকের 'অপরাজেয় ৭১' এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস উভয়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল"– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই মনে করি।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘ সময় শাসন-শোষণের বলয় থেকে এত দ্রুত স্বাধীনতা লাভের নজির আর পৃথিবীতে নেই। এখানে বীর বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে যার অবস্থান থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। বাংলার দামাল ছেলেরা নানাভাবে পাকিস্তানি বাহিনীকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। তবে আগে থেকেই বাঙালির সূর্যসন্তানদের হত্যার নীলনকশা শুরু করে পাকিস্তানিরা। বিশেষ করে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর বাঙালি জাগরণকে পাকিস্তানি বাহিনী ভয় পেতে শুরু করে। তাইতো তারা ২৫শে মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বর হামলা চালায়। শুরু হয়ে যায় মুক্তির সংগ্রাম। জীবনের পরোয়া না করে বীর বাঙালি ৩০ লক্ষ শহিদের তাজা রক্ত ও দুলক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিজয় ছিনিয়ে আনে। আর এ বীরদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্মিত হয় নানা সৌধ। তেমনই একটি হচ্ছে অপরাজেয়-৭১।

উপন্যাসে আমরা মুক্তিসংগ্রামের নানা প্রতিকূলতা, যুদ্ধকৌশল ও পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতাকে উপেক্ষা করে বাঙালির বুক চিতিয়ে লড়াই করা দেখেছি। অবশেষে বিজয়ের জয়গানও ধ্বনিত হয়েছে। তবে উদ্দীপকের মতো শহিদদের আত্মত্যাগকে স্বীকৃতির প্রসঙ্গ আসেনি। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্দীপকের 'অপরাজেয়-৭১' এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাস উভয়ই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল।

উত্তরের মূলকথা : স্মৃতির মিনার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা বাংলায়, আমরা তাই সেসবের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই তেজোদীপ্ত হয়ে উঠি।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুধার দৃষ্টিতে লোহার টুপি পরা মানুষেরা মানুষের মগজ খায়।

খ বুধার চাচি একজন সহজ-সরল ও স্নেহশীল মহিলা ছিলেন।

বুধার চাচি গ্রামের একজন সাধারণ গৃহবধূ। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সে-ই বুধাকে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু অভাবের সংসারে নিজের আট সন্তানের অন্ন সংস্থানের কথা ভেবে তিনি বুধাকে কাজ করে খেতে বলেন। নিজের এই অসামর্থ্যের জন্য বুধাকে নিজের ব্যবস্থা করতে বলে নীরবে কেঁদেছিলেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে তার সহজ-সরল ও স্নেহশীল মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পায়।

উত্তরের মূলকথা : বুধার চাচি অকপট স্বভাবের স্নেহশীল মহিলা ছিলেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে চিত্রিত হানাদার বাহিনীর অন্যায় অত্যাচারের দিকটির ইঙ্গিত বহন করে।

'কাকতাড়ুয়া' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোরপাঠ্য উপন্যাস। এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধকালীন গ্রামবাংলার চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেসময় পাকিস্তানি হানাদারদের হত্যা-নির্যাতনের ভয়ে এদেশের মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। উপন্যাসটিতে এমন অবরুদ্ধ পরিস্থিতির চালচিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে কমলাদিঘি নামক এক গ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। গ্রামটিতে আনন্দমুখর পরিবেশ বজায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মুখোশধারী কিছু মানুষের বুট আর বন্দুকের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসী। তাদের অতর্কিত আক্রমণে লন্ডভন্ড হয়ে যায় সবকিছু। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা হানাদারদের পৈশাচিক আক্রমণের দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে উঠে এসেছে। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী বুধাদের গ্রামের বাজার পুড়িয়ে দেয়, হত্যা করে অনেক মানুষকে। প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করে অসংখ্য মানুষ। অর্থাৎ আলোচ্য উপন্যাস এবং উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত বিষয় 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের দিকটির ইঙ্গিত বহন করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে হানাদার বাহিনীর অন্যায় অত্যাচারের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ "উদ্দীপকের আজাদের প্রতিবাদী চেতনা 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধারই প্রতিধ্বনি।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা। সে অনাথ। তার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড দ্বারা সে গ্রামবাসীর প্রিয় হয়ে উঠেছে। আর তাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রামের কিছু লোক মারা যাওয়ায় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে সে। ভিনদেশি শত্রুদের গ্রামছাড়া করার জন্য সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

উদ্দীপকে আজাদ নামের এক প্রতিবাদী যুবকের সাহসিকতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাদের গ্রামে হঠাৎ করে হানাদার বাহিনী আক্রমণ চালায়। তারা তছনছ করে দেয় গ্রামের সবকিছু। তাদের কারণে নষ্ট হয়ে যায় সেখানকার আনন্দমুখর পরিবেশ। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ জীবন বাঁচাতে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালাতে শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে হানাদারদের দেশছাড়া করার শপথ নেয় আজাদ। আজাদের এই প্রতিবাদী মনোভাবের দিকটি আলোচ্য উপন্যাসেও সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা নামের গ্রামের এক অনাথ কিশোরের মাঝে পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যায়-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। বুধা কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামের সহজ-সরল ও নিরপরাধ মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাদের হত্যা-নির্যাতন দেখে সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। হানাদার বাহিনীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেয়। একইভাবে, উদ্দীপকের আজাদ একজন প্রতিবাদী যুবক। হানাদারদের আক্রমণে গ্রামের সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেলে তাদের দেশছাড়া করার প্রতিজ্ঞা করে। এভাবে আলোচ্য উপন্যাসের বুধা এবং উদ্দীপকের আজাদ উভয়েই প্রতিবাদী মনোভাবাপন্ন। সুতরাং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের আজাদ এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার প্রতিবাদী চেতনা অভিন্ন।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের মতে, তাহেরা পালিয়ে অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

খ পিরের সাথে যেতে ইচ্ছুক না হওয়ায় নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্যই তাহেরা এ কথাটি বলেছে।

'বহিপীর' নাটকের খোদেজা তাহেরাকে বহিপীরের সাথে যেতে বলে। কিন্তু তাহেরা কোনোভাবেই বহিপীরের সাথে যেতে ইচ্ছুক নয়। এজন্য সে বলে– আমি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু যাব না। আর এ কথাটিকে সে বিশ্বাস করানোর জন্যই বলেছে– আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না। অর্থাৎ তাহেরা তার মনের একান্ত ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে।

উত্তরের মূলকথা : পিরের সাথে যেতে ইচ্ছুক না হওয়ায় নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্যই তাহেরা এ কথাটি বলেছে।

গ স্বার্থপর মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের লিমার মামি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মায়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মা তাহেরাকে আপন ভাবতে পারেনি। এ কারণেই বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে সে তার বিয়ে দিতে চেয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রে সে তাহেরার ভবিষ্যতের কথাও ভাবেনি। আর তাই তাহেরাকে পিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পিরের আশির্বাদপুষ্ট হতে চেয়েছে সে।

উদ্দীপকের লিমা পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় মামা বাড়িতে থাকে। এ কারণে মামি তাকে বোঝা মনে করে এক অল্প বয়সেই এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। একইভাবে, 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মাও তাহেরাকে আপন করে নিতে পারেনি। এ কারণেই পূণ্য লাভের আশায় স্বার্থপরের মতো বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। এক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছারও মূল্যায়ন সে করেনি। অর্থাৎ উদ্দীপকের লিমার মামি এবং আলোচ্য নাটকের তাহেরার মা উভয়েই স্বার্থপর ও অনুদার স্বভাবের মানুষ। এ দিক থেকে লিমার মামি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মায়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের লিমার মামি লিমাকে বোঝা মনে করে এক বৃদ্ধের সঙ্গে জোর করে তার বিয়ে দেয়। একইভাবে,'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সৎ মাও তাহেরার ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পুণ্য লাভ করতে চেয়েছে। এদিক থেকে তাদের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের লিমা এবং 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একই সমাজ-বাস্তবতার শিকার হলেও পরিণতি হয়েছে ভিন্ন"– 'বহিপীর' নাটক এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

আগেকার দিনে নারীরা পুরুষের সব অত্যাচার, অবিচার ও অবমূল্যায়ন নীরবে সহ্য করলেও বর্তমানে পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। এখন নারীরা নিজেদের সম্মান করতে শিখেছে। সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করছে। এটি সমাজের উন্নতির পক্ষে ইতিবাচক দিক।

উদ্দীপকে লিমা নামের এক কিশোরীর কথা বলা হয়েছে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর এতিম লিমার আশ্রয় হয় মামার বাড়িতে। কিন্তু মামি তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই অল্পবয়েসি লিমাকে সে জোর করে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এ বিয়ে মেনে নিতে না পেরে লিমা পালিয়ে শহরে যায় এবং সেখানে চাকরি নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। আলোচ্য নাটকের তাহেরার বাস্তবতাও অনেকটা একরকম।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একটি প্রতিবাদী চরিত্র। তার বাবা জোর করে বহিপীরের সঙ্গে বিয়ে দিলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। একইভাবে, উদ্দীপকের লিমাও বৃদ্ধের সঙ্গে সংসার করাকে মেনে নিতে না পেরে পালিয়ে বাঁচে। তবে পালিয়ে গিয়ে লিমা চাকুরির মাধ্যমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুললেও তাহেরার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। বরং জমিদার পুত্র হাশেমই তার দায়িত্ব গ্রহণ করে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে তাকে রক্ষা করে। অর্থাৎ লিমা এবং তাহেরার জীবনের ঘটনক্রম অনেকটা একরকম হলেও তাদের পরিণতি হয়েছে ভিন্ন। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : ইচ্ছের বিরুদ্ধে বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়ের দিক থেকে লিমা এবং তাহেরার জীবনের ঘটনক্রম অনেকটা একরকম হলেও সর্বশেষ অবস্থা বিচারে তাদের পরিণতি হয়েছে ভিন্ন। এ বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তাহেরাকে ডেমরার ঘাট থেকে বজরায় তুলে নেওয়া হয়েছিল।

খ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সহযোগিতায় তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বহিপীর হাতেম আলির বজরায় তাহেরার উপস্থিতি টের পান। তাহেরাকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি না হওয়ায় তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু কনের অমতে বিয়ে করায় বহিপীরের বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা একটি প্রতিবাদী ও সচেতন চরিত্র। তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের মুরিদ। তারা কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তাই তারা তাহেরাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তাহেরা এ বিয়েতে রাজি নয় বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কারণ সে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়। সে পিরপ্রথাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। সে পিরের প্রতারণা সম্পর্কে অবগত। তাছাড়া বৃদ্ধপিরের সাথে তার অসম বিয়ে সে কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেনি। এজন্য উক্ত প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের পাপড়ি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। ষাট বছর বয়সি বৃদ্ধ গ্রামের ধনী গেরস্ত সকেট ব্যাপারী পাপড়িকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠায়। পাপড়ির বাবা-মা উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু পাপড়ি এ বিয়েতে প্রতিবাদ জানায়। সে স্কুলের বান্ধবী ও শিক্ষকের সহায়তায় বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকের পাপড়ি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মতোই প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের পাপড়ির মধ্যে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতিবাদী চেতনা ফুটে উঠেছে।

ঘ "সকেট ব্যাপারী ও বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক।"– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

'বহিপীর' নাটকের বহিপীর একটি ধূর্ত চরিত্র। সে খুবই চালাক প্রকৃতির লোক। অতি চালাকির কারণেই সে মানুষের সরল মনে ধোকা দিয়ে থাকে। তার ধোকায় পড়ে অনেকেই তাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। আর এ সুযোগেই বহিপীর তার সকল অপকর্ম চালায়। অনেক সময় ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েও তার মনোবাসনা পূরণ করতে চায়। সে তাহেরাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য সব ধরনের কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত সে এ ব্যর্থতাকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

উদ্দীপকের সকেট ব্যাপারী ষাট বছর বয়সি একজন বৃদ্ধ। সে বৃদ্ধ হলেও কিশোরী পাপড়ির দিকে কুদৃষ্টি দেয়। সে পাপড়িকে বিয়ে করার জন্য পাপড়ির বাবা-মার কাছে প্রস্তাব পাঠায়। পাপড়ির দরিদ্র বাবা-মা উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু পাপড়ি এ অসম বিয়েতে দ্বিমত পোষণ করে। সে প্রতিবাদ জানিয়ে এ বিয়ে বাতিল করতে সক্ষম হয়। আর এ কাজে তাকে তার বান্ধবী ও স্কুলের শিক্ষক সহযোগিতা করে। সকেট ব্যাপারী প্রভাবশালী লোক হলেও এক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে আসেনি।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের সকেট ব্যাপারী ও 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক। কারণ তারা অল্প বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আর তাদের এ ব্যর্থতাকে তারা মেনে নিয়েছে। তারা আর কোনো প্রভাব খাটায়নি। ফলে তাদের এ পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবেই মূল্যায়ন করা যায়। জোর করে কাউকে বিয়ে করা যায় না এ বিষয়টি তারা অনুধাবন করতে পেরেছে। তাদের এ কাজটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক কাজ। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সকেট ব্যাপারী ও বহিপীরের পরিবর্তিত রূপটি ইতিবাচক বলেই প্রতীয়মান হয়।

মডেল টেস্ট- ০৮

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	ঘ	৩	গ	৪	খ	৫	খ	৬	ক	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	গ	৩০	গ

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সকলের মহাযাত্রা আল্লাহর দিকে।

খ অনন্য মানবিক গুণাবলির জন্য হজরত মুহম্মদ (স.) মানুষের একজন হয়েও ছিলেন দুর্লভ।

হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল এবং নিরহংকার চরিত্রের অধিকারী। অত্যাচারীকে তিনি কখনো অভিশাপ দেননি। বংশগৌরব এক মুহূর্তের জন্যও তার মাঝে স্থান পায়নি। উদারতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সত্য সাধনায় তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল; অথচ করুণায় ছিলেন কুসুমকোমল। এককথায় বলা যায়, ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, সাহস, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক সৌন্দর্য এসব মানবিক দিকের সমাহার মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই তিনি মানুষের একজন হয়েও দুর্লভ।

উত্তরের মূলকথা : অনন্য মানবিক গুণাবলির জন্য হজরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন দুর্লভ।

গ উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে ফুটে ওঠা হজরত মুহম্মদ (স.)-এর দয়াশীলতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত মধুর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অসংখ্য অনুকরণীয় চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যে দয়াশীলতার গুণটি অন্যতম। কারণ, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। সারা জীবন তিনি অসহায় মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। দয়াশীল ও উদারচিত্তের অধিকারী হওয়ার কারণে তিনি কারও প্রতি কোনো জুলুম করেননি।

উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন অসহায় লোকটির ওপর দয়া করেছেন। কারণ, লোকটি তিন দিন ধরে অনাহারে ছিল। তার কাছে কোনো টাকা ছিল না। তাই লোকটি নিরুপায় হয়ে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের ঘরে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় লোকটির অসহাত্বের কথা জেনে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মনে দয়ার উদ্রেক হয় এবং তিনি লোকটিকে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেন। তার এমন আচরণ আলোচ্য প্রবন্ধের হযরত মুহাম্মদ (স.) এর দয়াশীলতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মুহম্মদ (স.)-এর দয়াশীলতার দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর দয়াশীলতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রতাকে ধারণে সক্ষম নয়"–মন্তব্যটি যথার্থ।

হজরত মুহম্মদ (স.) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি অত্যন্ত উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু তিনি তায়েফবাসীকে অভিশাপ না দিয়ে তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁর অসীম ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর এসকল অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক অসহায় ব্যক্তি চুরির উদ্দেশ্যে মধ্যরাতে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের ঘরে প্রবেশ করে। হাজী মুহম্মদ মুহসীনের হাতে লোকটি ধরা পড়লে তিনি তাকে তার ঘরে প্রবেশ করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে লোকটি বলে তিন দিন ধরে সে অনাহারে রয়েছে। তার কাছে কোনো টাকা নেই। লোকটির কথা শুনে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মনে দয়া হয়। এজন্য তিনি লোকটিকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন। তার মধ্যে ফুটে ওঠা এই দয়াশীলতার দিকটি আলোচ্য প্রবন্ধের হযরত মুহম্মদ (স.) এর চরিত্রেও একইভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) কে কেন্দ্র করে। মানুষের পক্ষে যা অনুকরণীয় তারই আদেশ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি। তাঁর চরিত্রে একইসাথে ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য্য, সততা, উদারতা ও দয়ার মতো বহুবিধ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, যা আলোচ্য প্রবন্ধেও তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকে হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে কেবল তাঁর চরিত্রের একটি দিক দয়াশীলতাই প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য দিক নয়। তাছাড়া প্রবন্ধটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কেও ধারণা পাই, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রভাব ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সমগ্রতাকে ধারণে সক্ষম নয়–মন্তব্যটি যথার্থ।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাবুলের পানিকে গালানো পাথরের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

খ একজনের যা প্রয়োজন তার তুলনায় ছয়গুণ খাবার পরিবেশন করায় লেখক আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে এ মন্তব্যটি করেছিলেন।

আফগানিস্তানে অবস্থানের সময় আবদুর রহমান নামের একজন গৃহকর্মী লেখকের দেখভালের দায়িত্বে ছিল। সে সেখানকার বিচিত্র ও সুস্বাদু খাবার রান্না করে খাওয়ায়। সে লেখকের একার জন্য অনেক বেশি খাবার একসঙ্গে পরিবেশন করে। এটি দেখে লেখকের অবস্থা 'অল্প শোকে

কাতর অধিক শোকে পাথর' হওয়ার মতো হলো। তিনি বলেছেন, একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিন জনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছয় জনের রান্না পরিবেশন করেও বলে, রান্নাঘরে আরও আছে তখন আর কী করার থাকে?

উত্তরের মূলকথা : একজনের যা প্রয়োজন তার তুলনায় ছয়গুণ খাবার পরিবেশন করায় লেখক আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে এ মন্তব্যটি করেছিলেন।

গ উদ্দীপক (i)-এর রূপালির সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের কর্মনিপুণতা ও সদাচারণের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'প্রবাস বন্ধু' গল্পের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী চাকরিসূত্রে কাবুল যান। কাবুলে তার রান্না-বান্নার জন্য একজন বাবুর্চি নিয়োগ করা হয়। যার নাম আবদুর রহমান। আবদুর রহমান অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল। সে রান্না-বান্নাসহ লেখকের সব ধরনের কাজ করত। সে রান্নার কাজে খুব দক্ষ ছিল। রান্নাসহ গৃহের যাবতীয় কাজেই আবদুর রহমান পারদর্শী ছিল। তার কর্মনিপুণতা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাছাড়া আবদুর রহমানের আচার-আচরণ অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। সদাচারণের গুণাবলি তার চরিত্রে ফুটে উঠেছিল। সে লেখকের খুব বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। সে লেখককে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। এজন্য লেখকও তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল।

উদ্দীপকের রূপালি গৃহ পরিচারিকা হিসেবে অন্যের বাসায় কাজ করে। সে গৃহস্থালির যাবতীয় কাজে অত্যন্ত পটু। বাড়ির সদস্যদের জন্য যতটুকু কাজ করা প্রয়োজন রূপালি তার অধিক বেশি কাজ করে। এজন্য বাড়ির সদস্যরা তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তাছাড়া রূপালির ভদ্র ও অমায়িক আচরণের জন্য সবাই তাকে পছন্দ করে। উদ্দীপকের রূপালি তার পরিশ্রম, সততা ও নম্রতার গুণে সবার কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান তার যোগ্যতা দিয়ে লেখকের আস্থা অর্জন করেছিল। তাই বলা যায়, উদ্দীপক (i)-এর রূপালির সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো কর্মনিপুণতা ও সদাচারণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (i)-এর রূপালির সঙ্গে 'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমানের কর্মনিপুণতা ও সদাচারণের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপক (ii)-এর ভাব যেন আবদুর রহমান চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'প্রবাস বন্ধু' গল্পের আবদুর রহমান চরিত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটি তাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। আবদুর রহমানের জন্মভূমি উত্তর আফগানিস্তানের পানশির প্রদেশে। সেটি মূলত শীতপ্রধান অঞ্চল। শীতকালে সেখানে এতটা শীত পড়ে যে চারদিকে বরফের আস্তরণ তৈরি হয়। ঘরের ভেতরে আঙার জ্বালিয়ে রাখতে হয়। লেখকের নিকট এমন স্থান অপছন্দনীয়। কিন্তু আবদুর রহমানের নিকট তা অত্যন্ত পছন্দনীয়। কারণ সেটি তার জন্মভূমি। জন্মভূমির আবহাওয়া যতই প্রতিকূল হোক না কেন তবুও তা ভালো লাগে। কারণ জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। আবদুর রহমানও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। তার হৃদয় জুড়ে রয়েছে জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

উদ্দীপকের কতিাংশে কবির জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবি তার জন্মভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। ভালোবাসার অনুভূতিকে তিনি আলোচ্য কবিতার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। এদেশের প্রাকৃতিক অনুষজ্ঞা কবিকে মুগ্ধ করেছে। স্নিগ্ধ নদী, ধূম্র পাহাড়, হরিৎ ক্ষেত্র এসব দৃশ্য কবির হৃদয়ে মিশে আছে। কবি মনে করেন এমন দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। এদেশের ধানখেতে বাতাস এসে ঢেউ খেলে যায়। এজন্য কবি বলেছেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।" অর্থাৎ এমন দেশ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির জন্মভূমি সকল দেশের রানি। গভীর দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার কারণেই কবি এমন মন্তব্য করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপক (ii)-এর ভাব যেন আবদুর রহমান চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক। কারণ আবদুর রহমান চরিত্রের মধ্যে দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটি প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। যেমনটি উদ্দীপকের কবির মধ্যেও দৃশ্যমান। কিন্তু শুধু দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটির মধ্যেই আবদুর রহমান চরিত্রটি সীমাবদ্ধ নয়। আবদুর রহমান চরিত্রের মধ্যে বিবিধ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্যে মাত্র একটি বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কাজেই উদ্দীপক (ii)-এর ভাব যেন আবদুর রহমান চরিত্রের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নয় বরং একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক মাত্র। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক (ii)-এর ভাব আবদুর রহমান চরিত্রের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নয় বরং একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারক মাত্র।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক গীতিকবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া সংজ্ঞাটি হচ্ছে 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।'

খ ট্র্যাজেডি বলতে বিয়োগান্তক কোনো ঘটনাকে বোঝায়।

ট্র্যাজেডি (Tragedy) সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মতামত পাওয়া যায় গ্রিক সাহিত্যিক ও দার্শনিক এরিস্টটলের (Aristotle) কাছ থেকে। তার মতে, "রঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার জীবনকাহিনির দৃশ্য পরম্পরায় উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাটক দর্শকের হৃদয়ের ভয় ও করুণা প্রশমিত করে তার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো ট্র্যাজেডি।"

উত্তরের মূলকথা : ট্র্যাজেডি বলতে বিয়োগান্তক কোনো ঘটনাকে বোঝায়।

গ উদ্দীপকে শোভনের আগ্রহ 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের 'প্রবন্ধ' শাখাটিকে নির্দেশ করে।

প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা। এটি গদ্যাকারে লিখিত তথ্যবহুল রচনা। প্রবন্ধের প্রধান লক্ষণ সৃজনশীলতা। এতে লেখকের সৃজনীশক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে। প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয়। পাঠক এর মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং সৃজনশীলতা অর্জন করতে পারে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের এই প্রবন্ধ শাখাটির যথার্থ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকের শোভন একজন বইপ্রেমিক ছাত্র। সে সুযোগ পেলেই লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে। তবে তার পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বই বেশি গুরুত্ব পায়। সেসব বই পাঠের মাধ্যমে শোভন অনেক অজানা তথ্য জানতে পারে এবং সৃজনশীলতা অর্জন করতে পারে। আর আলোচ্য রচনায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় প্রবন্ধ সাহিত্যে। বৈশিষ্ট্য বিচারে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শোভনের আগ্রহ 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' রচনার প্রবন্ধ শাখাটিকে নির্দেশ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শোভনের আগ্রহ 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' রচনার প্রবন্ধ শাখাটিকে নির্দেশ করে।

ঘ নায়ক-নায়িকাদের বীরত্ব ও জয়-পরাজয়ের দীর্ঘ কাহিনি উপস্থাপিত হয় মহাকাব্যে, যা উদ্দীপকের সোহানের আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে মহাকাব্যের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। মহাকাব্য সাহিত্যের অন্যতম শাখা কবিতার অন্তর্ভুক্ত। এটি রচিত হয় যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনি অবলম্বন করে। মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য থাকে গল্প বলা, তবে তা গদ্যে না লিখে পদ্যাকারে লিখিত হয়। ফলে মহাকাব্য অতিশয় দীর্ঘ কাহিনিকবিতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

উদ্দীপকের সোহান সুযোগ পেলেই লাইব্রেরিতে বই পড়ে। পড়ার সময় সে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কিত বইগুলো বেছে নেয়। এসব বইতে নায়ক-নায়িকাদের বীরত্ব ও জয়-পরাজয়ের দীর্ঘ কাহিনি থাকে। সোহানের এই পছন্দের সাহিত্য মূলত কাব্য সাহিত্যের অন্তর্গত।

'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে দীর্ঘ কাহিনি কবিতা হিসেবে মহাকাব্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনি পদ্যাকারে বর্ণিত হয়। আর উদ্দীপকের সোহান এ ধরনের বইগুলো পড়তেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। বৈশিষ্ট্য বিচারে সোহানের পছন্দের বিষয়টি তাই কাব্য সাহিত্যেরই অন্তর্গত। সেই বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান।

উত্তরের মূলকথা : নায়ক-নায়িকাদের বীরত্ব ও জয়-পরাজয়ের দীর্ঘ কাহিনি উপস্থাপিত হয় মহাকাব্যে, যা উদ্দীপকের সোহানের আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথাকথিত ছোটোলোক সম্প্রদায়ের কাজ করতে না পারার কারণ ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার।

খ তাহার আত্মা বলতে লেখক ছোটোলোকদের আত্মাকে বুঝিয়েছেন। আর একটু গভীরভাবে ভাবলে সে আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর এবং মহা-আত্মার অংশ।

পৃথিবীতে সব মানুষই সমান। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বা জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মধ্যে অযথাই বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে। যাদেরকে ছোটোলোক হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, তারাও মানুষ। তাদের কাতারে নিজেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে তাদের আত্মা নিজেদের আত্মার মতোই ভাস্বর। তারা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। অযথাই তাদেরকে ছোটো জ্ঞান করে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। তা না করে মানুষ হিসেবে তাদের মূল্যায়ন করলে সমাজে কোনো বৈসম্য থাকবে না। ছোটো বড়োর বিভেদ ঘুচে গিয়ে একটি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে এর বিকল্প নেই। তাই লেখক কাউকে ছোটো জ্ঞান করার আগে নিজেকে ঐ কাতারে বিবেচনা করার কথা বলেছেন। তাহলে দেখা যাবে, আর কোনো ভেদাভেদ বা পার্থক্য থাকবে না। মনে হবে, সকলে একই মহা-আত্মার অংশ।

উত্তরের মূলকথা : দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখার আগে নিজেকে তাদের মতো ভাবলে বোঝা যাবে তারাও মানুষ এবং মহা-আত্মার অংশ।

গ সাম্যবাদী মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে লেখক সকল মানুষকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আহ্বান করেছেন। কেননা কাউকে উপেক্ষা করে ছোটোলোক ভাবার পক্ষে নন তিনি। তাঁর মতে, সকলকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

উদ্দীপকের পৌরমেয়র নিজের জয়কে জনগণের বিজয় হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি পৌরসভার প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে চান। পৌরসভার সকলকে নিজের শক্তি হিসেবে অভিহিত করে তিনি সকলে মিলে মিশে এলাকার কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে লেখক পৌরমেয়রের মতো ব্যক্তি প্রত্যাশা করলেও সেখানে অভিজাত সম্প্রদায় তথাকথিত 'নিচুশ্রেণির লোক' আখ্যা দিয়ে কিছু মানুষকে একঘরে করে রাখছে। ফলে সেই মানুষগুলো হীনম্মন্যতায় ভুগে সমাজের কল্যাণে কোনো অবদান রাখতে পারছে না। আলোচ্য প্রবন্ধে অভিজাত্য গর্বিত মানুষ তাদের স্বার্থের জন্য তথাকথিত নিচু শ্রেণির মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ দেয় না। যা উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : সাম্যবাদী সমাজ গঠনে উদ্দীপকের সাথে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সকল মানুষকে আপন করে নেওয়ার ভাবনার দিক থেকে উদ্দীপকের পৌরমেয়রের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য প্রবন্ধের মূলসুর।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে লেখকের সাম্যবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর মতে, সমাজের সব মানুষ মিলেই জনশক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষকে অবহেলা করা হয়। অথচ একটি দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সেই দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ওপর।

উদ্দীপকে পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করা পৌরমেয়র সকল নাগরিককে এ জয়ের কৃতিত্ব দেন এবং এ বিজয় জনগণের বলে ঘোষণা দেন। এ পৌরসভার প্রত্যেকটি মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে চান। সকলে মিলেমিশে এলাকার কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করতে চান। পৌরবাসীকে নিজের শক্তি হিসেবে অভিহিত করে সকলে মিলেমিশি থাকতে চান। কোনোরূপ বৈসম্য বা ভেদাভেদ তিনি সমর্থন করেন না। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' রচনায় লেখকও এমনটি প্রত্যাশা করেছেন। লেখকের মতে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হবে নির্মল, নিঃশর্ত। উদ্দীপকের পৌরমেয়রের মতো সোনার মানুষই লেখকের প্রত্যাশা এবং রচনার মূলসুর।

উত্তরের মূলকথা : সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত পৌরমেয়রের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য প্রবন্ধের মূলসুর।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতাটি A Psalm of Life কবিতার ভাবানুবাদ।

খ জীবন-সংসারে টিকে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয় বলে কবি সংসারকে সমরাঙ্গান বলেছেন।

জীবন কোনো পুষ্পখচিত ফুলের বিছানা নয়। জীবন মানেই যুদ্ধ। যুদ্ধ করেই জীবন-সংগ্রামে উত্তীর্ণ হতে হয়। এ পৃথিবীতে যত পরাক্রমশালী রাজা-বাদশা বা মহামনীষী ছিলেন তাঁরা সবাই কঠোর পরিশ্রম করেছেন। জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে পরিশ্রম করতে হবে। অলস বা ভীরু ব্যক্তিরা কখনো সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। সবাইকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হয়। তাই কবি সংসারকে সমরাঙ্গান বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : প্রতিনিয়ত জীবন-সংসারে যুদ্ধ করে চলতে হয় বলে কবি সংসারকে সমরাঙ্গান বলেছেন।

গ উদ্দীপকটিতে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার জীবন-সংগ্রামের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় জীবনের বাস্তবতার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। জীবন কোনো ফুলের বিছানা নয়। জীবনে কোনো কিছু অর্জন করতে হলে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমী হতে হয়। অর্থাৎ সংসার সমরাঙ্গানে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। মহাজ্ঞানী বা বিখ্যাত মনীষীগণ আজীবন কঠোর সংগ্রাম করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। প্রতিযোগিতামূলক এ বিশ্বে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। এজন্যই কবি সংগ্রামী জীবনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু ব্রজেন দাসের কথা বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। কঠোর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর স্থানে সমাসীন করতে সক্ষম হন। প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে তিনি ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। মাত্র ১০ ঘন্টা ৩৫ মিনিটে তিনি দীর্ঘ ৩৫ মাইল জলপথ পাড়ি দিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। তাঁর এ অসামান্য কাজের মূলে ছিল জীবনযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনা। এজন্য তিনি সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তাই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকটিতে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার জীবন-সংগ্রামের দিকটি ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার জীবন-সংগ্রামের দিকটি ফুটে উঠেছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে।

ঘ "উদ্দীপকটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করেনি"– মন্তব্যটি যথার্থ বলেই আমি মনে করি।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নিয়ে একত্রে বসবাস করি। এরা আমাদের আপনজন। আমাদের মানবজীবন অত্যন্ত মূল্যবান। তবে মানুষের আয়ু অতি সামান্য। এ সামান্য আয়ু দিয়েই পৃথিবীতে স্মরণীয় ও বরণীয় হতে হবে। জীবনযুদ্ধে কোনো কারণে পরাজয় এলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া চলবে না। আবার অনর্থক মিথ্যা সুখের কল্পনায় দুঃখের সাগরে ডুব দেওয়া যাবে না। সততা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনের যতটুকু প্রাপ্তি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবেই মানবজীবন সুন্দর ও সার্থক হবে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু ব্রজেন দাসের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। ব্রজেন দাস অত্যন্ত সাহসী ও পরিশ্রমী ছিলেন। কঠোর সাধনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ সাঁতারুতে পরিণত করতে সক্ষম হন। তিনি জীবনের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য সাফল্যের জন্য মরেও যেন জীবিত হয়ে আছেন। অর্থাৎ তিনি কর্মের মধ্যে বেঁচে আছেন। সংসার সমরাঙ্গানে একজন দক্ষ সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। জীবনযুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন। তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করেনি। কারণ কবিতার মধ্যে মানবজীবনের অনেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে। জীবনের স্বরূপ অত্যন্ত চমৎকারভাবে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে তার কোনো বিবরণ নেই। শুধুমাত্র জীবনের সংগ্রামী চেতনার দিকটি স্থান পেয়েছে। জীবনের অন্যান্য দিকগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়নি। কাজেই আলোচ্য উদ্দীপকটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করছে মাত্র। উদ্দীপকটি সামগ্রিকভাব ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য উদ্দীপকটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পল্লিজননী' কবিতায় হুতুমের ডাককে অকল্যাণের সুর বলা হয়েছে।

খ 'মোসলমানের আড়ং দেখিতে নাই।'– কথাটি মা ছেলের আবদার রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন।

বাঙালি মুসলমান পরিবারে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন বিদ্যমান। সেটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নিজের অভাবের বিষয়টি মা এড়িয়ে গেছেন। কারণ অভাবের সংসারে মা ছেলের ছোটো ছোটো আবদারও রক্ষা করতে পারেননি। একবার মেলার সময় পুতুল কেনার জন্য ছেলে মায়ের কাছে বায়না ধরেছিল। তখন টাকা না থাকায় মা তা কিনে দিতে পারেননি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের মেলায় যাওয়ার কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে তিনি ছেলেকে বারণ করেছেন। মা ছেলেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উল্টো বুঝিয়েছেন– মুসলমানের আড়ং দেখতে নেই।

উত্তরের মূলকথা : দরিদ্র মা তার অসামর্থ্যের জন্য ছেলেকে মুসলমানের মেলায় যেতে নেই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

গ উদ্দীপকের সজলের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিমাতার রুগ্‌ণ সন্তানের সাদৃশ্য রয়েছে।

'পল্লিজননী' কবিতায় লক্ষণীয় এক অসহায় মা তার অসুস্থ সন্তানের শিয়রে জেগে থাকে। মা সন্তানকে আদর করে, তার রোগ ভালো করে দেবার জন্য দরগায় মানত করে। অসহায় মায়ের সামর্থ্য নেই বলে রোগীর ওষুধ, পথ্য কিছুই কিনে দিতে পারে না। কিন্তু নিজ সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে হলেও সন্তানের রোগ ভালো করতে তার চেষ্টার কমতি নেই। তেমনিভাবে উদ্দীপকের সজলের বাবা-মা তার অসুস্থতায় ভীষণ দুঃশ্চিনাগ্রস্ত। সন্তানের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার দেখিয়েছে। সন্তানের সুস্থতার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে মোনাজাত করতে থাকেন।

উদ্দীপকের সজল নবম শ্রেণিতে পড়ে। হঠাৎ এক রাতে তার শরীরে ব্যথা ও জ্বর বাড়তে থাকে। বাবা মা তার জন্য অস্থির হতে থাকে। শেষে ডাক্তারের কাছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ডাক্তারের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রিপোর্ট আসে তার দুটি কিডনিই বিকল হয়ে গেছে। এখন সে ছবি আঁকতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করলে বাবা-মা দুজনই ছেলেকে সান্ত্বনা দেন আর মহান আল্লাহর কাছে ছেলের সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। এমন ঘটনার মিল রয়েছে 'পল্লিজননী' কবিতার রুগ্ণ ছেলের প্রতি মায়ের ভূমিকার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সজলের সাথে আলোচ্য কবিতার রুগ্ণ সন্তানের চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সজলের সাথে 'পল্লিজননী' কবিতার পল্লিমাতার রুগ্ণ সন্তানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সজলের বাবা-মায়ের প্রার্থনা 'পল্লিজননী' কবিতার মূলসুরকে অনেকাংশে স্পর্শ করে।

'পল্লিজননী' কবিতায় এক মমতাময়ী মায়ের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রুগ্ণ পুত্রের শিয়রে বসে অজানা আশংকায় আজ তার অনেক কথাই মনে পড়ছে। সে তার ছেলের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পথ্য, আনন্দ উপকরণ কিনে দিতে পারেনি অভাবের কারণে।

উদ্দীপকের বাবা-মায়ের সংসারে অভাব নেই। তাই পুত্র সজলের অসুস্থতায় বড়ো ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পেরেছেন। সজলেরও আবদার ছিল সে ছবি আঁকতে পারবে কি না। বাবা মা তাকে বলেছে, আগে সুস্থ হও। বাবা-মা দুজনেই ছেলেকে সান্ত্বনা দেয় আর রোগমুক্তির জন্য দোয়া করে। 'পল্লিজননী' কবিতায়ও মা দরগায় মানত করে সন্তানের সুস্থতার জন্য।

'পল্লিজননী' কবিতার মা দরিদ্র। তিনি ছেলের কোনো আবদার পূরণ করতে পারেনি। অসুস্থ ছেলের শিয়রে বসে সেই না পারার ব্যর্থতা স্মরণ করেই আজ মর্মাহত। তার মনে পুত্র হারানোর শঙ্কাও জেগে ওঠে। পুত্রের জীবন এখন যেন নিবু নিবু। রাতের অন্ধকার, মশার অত্যাচার, বেড়ার ফাঁক গলে শীতের আগমন ইত্যাদি বিষয় 'পল্লিজননী' কবিতায় স্থান পেলেও উদ্দীপকে তার উল্লেখ নেই। উদ্দীপকে অসুস্থ ছেলে, তার সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার বিষয়ের মিল রয়েছে আলোচ্য কবিতায়। তাই এসব যুক্তিতে বলা যায় উদ্দীপকের বাবা-মায়ের প্রার্থনা আলোচ্য কবিতার মূলসুরকে অনেকাংশেই স্পর্শ করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সজলের বাবা-মায়ের প্রার্থনা 'পল্লিজননী' কবিতার মূলসুরকে অনেকাংশে স্পর্শ করে।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক রানারের কাঁধে জানা-অজানার অনেক চিঠি-পত্রের বোঝা।

খ রানারের ত্যাগ ও শ্রমনিষ্ঠার বিনিময়ে সামান্য বেতনের বিষয়টি বোঝাতে কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

রানার দেশের এক মহান পেশায় নিয়োজিত সামান্য বেতনভুক্ত কর্মচারী। তার পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক খুবই নগণ্য। সে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাতের ঘুম উপেক্ষা করে ডাকের বোঝা নিয়ে ছুটে চলে। সামান্য বেতনের বিনিময়ে সে যে রাতের ঘুমের আরামকে বিসর্জন দিয়েছে, সেটা বোঝাতেই কবি আলোচ্য মন্তব্য করেছেন।

উত্তরের মূলকথা : রানারের ত্যাগ ও শ্রমনিষ্ঠার বিনিময়ে সামান্য বেতনের বিষয়টি বোঝাতে কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

গ উদ্দীপক-১এ 'রানার' কবিতার দায়িত্ববোধ ও কঠোর পরিশ্রমের দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'রানার' কবিতায় একজন সৎ, পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। রানার অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন। তার পরিশ্রমের কোনো শেষ নেই। শরীরের ঘামে তার পোশাক ভিজে যায়। তবুও দায়িত্বশীল মনোভাবের কারণে বিশ্রাম নেয় না। কারণ অনেক মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের খবরের বোঝা তার কাঁধে ঝুলছে। সময়মতো এসব খবর প্রাপকের নিকট পৌঁছাতে হবে। এজন্য সকল বাধাবিপত্তিকে এড়িয়ে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন দুর্দান্ত রানার। অতি অল্প বেতনে রানার চাকরি করলেও তার দায়িত্ব অত্যন্ত বৃহৎ।

উদ্দীপকে কৃষকদের অবদানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কৃষকরাই জাতির প্রাণ। তারাই রোদ, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায়। আর সেই ফসলেই এই জাতির খাদ্যের চাহিদা মিটে। অথচ তাদের কোনো গর্ব বা অহংকার নেই। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ফসল ফলানোই তাদের কাজ। তারা নিজের সুখের কথা চিন্তা না করে অন্যের সুখের দিকটিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। বর্ষাকালে মাঠে কাজ করতে গিয়ে তাদের শরীর বৃষ্টির জলে ভিজে যায়। আবার রোদে তাদের ভেজা শরীর শুকায়। যা 'রানার' কবিতায় রানারের কঠোর পরিশ্রম ও দায়িত্বশীলতার দিকটিকে ইঙ্গিত প্রদান করে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-১এ কঠোর পরিশ্রম ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি 'রানার' কবিতায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ "উদ্দীপক-২ 'রানার' কবিতার মর্মার্থের খন্ডাংশ মাত্র"– উক্তিটি সঠিক বলেই বিবেচিত হয়।

'রানার' কবিতায় রানারের সমগ্র জীবনযাত্রার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রানার পেশায় একজন ডাকহরকরা। অর্থাৎ চিঠি ও টাকা-পয়সা প্রকৃত প্রাপককে যথা সময়ে পৌঁছে দেন। তার কাজটি অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তার বিনিময়ে অতি সামান্য মজুরি পান। যা দিয়ে তার জীবন চলে না। তার জীবনটা দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছে। অথচ তার দুঃখের কথা শোনার মতো মানুষ কেউ নেই। তাই কবি খুব আক্ষেপ করে বলেছেন– রানারের দুঃখ জানবে আকাশের মিটিমিটি তারা আর পথের তৃণ। রানারের স্ত্রী অভিমানে কত বিনিদ্র রজনি কাটাচ্ছে তার কোনো হিসাব নেই। রানারের দুঃখ ভরা জীবনের কোনো পরিবর্তন নেই।

উদ্দীপকে শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। শ্রমজীবীরাই আমাদের দেশের প্রাণ। তারা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ ধরণিকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। এজন্য তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদেরকে কখনো অবজ্ঞা বা অবহেলা করা যাবে না। তারা আমাদের সমাজেরই একটি অংশ। বৃহৎ এ অংশকে অস্বীকার বা দূরে সরিয়ে রাখলে দেশের স্বাভাবিক উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হবে। এজন্য উদ্দীপকের কবি শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক-২ 'রানার' কবিতার মর্মার্থের খন্ডাংশ মাত্র। কারণ উদ্দীপক-২এ শ্রমজীবী মানুষের কঠোর পরিশ্রমের দিকটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'রানার' কবিতায় এ দিকটি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। যা উদ্দীপক-২এ অনুপস্থিত। কাজেই উদ্দীপক-২ 'রানার' কবিতার একটি ভাবকে ধারণ করলেও সামগ্রিক ভাবকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমরা জোরালো ভাবেই বলতে পারি উদ্দীপক-২ 'রানার' কবিতার মর্মার্থের খন্ডাংশ মাত্র। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-২ 'রানার' কবিতার মর্মার্থের খন্ডাংশ ভাবকে ধারণ করেছে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হলো আহাদ মুন্সি।

খ রাজাকারদের নিষ্ঠুর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বুধা মনে করে লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে।

মাথায় লোহার টুপি পরা তিন জন রাজাকার বুধার দুহাত ও দু-পা ধরে চ্যাংদোলা করে মাঠের মাঝখানে এনে ধাম করে ফেলে দেয়। ওরা মাঠের মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতে বাঁশের সঙ্গে বুধাকে কাকতাড়ুয়ার মতো বেঁধে ওর গায়ের জামাটা খুলে বেঁধে দেয় মাথায়। সেই সাথে তার মুখে-পিঠে রান্নাঘরের হাঁড়ির কালি দিয়ে এঁকে দেয় আঁকাবাঁকা রেখা। তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে তিন জন রাজাকার চলে গেলে বুধার চোখ জ্বলে ওঠে। বুধা মনে করে, লোহার টুপি পরলে মানুষের মাথার বুদ্ধি লোপ পায়, তাই পেয়ারা খাওয়ানোর কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ওরা তার শাস্তি মওকুফের কথা ভাবেনি।

উত্তরের মূলকথা : লোহার টুপি পরার কারণে হানাদার বাহিনীর লোকজন অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে। সেজন্য বুধা বলেছে, 'লোহার টুপি ওদের মগজ খেয়েছে'।

গ উদ্দীপকের ফাতিনের নিঃস্ব হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার এতিম হওয়ার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা পরিবারের সবাইকে হারিয়ে এতিম হয়ে যায়। কলেরা মহামারিতে তার পরিবারের সবাই মারা যায়। বাবা-মা ও ভাই-বোনকে হারিয়ে বুধা দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে এতিম হয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। তার জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। পারিবারিক বন্ধনের বাইরে তার জীবনটা অতিবাহিত হয়। গ্রামের হৃদয়বান ব্যক্তি বুধাকে যা খেতে দেয় তাতেই তার দিন কেটে যায়। কখনো খেয়ে কখনো না খেয়ে অনেক কষ্টের মধ্যেই বুধা দিনাতিপাত করতে থাকে। সবার আপনজন থাকলেও বুধার কোনো আপনজন নেই। সে এ পৃথিবীতে একজন এতিম অসহায়।

উদ্দীপকের ফাতিন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে করোনা ভাইরাসে তার বাবা-মা ও বড়ো দুই বোন মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু ফাতিন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। চোখের সামনে সবাইকে মরতে দেখে সে হতবিহ্বল ও শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। সে কখন কী করে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। গ্রামের মানুষের ধারণা ফাতিন বুঝি পাগল হয়ে গেছে। যেখানে-সেখানে সে রাত কাটায়। পাড়া-প্রতিবেশী যা দেয় তা খেয়েই কোনো রকমে সে বেঁচে আছে। উদ্দীপকের ফাতিন যেন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার মতোই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ফাতিনের নিঃস্ব হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার এতিম হওয়ার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের ফাতিনের নিঃস্ব হওয়ার দিকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার এতিম হওয়ার ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি বলেই আমি মনে করি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা একজন এতিম বালক। কলেরা মহামারিতে তার পরিবারের সবাই মারা যায়। ভাগ্যক্রমে বুধা মহামারির হাত থেকে বেঁচে যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে বুধা শোকের সাগরে হাবুডুবু খায়। বুধার মন থেকে মৃত্যুর ভয় হারিয়ে যায়। পাকবাহিনী বুধাদের গ্রামে এসে নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে মারে। এতে বুধার মনে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। সাহসী বুধা দেশের মানুষের মুক্তির জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে সে অনেক কঠিন অভিযানে অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি অভিযানেই সে সফল হয়। বুধা একজন অকুতোভয় চরিত্রের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা।

উদ্দীপকের ফাতিন তার বাবা-মা ও বড়ো দুই বোনকে হারিয়ে এতিম হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে তার পরিবারের সবাই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। ফাতিনের হৃদয়ে শুধু আপনজন হারানোর বেদনা বিরাজ করছে। সে নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। কেউ কিছু দিলে খায়। তার আচার-আচরণ দেখে সবাই ভাবে সে পাগল হয়ে গেছে। মূলত ফাতিন শোকে মূহ্যমান হওয়ার জন্যই তার এমন পরিণতি হয়েছে। সে নিয়তির নির্মম পরিহাসের শিকার। তার জীবনে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তার জীবনটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ বুধা ও ফাতিনের মধ্যে কেবল এতিম হওয়ার ঘটনার মিল রয়েছে। এছাড়া অন্য কিছুর মিল নেই। বুধা এতিম হওয়ার পর পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। সে বয়সে কিশোর হলেও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অনেক বড়ো অভিযানে অংশ নেয়। সে অত্যন্ত সাহসী ও দূরদর্শীসম্পন্ন। তার সাহসিকতায় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিন মুগ্ধ হয়। এসব দিক উদ্দীপকের ফাতিনের মধ্যে অনুপস্থিত। তাই একথা সন্দেহাতীতভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

উত্তরের মূলকথা : সার্বিক গুণাবলির অধিকারী না হওয়ায় উদ্দীপকের ফাতিন 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিন।

খ মাইন বিস্ফোরণে বাংকারটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর বুধা সম্পর্কে শাহাবুদ্দিনের এ অনুভূতি জন্মে।

মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার শাহাবুদ্দিনের দেওয়া মাইনটি ঠিকঠাক মতোই পুঁতেছিল সাহসী বুধা। সেটি বিস্ফোরণ ঘটার পর আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল শাহাবুদ্দিন ও বুধা। এমনকি ওই জটিল পরিস্থিতিতে তার গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু গান গাওয়ার মুহূর্তে বুধার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় শাহাবুদ্দিন। চারদিকের পরিবেশে ছেলেটিকে আশ্চর্য বীর কাকতাড়ুয়া বলে মনে হয় শাহাবুদ্দিনের।

উত্তরের মূলকথা : স্বাধীনতার জন্য বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড বোঝাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের শরনার্থীদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের নোলক বুয়া, হরিকাকু, কাকিমা ও রানিদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার প্রেক্ষাপটে রচিত। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমাদের গ্রাম-বাংলার যে অবস্থা হয়েছিল তারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র আমরা এ উপন্যাসে দেখতে পাই।

যুদ্ধে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। কারণে অকারণে নিরীহ মানুষের ওপর তাদের যে বর্বরতা, তা দেখে সাধারণ মানুষ এলাকা ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতে থাকে। যে যেদিকে পারে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাম ছাড়তে থাকে। এদের মধ্যে নোলক বুয়া, হরিকাকু, কাকিমা ও রানিও ছিল। আর এদের সাথে বুধার দেখা হয়। এ বিদায় শেষে বিদায় কিনা তা মনে করে অনেকেই আবেগমণ্ডিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বুধা ছিল অবিচল। সে সবাইকে আস্বস্থ করে নিরাপদ আশ্রয়ের পথে এগিয়ে দেয়।

অন্যদিকে উদ্দীপকে আমরা দেখি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেয়। আবার অনেকে ঘর-বাড়ির মায়া ত্যাগ করে জীবন বাঁচাতে ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের বিষয়ীট উদ্দীপক ও উপন্যাসে দেখা যায়। তাই একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকের শরণার্থীদের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের গ্রাম ছেড়ে পালানো মানুষদের সাদৃশ্য আছে।

উত্তরের মূলকথা : যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে প্রাণ বাঁচাতে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি উদ্দীপক ও উপন্যাসে রয়েছে। সুতরাং শরণার্থী প্রসঙ্গে উদ্দীপক ও উপন্যাস সম্পর্কযুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের রাজু 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি। তবে রাজুর মধ্যে 'বুধা' চরিত্রের ইঙ্গিত আছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের এক অনবদ্য চরিত্র বুধা। সে এক নির্মোহ চরিত্র যে কিনা পারিবারিক স্নেহ-মমতা বঞ্চিত অথচ গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসে, তার আছে মাটির মায়া, সুগভীর দেশপ্রেম ও পরোপকারবোধ। গায়ের লোক তাকে কিছুটা পাগল ভাবলেও বুধা আসলে অসীম সাহসী। পারিবারিক মমত্বের বাইরে এসে সে নিজেকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। একসময় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার চিত্র তাকে ভেতর থেকে প্রতিবাদী করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ কি তা না বুঝলেও অত্যাচারীরা ভিনদেশী তথা দেশ ও জাতির শত্রু একথা সে ভালোভাবেই বুঝেছিল। আর এভাবেই সে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কখনও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা, কখনো কাউকে নিরাপদে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া, কাকতাড়ুয়া সেজে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ করা, আবার কখনো শত্রুপক্ষের বাঙ্কারে মাইন পুতে আসার মতো দুঃসাহসী কাজ বুধা করেছে।

অন্যদিকে উদ্দীপকের রাজুকে আমরা দেখি, শরণার্থীদের মুখে খাবার তুলে দিতে। তাদের অসহায়ত্ব ও পাকবাহিনীর বর্বরতায় কথা শুনে রাজুর মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করে। পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করতে পারলে তার গায়ের জ্বালা জুড়াতো। এখানে রাজু প্রত্যক্ষভাবে রণাঙ্গণে ছিল না, তাদের প্রত্যক্ষ আবেগ-অনুভূতির কোনো স্পর্শও সে পায়নি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের 'বুধা' নিজের জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গণে ঝাপিয়ে বেড়িয়েছে। সে যেমন প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা দেখেছে, তেমনি দেখেছে অসহায় মানুষের আহাজারী। বুধা প্রত্যক্ষদর্শী, অন্যদিকে রাজু পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছে মাত্র। তাই রাজু কোনোভাবেই বুধা চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : রাজু বুধা চরিত্রের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করলেও যথার্থ প্রতিনিধি নয়।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের নৌকা ডেমরার ঘাটে হাতেম আলির বজরার সাথে ধাক্কা লেগেছিল।

খ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বহিপীর দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। এখন এ অবস্থায় তাকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। আর বিপদে যদি নিজের সর্বস্বও হারিয়ে যায়, তাতে ধৈর্য ধরতে হয়। কারণ ধৈর্য মানুষের একটি মহৎ গুণ। মূলত জমিদার হাতেম আলিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই বহিপীর প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা বহিপীর দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

গ উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকে জমিদার হাতেম আলি অত্যন্ত মানবিকতাবোধসম্পন্ন একজন মানুষ। খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে তার জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হয়। খাজনার টাকা যোগাড় করার জন্য হাতেম আলি দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর এ সুযোগটি কাজে লাগায় বহিপীর। বহিপীর আর্থিক সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়ে তাহেরাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু হাতেম আলি তাহেরার ভবিষ্যতের কথা ভেবে বহিপীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

উদ্দীপকের শফি মোল্লার ওপর তার অনাথ শ্যালিকার ভরন-পোশণের দায়িত্ব পড়ে। শফি মোল্লার প্রৌঢ় বড়ো ভাই মন্টু মোল্লার সংসার সামলানোর জন্য লোকের প্রয়োজন পড়ে। এজন্য শফি মোল্লা তার শ্যালিকার সাথে মন্টু মোল্লার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু 'বহিপীর' নাটকের জমিদার হাতেম আলি তাহেরাকে বহিপীরের হাতে তুলে দিতে সম্মত হননি। উদ্দীপকের শফি মোল্লার মতো হাতেম আলি তাহেরাকে বিপদগ্রস্ত করেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : মানবিকবোধ ও দায়িত্বশীল ভূমিকার দিক থেকে উদ্দীপকের শফি মোল্লা 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি চরিত্রের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের আবিদা লক্ষ্যহীন হলেও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম লক্ষ্যহীন নয়।"–উক্তিটি যথার্থ।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির জীবনের লক্ষ্য ছিল প্রেসের ব্যবসা করার। তার বাবার জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হলে টাকার অভাবে সাধের স্বপ্ন ভেঙে যায়। তবে হাশেম আলি আশাহত হননি। লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়ার কারণে অন্য যে-কোনো পেশায় জীবিকা নির্বাহ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। অতঃপর বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে বাঁচাতে নতুন জীবনের পথেও পা বাড়িয়েছেন।

উদ্দীপকের আবিদার বোন আলোর সাথে বিপত্নীক মন্টু মোল্লার বিয়ে ঠিক করা হয়। আর এ বিয়ে ঠিক করে আবিদার স্বামী শফি মোল্লা। আবিদা তার বোনের এ অসম বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য আবিদা স্বামীর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে। অবশেষে তার বোন আলোকে সাথে নিয়ে রাগে ও দুঃখে স্বামীর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়।

'বহিপীর' নাটকের হাশেম আলির জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। তাহেরাকে বহিপীরের হাত থেকে রক্ষা করে হাশেম আলি তাহেরার জীবনের অনিশ্চয়তার দিকটি গভীরভাবে ভাবেন। তিনি তাহেরাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তাহেরার হাত ধরে নতুন গন্তব্যে যাওয়ার বিষয়টি হাশেম আলির লক্ষ্যহীন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের আবিদা স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে। কারণ সে এখন কোথায় যাবে, কী করবে তা কিছুই জানে না। তাই পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের আবিদা লক্ষহীন হলেও 'বহিপীর' নাটকের হাশেম লক্ষ্যহীন নয়।

উত্তরের মূলকথা : তাহেরার হাত ধরে নতুন গন্তব্যে যাওয়ার বিষয়টি হাশেম আলির লক্ষ্যহীন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের আবিদা স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়েছে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জমিদার পুত্রের নাম হাশেম আলি।

খ 'আমার সবকিছু উচ্ছন্নে যাবে।'– উক্তিটি দ্বারা হাতেম আলির জমিদারি নিলামে ওঠার বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

হাতেম আলি জমিদারি রক্ষার জন্য অনেক আশা নিয়ে শহরে এসেছিলেন। তার আশা ছিল কোনো প্রকারে টাকা জোগাড় করে জমিদারি নিলামে ওঠাটা বন্ধ করতে পারবেন। কিন্তু হাতেম আলির বাল্যবন্ধু আনোয়ার উদ্দিন তাকে নিরাশ করলে জমিদারি বাঁচানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। জমিদারি রক্ষার আর কোনো উপায় না থাকায় নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করে হাতেম আলি বলেছেন, তার সবকিছুই উচ্ছন্নে যাবে।

উত্তরের মূলকথা : প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা হাতেম আলির জমিদারি রক্ষা করতে না পারার নিরাশা প্রকাশ পেয়েছে।

গ উদ্দীপকে রীনার মনোভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের মিল রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের একটি আত্মসচেতনমূলক চরিত্র হলো তাহেরা। তার মধ্যে সচেতনতা ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মনে প্রতিবাদী চেতনা রয়েছে। তার বাবা-মা বৃদ্ধ পিরের সাথে তার বিয়ে দিতে চাইলে সে তা মনেপ্রাণে প্রতিবাদ জানায়। বাধ্য হয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালায়। কারণ অসম বিয়েতে তার কোনো মত ছিল না। জীবনের ভালো-মন্দ বোঝার যে জ্ঞান তা তাহেরার মধ্যে প্রকটভাবে ফুটে উঠেছিল। এজন্য সে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে বৃদ্ধ পিরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিল।

উদ্দীপকে রীনা নামের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মেধাবী ছাত্রীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রীনার খুব ইচ্ছা সে বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু তার বাবা কুয়েত প্রবাসী এক মাঝ বয়সি লোকের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে। রীনা তার বাবাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। পরে এ বিষয়ে সে তার বান্ধবীদের সাথে পরামর্শ করে। তার বান্ধবীরা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য আইনের আশ্রয় নেয়। বিয়ের দিন পুলিশ নিয়ে তার বান্ধবীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এতে রীনার বিয়ে বন্ধ হয়। আর রীনার ডাক্তার হওয়ার পথ সুগম হয়। মূলত উদ্দীপকে রীনার মনোভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে রীনার প্রতিবাদী মনোভাবের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকটিতে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক ভাব ফুটে উঠেছে"– মন্তব্যটি যথার্থ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকে সমাজসংস্কারের চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর একজন ধর্মব্যবসায়ী। সরলপ্রাণ মানুষের মনে ধোকা দিয়ে তিনি বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ান। তার মুরিদের অল্প বয়স্কা মেয়ে তাহেরার দিকে তার কুদৃষ্টি পড়ে। অথচ তাহেরা তার নাতনির সমবয়সি একটি মেয়ে। অসম একটি বিয়ে করতে তার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ তৈরি হয়নি। কারণ তার মধ্যে মানবিকতা বলে কিছু নেই। তিনি মানুষ নামের কলঙ্ক।

উদ্দীপকে সমাজসংস্কারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। অল্প বয়স্কা মেয়ে রীনার সাথে কুয়েত প্রবাসীর অসম বিয়ে সমাজব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছে। বিয়ে সামাজিক বন্ধনের একটি পবিত্র মাধ্যম। তবে অসম বিয়ে কারও কাম্য নয়। রীনার বাবা অর্থের লোভে মাঝ বয়সি এক ব্যবসায়ীর সাথে রীনার বিয়ে দিতে চায়। যা রীনা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বারবার তার বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। অবশেষে ব্যর্থ হলে তার বান্ধবীদের সহায়তা নেয়। রীনার বান্ধবীরা পুলিশের সহায়তায় এ বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'বহিপীর' নাটকে অসম বিয়ে ছাড়াও অনেক বিষয়ের বিবরণ ফুটে উঠেছে। যেমন– জমিদারি প্রথা, ভণ্ড পিরের কুকর্ম, ধর্মের নামে কুসংস্কার প্রভৃতি। কিন্তু উদ্দীপকে এসবের কোনো বর্ণনা নেই। উদ্দীপকে কেবল সামাজিক অসংগতির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এটি 'বহিপীর' নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করলেও সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। কাজেই আমরা বলতে পারি উদ্দীপকটিতে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক ভাব ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের আংশিক ভাব ফুটে উঠেছে।

মডেল টেস্ট- ০৯

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	খ	৮	গ	৯	গ	১০	ক	১১	খ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	ক	২২	ক	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দেওয়ানা-মদিনা' লোক গাথার প্রখ্যাত কবি মনসুর বয়াতি।

খ ছড়া একসময় সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস হলেও আজ সে স্থানে শহুরে বা নাগরিক সাহিত্য ঢুকে পড়ায় লোকে ছড়া ভুলে যাচ্ছে।

আজকের পৃথিবী অনেক গতিশীল। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহে পৃথিবী হয়ে উঠেছে ছোটো। তেমনি করে আমাদের গ্রাম ও শহরে জীবনের পার্থক্য ও কমে আসছে। মানুষ শহরে জীবনের চাকচিক্যে গ্রামীণ অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে শহর বা নাগরিক সাহিত্য আবার কখনো বিদেশী সংস্কৃতিকে রপ্ত করছে। তাছাড়া এগুলো গ্রন্থিত না হবার কারণে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে লালিত-পালিত হচ্ছে না। একটা সময় তা একেবারে বিস্মৃত হবার উপক্রম হচ্ছে। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এসব ভুলে যাচ্ছে। তার সাথে যোগ হয়েছে দৈনন্দিন জীবনের নানা দুঃখ দৈন্য। প্রাণে আগের মতো সুখ না থাকায় মানুষ আজ সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বা পরিস্থিতির করণে হতে হচ্ছে।

উত্তরের মূলকথা : আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণে যদি আমরা এগিয়ে না আসি তাহলে তা একসময় বিলুপ্ত হবে।

গ উদ্দীপকের গানের অংশটি পল্লিগ্রামের প্রাণসম্পদ। কোনো এক গ্রাম্য কবির কল্পনামিশ্রিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যা পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়কে ইঙ্গিত করে।

আমাদের পল্লিবাংলার পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানামুখী সাহিত্য উপাদান। এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। গ্রামের প্রকৃতিতে পাখিদের ডানা-ঝাপটে ছুটে চলা, আর তাদের কোলাহলমুখর গুঞ্জন সত্যিই মনোমুগ্ধকর। এসব দেখে গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা কোনো ভাবুক হৃদয় আপন মনে রচে ফেরে নানান কাব্য কথা। সেগুলো আঞ্চলিকভাবে একজন থেকে আরেকজনের মুখে মুখে ফেরে। শুধু গান নয়, ছাড়া, গল্প, বিভিন্ন পালাগানসহ নানা উপাদানে সমৃদ্ধ গ্রামীণ জনপদের হৃদয়। তাদের অবসর বিনোদনে তারা আপন মনে এসবের মধ্যে ডুব দিতো। গ্রামের বুড়ো বুড়ির মুখে বিভিন্ন রূপকথার গল্প, রাখালের পিঠা গাছের গল্প, আরব্য উপন্যাসের গল্পসহ রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার গল্প শুনে বেড়ে ওঠা একটা প্রজন্ম যখন আরেক প্রজন্মের কাছে এগুলো শোনায় তখন তা আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। তবে আমাদের এ ঐতিহ্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আমাদের অতীত জীবনের সাথে বর্তমানের একটা দূরত্ব তৈরি করে নিয়েছে। মানুষ শহুরে জীবনের চাকচিক্যে এসব থেকে নিজেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া পল্লির এসব প্রাণ-সম্পদের প্রাচুর্য কমে যাচ্ছে। আগের সেই গ্রামীণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ আর না থাকায় মানুষ পল্লির এ প্রাণ-সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মূলত বিস্তৃত প্রায় পল্লিসাহিত্যের একটি দিক উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে। যেটা পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধেও ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের গানটি পল্লির প্রাণ-সম্পদ। যে ইঙ্গিত পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধেও করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সেকেন্দার আলী প্রাবন্ধিকের মনোভাবনার এক জীবন্ত প্রতিকৃতি। প্রাবন্ধিক মূলত সেকেন্দার আলীদের মতো মানুষের প্রয়াসকে সংরক্ষণ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

পল্লির আনাচে-কানাচে রয়েছে সাহিত্যের নানা উপাদান। আর এসব সাহিত্য লালিত-পালিত হয় গ্রাম-বাংলার সেকেন্দার আলীদের মতো মানুষদের মাধ্যমে। তারা যদি যথার্থ সুযোগ-সুবিধা পেতো বা তাদের শ্রমের মূল্য পেতো তবে গ্রাম-বাংলার এ প্রাণ-সম্পদ আমাদের দেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতো, এমনকি সেটা বিশ্বসাহিত্যেরও অংশ হয়ে উঠতে পারতো। বিশেষ করে প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অনুষজ্ঞাগুলো আমাদের ভাবুক হৃদয়কে আন্দোলিত করে নতুন সৃষ্টি উন্মাদনায় মানুষকে জাগ্রত করে। যেটা কেবল নির্মল প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষই হৃদয়াঙ্গাম করে। আর তেমনই একজন উদ্দীপকের সেকেন্দার আলি।

উদ্দীপকের সেকেন্দার আলিরা যথার্থ মর্যাদা পেলে, তাদের ভাব-সম্পদকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশা পূর্ণ হতো। আমরা আমাদের পল্লিসাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারতাম। এসব সাহিত্য-সম্পদের প্রাচুর্যে আত্মবলে বলীয়ান হয়ে সৃষ্টি হতে পারতো আরো সমৃদ্ধ কোনো সাহিত্য যেটা আমাদের পল্লিসাহিত্যের পাল্লা ভারী করতো। তাইতো প্রশ্নোক্ত উক্তিটির সাথে পরিপূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে বলতে চাই এগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকের দিনে সামান্য যে সাহিত্য-সম্পদ আমাদের সংরক্ষণে আছে তা আরো বড়ো পরিসরে ছড়িয়ে দিতে পারলে আমরাই সমৃদ্ধ হতাম। সুতরাং ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আবার আমাদেরকে এসব সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সেকেন্দার আলীরাই আমাদের পল্লিসাহিত্যের প্রাণ। তাদের রচিত সাহিত্য সংরক্ষণ মানে প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশাকে পূর্ণতা দান করা।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়ো– এ বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

খ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে উল্লিখিত ক্ষুৎপিপাসার বিষয়টি মানবিক করে তোলা যায় শিক্ষার মাধ্যমে।

আমাদের জীবনে দুটি সত্তা। একটি জীবসত্তা অন্যটি মানবসত্তা। আর জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে পৌঁছানোর মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মূল্যবোধসম্পন্ন করে, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রূপ আস্বাদন করা যায় সে শিক্ষা দেয়। সুতরাং শিক্ষার এ অপ্রয়োজনের দিকটিই শ্রেষ্ঠ। যা মানুষকে মানবিক হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। জীবনের প্রকৃত মানে উপলব্ধিতে সহায়তা করে। তখন সমাজে ভেদাভেদ বা হানাহানির স্থানটা মানবিকতার দখলে চলে আসে। ক্ষুৎপিপাসা বা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সমস্যা তখন সমাধানের দিকে এগিয়ে যায়। আর এভাবেই ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক হয়ে যায়।

উত্তরের মূলকথা : মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত হলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাসহ আমাদের সার্বিক জীবন ব্যবস্থায় তার সুপ্রভাব পড়বে।

গ উদ্দীপকের শাহেদ করিমের কর্মকান্ড 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিককেই নির্দেশ করে।

শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে– অপ্রয়োজনীয় দিকটিই তার শ্রেষ্ঠ দিক। যেটা মানুষকে শেখায়– কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

উদ্দীপকের শাহেদ করিম শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটিকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি তিনি বিলাসী জীবনে মত্ত হয়ে পড়েন। ভিতরের মনুষ্যত্ববোধ লুপ্ত হতে থাকে। ক্রমেই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও মনুষ্যত্বের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তখন কপট লোকের মতো মুখে একটা মনে আরেকটা লালন করে ক্রমেই মনুষ্যত্ব বিবর্জিত কাজ করে চলেছেন। আর এ লেফাফাদুরস্তি থেকেই শাহেদ করিম করোনার মতো মহামারী ব্যধী নিয়েও ব্যবসা করেছেন। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। তার ফলস্বরূপ তাকে কারাবাস করতে হচ্ছে। তিনি তার পাপের বা শঠতার শাস্তি পেয়েছেন। শিক্ষার প্রয়োজনের দিককে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার ফলেই তার আজ এ অবস্থা।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শাহেদ করিমের কর্মকাণ্ড মনুষ্যত্বহীন। যেটা শিক্ষার প্রয়োজনের দিককে অধিক গুরুত্ব দেবার কারণে সৃষ্ট।

ঘ 'উদ্দীপকের প্রথম দিকের কথা অনুযায়ী যদি তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো তবে তার জীবনে সোনা ফলতো।'– 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে আমরা প্রথমেই দেখি শাহেদ করিম নামে বিজ্ঞ একজন আলোচককে। যিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথার ফুলঝুরি ফোটাতেন, সাথে অনেক নীতিবাক্য আওড়াতেন। কখনও কখনও নিজের হাসপাতালের নানা সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ এনে নিজেকে মানবহিতৈষি বলে উপস্থাপন করতেন। বাস্তবিক অর্থে সেগুলো ছিল লোক দেখানো মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য লেফাফাদুরস্তির আশ্রয় নেয়া। মূলত শাহেদ করিম লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষাকে এক করে ফেলেছেন। তিনি ভুলেই গেছেন, শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয় মূল্যবোধ সৃষ্টি।

শাহেদ করিমের মতো লোকেরা মানবসেবী নয়, ব্যবসায়ী। তাইতো এর পরই সবথেকে বড়ো মূল্যবোধহীন কাজ তিনি করে ফেলেন। কেবল মুনাফার আশায় করোনার মতো মহামারী নিয়ে এতো বড়ো প্রতারণা সত্যিই বিস্ময়কর। যেটা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রবন্ধে একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, দুটোকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে দুটো একসাথে না চললে, বেড়িমুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাববোধ করবে। ঠিক তেমনই ঘটেছে উদ্দীপকে শাহেদ করিমের ক্ষেত্রে। তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ ভুলে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে শিক্ষার প্রয়োজনের দিকটাকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। সেইসাথে নানা ধরনের শঠতা ও অপকর্মে জড়িয়ে ফেলেন। পরিণামে তিনি কঠোর শাস্তির মুখোমুখী হন। আজও কারা অভ্যন্তরে দিনাতিপাত করেছেন তিনি। তাই বলাই বাহুল্য শাহেদ করিম যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, মনুষ্যত্বের লালন-পালন করতে শিখতেন তবে আর তার এ পরিণতি হতো না।

উত্তরের মূলকথা : শিক্ষার আদর্শ ও মহত্বকে লোকদেখানো সম্মদে পরিণত না করে তা হৃদয়ে ধরণ করা উচিত।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মমতাদি জীবনময়ের গলিতে বাস করতেন।

খ নিজের আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখার জন্য মমতাদি খোকাকে 'বামুনদি' বলে ডাকতে নিষেধ করল।

মমতাদি গরিব এবং সে গৃহকর্মীর কাজ করে। সে অনেকটা বাধ্য হয়েই এ কাজটি গ্রহণ করে। একদিন খোকা মমতাদিকে বামুনদি বলে ডাকলে বিচলিত হয়ে ওঠে মমতাদি। যেন তাকে গাল দেওয়া হয়েছে। মূলত আত্মসম্মান বজায় রাখতেই খোকাকে মমতাদি নিষেধ করে বলে, খোকা যেন তাকে আর বামুনদি বলে না ডাকে।

উত্তরের মূলকথা : নিজের আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখার জন্য মমতাদি খোকাকে 'বামুনদি' বলে ডাকতে নিষেধ করল।

গ উদ্দীপকের সুরাইয়া 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে পরিশ্রম করে পরিবারের দায়িত্ব পালন করার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'মমতাদি' গল্পের প্রধান চরিত্র হলো মমতা। যদিও মমতা শিক্ষিত ছিল না, তথাপি মানবতার দিক দিয়ে সে ছিল অগ্রগামী। স্বামীর চাকরি নেই

বলেই সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে। কাজ করতে এসে ঐ বাড়ির ছেলের সঙ্গো ভাইবোনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মমতা অভাবে পড়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করে ঠিকই কিন্তু তার আত্মমর্যাদাবোধ আছে।

উদ্দীপকের সুরাইয়া এক হতভাগ্য নারী। বিয়ের কিছুদিন পরেই তার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। একমাত্র কন্যা সন্তানকে নিয়ে বড়ো অসহায় হয়ে পড়েন। তবে তিনি সাহস হারাননি। ইতোমধ্যেই তিনি সেলাইয়ের কাজ শিখেছেন এবং কয়েকটি সেলাইয়ের মেশিন কিনে নিজের ঘরেই তৈরি করেন ছোটো এক কারখানা। দুই-তিন বছরের মধ্যেই তিনি সফলতা লাভ করতে শুরু করেন। এভাবে উদ্যমী এই নারী হয়ে ওঠেন আত্মবিশ্বাসী। তার যেমন অভাবের সংসার এবং আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব ছিল তেমনি মমতা গল্পকথকের বাসায় রাঁধুনির কাজ করে সংসার চালানোও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল। উভয় চরিত্র পরিশ্রম করে সংসার পরিচালনা করেছেন। তাই বলা যায় সুরাইয়া ও মমতাদি চরিত্র দুটি দায়িত্ব পালনের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : পরিশ্রম করে পরিবারের দায়িত্ব পালন করার দিক থেকে উদ্দীপকের সুরাইয়া 'মমতাদি' গল্পের মমতাদির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমকে পুঁজি করেই সুরাইয়া সমাজের প্রতিষ্ঠিত এক নারী।"– 'মমতাদি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'মমতাদি' গল্পে দেখা যায়, নিজের দরিদ্রতাকে আড়াল করতেই মমতা প্রাণপণ চেষ্টায় সংকোচ জয় করে ফেলেছিল। সে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ঘরের মেয়ে হয়েও সংসারের অভাব বলে কাজ খুঁজতে বেরোয় এবং গল্পকথকের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নেয়।

উদ্দীপকের সুরাইয়া যেমন উদ্যমী তেমনি পরিশ্রমী। স্বামী মারা গেলেও তিনি মনোবল অটুট রেখে সেলাইয়ের কাজ করেছেন। আত্মপ্রত্যয়ী সুরাইয়া ধীরে ধীরে কয়েকটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন এবং নিজের ঘরকেই একটা ছোটো কারখানা বানিয়ে ফেলেন। এভাবে তিনি সফলতা লাভ করেন। দুঃখকে জয় করে তিনি এখন সুখী এক নারী।

'মমতাদি' গল্পের মমতাও তার মতো আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাবোধ ঘরের মেয়ে। সংসারের অভাবের কারণে অন্যের বাড়িতে সে কাজ করে। তার কাজ দেখে গৃহকর্তার বাড়ির সবাই খুবই খুশি হয়। এক পর্যায়ে বাড়ির অল্পবয়সি ছেলেটির সাথে তার ভাব জমে ওঠে। কিন্তু মমতা সেদিকে বেশি নজর না দিয়ে নিজের কর্তব্যসম্পাদনে বেশি আগ্রহী। তেমনি উদ্দীপকের সুরাইয়া অত্যন্ত পরিশ্রমী। তিনি আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমকে পুঁজি করে আজ সমাজের প্রতিষ্ঠিত এক নারী। তাই যথার্থই বলা যায় আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমকে পুঁজি করে কাজ করাই সুরাইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

উত্তরের মূলকথা : আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমকে পুঁজি করেই সুরাইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আলটিমেটাম' হলো চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ।

খ পাকিস্তানি মিলিটারি দ্বারা অবরুদ্ধ দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে বলেই মুক্তিফৌজ কথাটা এত ভারী।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী এদেশের মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা ঢাকাসহ সারাদেশকেই একরকম অবরুদ্ধ করে রাখে। এরকম অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশকে শত্রুমুক্ত করার গুরুভার কাঁধে তুলে নেয় মুক্তিবাহিনী। সংগত কারণেই মুক্তিফৌজ কথাটি লেখিকার কাছে ভারী মনে হয়।

উত্তরের মূলকথা : পাকিস্তানি মিলিটারি দ্বারা অবরুদ্ধ দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে বলেই মুক্তিফৌজ কথাটা এত ভারী।

গ অন্যায়-অত্যাচারের দিক থেকে উদ্দীপকের মিলিটারিদের কর্মকাণ্ড 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সাথে সম্পর্কিত।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় লেখিকা নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ পরিস্থিতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের কথাও বর্ণনা করেছেন। তাদের অন্যায় আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে সেসময় মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

উদ্দীপকের মহি আলম চৌধুরী নামের এক সার্জেন্টের কথা বলা হয়েছে। দেশবাসীর সর্বাঙ্গীন মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধনপুর বোর্ড অফিস মিলিটারি ক্যাম্পে অপারেশন চালানোর সময় শত্রুসেনার হাতে ধরা পড়ে যান তিনি। অবশেষে তাদের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে একদিন মারা যান। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা পাকিস্তানি মিলিটারিদের এমন নৃশংসতার কথা 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায়ও একইভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে লেখিকা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নিহত অসংখ্য মানুষের লাশ নদীতে ভেসে যাওয়ার উল্লেখ করেছেন। এদিক থেকে উদ্দীপকের মিলিটারিদের কর্মকাণ্ড 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সাথে সম্পর্কিত।

উত্তরের মূলকথা : অন্যায়-অত্যাচারের দিক থেকে উদ্দীপকের মিলিটারিদের কর্মকাণ্ড 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ "উদ্দীপকের মহি আলম চৌধুরী আর 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমীর চেতনা একই সূত্রে গাঁথা।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'একাত্তরের দিনগুলি' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক রচনা। সংগত কারণে রচনাটি লেখিকার তৎকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতারই বয়ান। এরই অংশ হিসেবে সেখানে লেখিকার সন্তান রুমীর মুক্তিযুদ্ধে যোগদান এবং দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কথকতাও ফুটে উঠেছে, যেখানে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি ও নির্যাতনের শিকার হন।

উদ্দীপকে মহি আলম চৌধুরী নামের একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা বলা হয়েছে। পেশায় তিনি পুলিশ সার্জেন্ট ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। এক্ষেত্রে দেশবাসীর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাই ছিল তার যুদ্ধে অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য। তবে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি তাদের হাতে ধরা পড়েন এবং নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার এই আদর্শের দিকটি আলোচ্য রচনার রুমীর মাঝেও একইভাবে লক্ষ করা যায়।

'একাত্তরের দিনগুলি' রচনায় ঢাকাসহ সারা দেশের অবরুদ্ধ পরিস্থিতি, আতঙ্কগ্রস্থ জনজীবন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ভূমিকাসহ নানান বিষয় স্থান পেয়েছে। পাকিস্তানি সেনাদের অন্যায়-আগ্রাসন এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ডে এদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং দেশবাসীর শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য, যেমনটি উদ্দীপকের সার্জেন্ট মহি আলম চৌধুরী ও আলোচ্য রচনার রুমীর কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হয়। এ

দিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মহি আলম চৌধুরী আর 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনার রুমীর চেতনা একই সূত্রে গাঁথা।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ভিস্তি' হলো পানি বহনের জন্য চর্ম নির্মিত এক প্রকার থলে।

খ রাজার পায়ের ধুলা দূর করতে না পারলে পণ্ডিতেরা কেউ রক্ষা পাবে না শুনে তাদের মুখ চুন হয়েছিল।

রাজা তার পায়ে ধুলা লাগাতে চান না। তিনি রাজ্যের মন্ত্রী ও অন্যান্যদের এর প্রতিকার করতে বলেন। তার পায়ে ধুলা লাগে অথচ সবাই বসে বসে বেতন ভোগ করছে। এজন্য তিনি বলেন, পায়ে ধুলা না লাগার উপায় বের করতে ব্যর্থ হলে কারও রক্ষা থাকবে না। রাজার এমন ঘোষণা শুনে কঠিন শাস্তির আশঙ্কায় পণ্ডিতের মুখ চুন হয়েছিল।

উত্তরের মূলকথা : ধুলা সমস্যার সমাধান না করতে পারলে পণ্ডিতের প্রাণ সংশয় হবে সে কারণে তার মুখ ফ্যাকাশে (চুন) হয়ে গিয়েছিল।

গ উদ্দীপকের মজিদের কর্মকাণ্ডে 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার রাজার পায়ের ধুলা না লাগার উপায় খোঁজার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় রাজা তার পায়ে যাতে ধুলা না লাগে সে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে নির্দেশ করে। অন্যথায় তাদের বেতন বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। মন্ত্রী ও রাজ্যের পণ্ডিতরা তখন ধুলা দূর করার কৌশল খুঁজতে অস্থির হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের মজিদও কৃষি কর্মকর্তার আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ফসলের ক্ষেতে টিয়া পাখি তাড়ানোর জন্য উপায় বের করতে কর্মকর্তা দায়িত্ব দেন মজিদকে। উপায় বের করতে না পারলে পদোন্নতি না হওয়ার ভয়ে মজিদ অফিসের অন্যদের সাথে নিয়ে মতবিনিময় করে। তার এই কর্মকাণ্ড 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার মন্ত্রী ও পণ্ডিতদের কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে। তারাও রাজার নির্দেশ পালনে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাজার পায়ে ধুলা না লাগার উপায় বের করতে রাজ্যের জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরামর্শ করে। এভাবে তারা বিভিন্ন উপায় বের করলেও কোনোটিই কাজে আসে না। অবশেষে এক চর্মকারের বুদ্ধিতে রাজার পায়ে ধুলো না লাগার সমস্যার সমাধান হয়।

উত্তরের মূলকথা : 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় রাজা মন্ত্রীকে তার পায়ে যেন ধুলা না লাগে সে উপায় খুঁজতে বলেছিলেন। ঠিক একইভাবে উদ্দীপকের কৃষি কর্মকর্তা মোতালেব তার অধস্তন মজিদকে সমস্যার সমাধান খুঁজতে বলেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের মজিদের কর্মটির সমাধান ও 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার সমস্যার সমাধান ছিল সাধারণ মানুষের অসাধারণ বুদ্ধির'–মন্তব্যটি যথার্থ।

'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় চর্মকার রাজার পায়ে যাতে ধুলা না লাগে সে ব্যবস্থা করেন। মন্ত্রী ও পণ্ডিতদের মতো জ্ঞানীগুণীরা বার বার চেষ্টা করে এ সমস্যার সমাধানে কোনো কৌশল বের করতে পারে না। অথচ অতি সাধারণ এক চর্মকার খুব সহজেই সমস্যার সমাধান করে দেন নিজ বুদ্ধির জোরে।

উদ্দীপকের মজিদ কৃষি কর্মকর্তার সহকারী। ফসলের ক্ষেতে পাখি তাড়ানোর জন্য তাকে উপায় বের করতে বলা হয় । উপায় বের করতে ব্যর্থ হলে তার পদোন্নতি হবে না বলে জানানো হয়। কৃষি কর্মকর্তা অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তার সহকারীর ওপর উপায় বের করার দায়িত্ব দেন। মজিদ অফিসের অন্যদের সাথে পরামর্শ করে অসাধারণ সমাধান বের করেন।

'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায়ও জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত ও মন্ত্রীরা রাজার পায়ে ধুলো না লাগার উপায় বের করতে পারে না। তারা সবাই মিলে নানা পরামর্শও করে। কিন্তু কোনোটিই সমস্যা সমাধানে কার্যকর হয় না, বরং রাজ্যের ধুলো ঝাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাজ্যকে ধূলিময় করে তোলে। তখন রাজ্যের মধ্যে দুর্যোগ দেখা দেয়। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশেষে এক সাধারণ চর্মকার ধুলা সমস্যার সমাধান দেয়। উদ্দীপকের মজিদও ক্ষেত থেকে পাখি তাড়ানোর উপায় বের করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। সাধারণ হয়েও অসাধারণ বুদ্ধিতে সমস্যার সমাধান করায় চর্মকার ও উদ্দীপকের মজিদের কর্ম সাদৃশ্যপূর্ণ। এদিক বিবেচনায় আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের মজিদের সমস্যার সমাধান এবং 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতার চামার-কুলপতির সমস্যা সমাধান একই সমান্তরাল। কারণ দুজনেই ছিলেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাদের কাজটি ছিল অসাধারণ বুদ্ধির।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

খ উক্তিটির মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়ের একাত্মতা দেখানো হয়েছে।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভাদীপ্ত নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করে। তিনি আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তির প্রতীক, সমৃদ্ধির প্রতীক। তাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বাঙালি পরিচয়ে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো।

উত্তরের মূলকথা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টি আলোচ্য অংশে প্রকাশিত হয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চেতনার ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রকথা, নাট্যকথা, সংগীত ইত্যাদিতে বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ। বিদ্রোহ-সংগ্রামে বাঙালির ইতিহাস বীরত্বপূর্ণ। ইংরেজদের অত্যাচার, পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, সকল অনাচারকে বীর বাঙালি শক্তি, সাহস ও মনোবল দিয়ে প্রতিহত করেছে। আমার পরিচয় কবিতায়ও এমন ভাব বিধৃত হয়েছে।

'আমার পরিচয়' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে সংগ্রামী চেতনা ও ইতিহাস ঐতিহ্যের নানা বিষয়। এ কবিতায় কবি অঙ্কন করেছেন সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পটভূমি। যুগে যুগে বাঙালিরা নানা আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহ আর মতাদর্শের বিকাশ হতে হতে এসে পৌঁছেছে আজকের বাংলায়। পাল যুগের চিত্রকলা, মুসলিম ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন এবং সবশেষে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে এ কবিতায় বিধৃত করা হয়েছে। উদ্দীপকেও এরূপ বিদ্রোহী ভাব-চেতনা ও সংগ্রামী ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চেতনার ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চেতনার ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ 'বাংলার ঐতিহ্যই আমার পরিচয়'— উদ্দীপক ও 'আমার পরিচয়' কবিতা অবলম্বনে মন্তব্যটি যথার্থ।

'আমার পরিচয়' কবিতায় কবির মতে, বাঙালি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধিশালী। সেই পালযুগ থেকে শুরু করে পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত বাঙালি আন্দোলন, বিদ্রোহ, সংগ্রাম করেছে। আর এই সকল শাসকগোষ্ঠীর শাসনামলে বাংলায় তৈরি করা হয় বিভিন্ন স্থাপত্য যা আজও আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকেও এরূপ ঐতিহ্যের বিষয়টি বিবৃত করা হয়েছে। সেইসকল সংগামী চেতনা উঠে এসেছে। হাজার বছরের ঐতিহ্য, নাট্যকথা, শিল্পকলা, সংগীতকলা, চিত্রকলা বাংলার যেমন সমৃদ্ধ এক সংস্কৃতি তেমনি বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মানুষ শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছে। লক্ষ শহিদের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

'আমার পরিচয়' কবিতায় যেমন ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংগ্রামী পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও সেই ভাব ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতায় কবি তুলে এনেছেন বাংলার প্রকৃতি, চর্যাপদ, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য, কৈবর্ত বিদ্রোহ, পালযুগের চিত্রকলা, বৌদ্ধবিহার, বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম, সবশেষে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ। এসবই ঐতিহ্য-চেতনার পরিচয় বহন করে। উদ্দীপকেও বাংলার ঐতিহ্য ও সংগ্রাম-সফলতা সম্পর্কে নানা বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। তাই যথার্থই বলা যায় 'বাংলার ঐতিহ্যই আমার পরিচয়'।

উত্তরের মূলকথা : 'বাংলার ঐতিহ্যই আমার পরিচয়'— উদ্দীপক ও 'আমার পরিচয়' কবিতা অবলম্বনে মন্তব্যটি যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জীবনানন্দ দাশের কবিতার মৌলিক প্রেরণা হলো প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য।

খ 'পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল' বলতে কবি বুঝিয়েছেন যে, পৃথিবীর সব বস্তুগত উপাদানই ধ্বংস হয় কিন্তু প্রকৃতি টিকে থাকে তার সৃষ্টিশীল রূপ নিয়ে।

পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরকাল টিকে থাকে না। কিন্তু শিশিরের জলে ভেজা চালতাফুল চিরকাল গন্ধ ছড়াবে। কবির এই বোধের মধ্যে প্রকৃতির এক শাশ্বত রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে প্রকৃতি টিকে থাকবে চিরকাল এবং চিরকালই তার নতুনত্ব দিয়ে ভরিয়ে রাখবে পৃথিবীকে – আলোচ্য পঙ্ক্তিটির দ্বারা কবি এটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

উত্তরের মূলকথা : আলোচ্য পঙ্ক্তিটিতে কবি বোঝাতে চেয়েছেন, পৃথিবীর সব বস্তু ধ্বংস হবে, কিন্তু প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধে মাধুর্য ছড়াবে চিরকাল।

গ উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার ক্ষয়িষ্ণু ও বিনির্মাণ চেতনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত, সেই সাতজন পৃথিবীতে বেঁচে নেই। কিন্তু টেবিলটা এখনো আছে। সাতটা পেয়ালা আজও খালি নেই। যে বাগানে তারা বসেছিল সেই বাগানে এসেছে নতুন কুঁড়ি। কিন্তু সেই বাগানের মালি নেই। এসব কথার তাৎপর্য হলো এ পৃথিবীতে একদিকে চলে ধ্বংস, অন্যদিকে বিনির্মাণ। ক্ষয়িষ্ণু ও বিনির্মাণ মিলিয়েই এই জগৎসংসার এগিয়ে চলে। সভ্যতা ধ্বংস হয়, আবার নির্মাণ হয়।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায়ও তেমনি চেতন মনের ভাবনা চমৎকার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে কবি ব্যক্ত করেছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চির চলমানতা ও বিনির্মাণের কথা। প্রকৃতি কখনোই তার রূপ-রস-গন্ধ হারায় না। কিন্তু মানুষ মরণশীল। কবিকেও এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। সুন্দর এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনায় তিনি বেদনাহত। মৃত্যু মানুষের জীবনের এক চরম সত্য। সময়ের স্রোতে মানুষ হারিয়ে যায় বিলীন হয় তার অস্তিত্ব। কিন্তু প্রকৃতি চির সবুজ, চির সজীব, চির চঞ্চল। একদিকে ধ্বংস হলে অন্যদিকে চলে তার বিনির্মাণ। উদ্দীপকে ভাঙা-গড়ার এরূপ দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার ক্ষয়িষ্ণু ও বিনির্মাণ চেতনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলভাবের সমগ্রতা প্রকাশে উদ্দীপকের অনেকাংশেই সক্ষমতা রয়েছে।

প্রকৃতির সমস্ত উপাদান তার নিজস্ব গতিতে চলমান। প্রকৃতির এই চলার ছন্দের কখনো পতন ঘটবে না। কারণ প্রকৃতি কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। জাগতিক নিয়মে নশ্বর মানবজীবনস্রোত চলে অবিনশ্বর প্রকৃতির বিপরীতে।

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় অনুরূপ বক্তব্যই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবিতায় একদিকে প্রকৃতির মাহাত্ম্য উপস্থাপন করা হয়েছে অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার বিনির্মাণ অঙ্কন করা হয়েছে। মানুষের মরণশীলতা আর প্রকৃতির প্রবাহমান পালাবদলই উক্ত কবিতায় ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকেও স্বল্প পরিসরে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, যে সাতজন ব্যক্তি টেবিলে বসে খেয়েছে তারা আজ আর নেই, কিন্তু টেবিলটা ঠিকই রয়েছে। সাতটা পেয়ালা আজও খালি নেই। যে বাগানে তারা ছিল সেই বাগান আগের মতোই আছে এবং সেখানে গাছপালায় ভরা এবং ফুলে নতুন কুঁড়ি এসেছে। শুধু সেইদিনের বাগানের সেই মালি নেই। এভাবে দেখা যায়, পৃথিবীতে একদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা বিরাজ করে অন্যদিকে বিনির্মাণও চলে। মানুষ মরে যায়, প্রকৃতি ঠিকই চিরবহমান থাকে। তবে উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর পরিসর স্বল্প হলেও বলা যায় উদ্দীপকটির 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলভাব

ধারণে সক্ষমতা আছে।

উত্তরের মূলকথা : 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলভাবের সমগ্রতা প্রকাশে উদ্দীপকের অনেকাংশেই সক্ষমতা রয়েছে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক হরিকাকুর সাথে বুধার জামগাছতলায় দেখা হয়।

খ পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজেদের একতাবদ্ধ অবস্থার দিকটি বোঝানোর জন্য বুধাকে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাকিস্তানি মিলিটারি বুধার গ্রামে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডে ভীত হয়ে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। আর যারা এলাকায় থেকে যায়, তারা দিনে দিনে হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে থাকে। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও মনে মনে সবাই একই ধারণা পোষণ করতে থাকে। ফলে উপন্যাসের বুধা যখন দোকানে আলি ও মিঠুর সঙ্গে কথা বলে, তখন তাদের চিন্তাচেতনায় একই ভাবধারা প্রকাশ পায়। আর এই চেতনাগত ঐক্যবন্ধের দিকটি বোঝানোর জন্যই বুধাকে বলা হয়েছে, 'আমরা তিন জন নই, একজন।'

উত্তরের মূলকথা : চেতনাগত ঐক্যবন্ধতায় উক্তিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গ সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং দায়িত্বশীলতার দিক থেকে উদ্দীপকের মর্জিনার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুধা। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে তার ঠাঁই হয় চাচির সংসারে। কিন্তু অভাবের সংসারে চাচি তাকে বেশিদিন রাখতে পারেননি। নিজ সন্তানদের ভরণপোষণে সমস্যা হবে ভেবে তিনি কিশোর বুধাকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে বলেন।

উদ্দীপকের রামীম একজন এতিম কিশোর। সাভারের রানা প্লাজা ধসে পড়লে সেখানে কর্মরত অবস্থায় তার বাবা-মা দুজনেই মারা যায়। এমতাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন রামীমকে কাছে টেনে নেন বাড়ি-মালিকের স্ত্রী মর্জিনা। নিজেদের অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি রামীমের থাকা খাওয়াসহ স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। পক্ষান্তরে, আলোচ্য উপন্যাসের বুধার চাচি নিজেদের কথা ভেবে এতিম কিশোর বুধাকে নিজের দায়িত্ব নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। অর্থাৎ বুধার চাচি উদ্দীপকের মর্জিনার মতো বুধার প্রতি সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল নয়। এদিক থেকে মর্জিনার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : সহানুভূতিশীল মনোভাব এবং দায়িত্বশীলতার দিক থেকে উদ্দীপকের মর্জিনার সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার চাচির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ পিতৃমাতৃহীন হওয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও পরিণতি বিবেচনায় উদ্দীপকের রামীম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধা এক এতিম কিশোর। কলেরার প্রকোপে এক রাতের মধ্যে পরিবারের সকলকে হারিয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কিছুদিন চাচির বাড়িতে থাকলেও অভাবের কারণে চাচি তার ভরণপোষণের বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেন। ফলে কিশোর বয়সেই একরকম যাযাবর জীবনে পদার্পন করতে হয় তাকে।

উদ্দীপকে সাভারের রানা প্লাজা ধসে পড়াকে কেন্দ্র করে রামীম নামের এক সাত বছরের কিশোরের জীবনের ট্রাজেডিকে তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত দুর্ঘটনায় রামীমের বাবা-মা দুজনেই নিহত হন। এমতাবস্থায় বাড়ি-মালিকের স্ত্রী মর্জিনা তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নেন। তার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও আন্তরিকতায় অবশেষে রামীম স্কুলে ভর্তি হয়। এভাবে রামীমের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে মর্জিনা তাকে আলোর পথ দেখান।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে পিতৃমাতৃহীন এক কিশোর বুধাকে কেন্দ্র করে। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর প্রাথমিকভাবে চাচির সংসারে আশ্রয় পেলেও তা স্থায়ী হয়নি। ফলে কিশোর বয়সেই বুধাকে তার নিজের দেখভালের দায়িত্ব নিতে হয়, যা উদ্দীপকের রামীমের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তাছাড়া এ উপন্যাসে বুধা অবতীর্ণ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকায়। দেশবাসীকে শত্রুমুক্ত করতে তাকে অত্যন্ত সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। এর মধ্য দিয়ে সে তার ছন্নছাড়া জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও খুঁজে পায়। উদ্দীপকের রামীমের মাঝে এরকম কোনো বিষয় লক্ষ করা যায় না। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : পিতৃমাতৃহীন হওয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও পরিণতি বিবেচনায় উদ্দীপকের রামীম 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপন্যাসের আখ্যানভাগ হলো এর কাহিনি।

খ স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে দিনরাত কোনো বাধা নয় বলে আলো-আঁধার দুটোই বুধার কাছে সমান।

বুধা এতিম হওয়ায় হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তার চোখে রাত পোহালে দিনের আলো, সূর্য ডুবলে আঁধার। তার কাছে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সব সমান। সে মনে করে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই তার জন্য রাস্তা খোলা, অর্থাৎ কোনো পিছুটান নেই তার। দিন-রাতের কোনো পার্থক্য নেই তার কাছে। স্বাধীনচেতা বুধার কাছে তাই আলো-আঁধার দুটোই সমান।

উত্তরের মূলকথা : স্বাধীনচেতা বুধার কাছে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে আলো-আঁধার কোনো বাধার সৃষ্টি করে না।

গ উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

কাকতাড়ুয়া' মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি সার্থক উপন্যাস। কিশোর বুধাকে উপলক্ষ্য করে ঔপন্যাসিক এখানে মুক্তিযুদ্ধের মহিমা তুলে

ধরেছেন। বুধার গ্রামেও পাকিস্তানি মিলিটারিরা এসে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ঘরবাড়ি, দোকানপাট। এই আগুন আলি, মিঠু, বুধা, শাহাবুদ্দিনসহ সকল বাঙালির মনে জাগ্রত করে প্রতিশোধস্পৃহা। বাঙালির আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা।

উদ্দীপকের সুমন তার পরিবারের সঙ্গে সাভারে বেড়াতে গিয়ে স্মৃতিসৌধ দেখে অবাক হয়ে যায়। সে জানতে পারে মুক্তিযুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের আত্মত্যাগের স্মরণে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়েছে। সুমনের মতো তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই স্মৃতিসৌধ।

উত্তরের মূলকথা : মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগী শহিদদের কথা মনে করিয়ে দেয় স্মৃতিসৌধ।

ঘ "উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ ও উপন্যাসের 'কাকতাড়ুয়া' উভয়ই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত দিক প্রতিফলিত হয়েছে। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বুধা সাহসী ছেলে। তার চরিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়েছে। মিলিটারিরা বাঙালির ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন করে তার প্রতিবাদে বুধা গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে মিলিটারিদের ক্যাম্পে মাইন পুঁতে রাখে। তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শাহাবুদ্দিন।

উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ মূলত শহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতি বহন করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাতের আঁধারে বাঙালির ওপর পৈশাচিক অত্যাচার চালায়। বাঙালি অস্তিত্ব রক্ষার্থে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লাখ বাঙালি প্রাণ হারায়। সাভারের স্মৃতিসৌধ সকল শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতার নানা দিক চিত্রিত হয়েছে। গ্রামের হাট-বাজার, ঘরবাড়ি পোড়ানো, অসহায়-নিরীহ মানুষদের হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে তারা বাঙালিকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। বাঙালি জাতি পাকিস্তানি বাহিনীর এসব অন্যায় অত্যাচার মেনে নেয়নি, তারা প্রতিবাদ ও সংগ্রামের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উপন্যাসে আমরা কাকতাড়ুয়া বুধাকে শত্রুদের প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালন করতে দেখি। ১৯৭১ সালের সেই মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধ আর উপন্যাসের 'কাকতাড়ুয়া' উভয়ই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহন করে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাকতাড়ুয়া বুধা মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখায় মুক্তিযুদ্ধের অংশ হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকে অম্লান করার জন্য স্মতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যাস্ত আইন হলো এমন একটি আইন যে আইনে নির্ধারিত দিনে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই সরকারি রাজস্ব পরিশোধ করতে হয়।

খ বজরা আর নৌকার মধ্যে সংঘর্ষের মতো দুর্ঘটনার কবলে পড়েও মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় বহিপীর বলেন, 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যিই মুশকিল।'

ঝড়ের সময় বজরা আর নৌকা একই সঙ্গে খালের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে এবং তখন নৌকা ও বজরার মধ্যে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা আধা ডোবা হয়ে যায়। আর বহিপীর দুর্ঘটনার কবলে পড়লে মরতে মরতে বজরায় আশ্রয় পেয়ে বেঁচে যান। এজন্য তিনি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

উত্তরের মূলকথা : বজরা আর নৌকার সংঘর্ষের মতো দুর্ঘটনার কবলে পড়েও মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় বহিপীর বলেন, 'খোদার ভেদ বোঝা সত্যিই মুশকিল।'

গ উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো সামাজিক কুসংস্কার।

'বহিপীর' নাটকে সামাজিক কুসংস্কারের দিকটি ফুটে উঠেছে। কারণ সমাজের লোকরা কুসংস্কারের কারণে বহিপীরের আনুগত্য করে। পিরের সেবা করাকেই তারা পূণ্যের কাজ মনে করে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। কারণ পির প্রথার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ভণ্ড পিরেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে। কুসংস্কারে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই কেবল পিরের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে।

উদ্দীপকের রূপা মাথা ঘুরে ছাদে পড়ে যায়। এজন্য পির সাহেব তাকে ঝাড়-ফুঁক দেন। কিন্তু রূপা ঝাড়-ফুঁকে বিশ্বাসী নয়। অথচ তার পরিবার ঝাড়-ফুঁকেই বিশ্বাস করে। পির সাহেবের খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। ভালো খাবারের আয়োজন ও পিরের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মূলত রূপার পরিবার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য তারা পিরের অন্ধ অনুসকরণ করে আসছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো সামাজিক কুসংস্কার।

উত্তরের মূলকথা : 'বহিপীর' নাটকে সামাজিক কুসংস্কারের দিকটি ফুটে উঠেছে। একইভাবে, রূপার পরিবারও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য তারা পিরের অন্ধ অনুসরণ করে আসছে।

ঘ "উদ্দীপকের রূপা প্রতিবাদ করলেও সে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা নয়।"– মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরা সৎ মায়ের প্রতিহিংসার শিকার হয়। তার সৎ মা ও বাবা বহিপীরের অন্ধভক্ত। তারা বহিপীরের খেদমতের জন্য বহিপীরের সাথে তাহেরার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু তাহেরা মন থেকে এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের রূপার বাবা সাহেব আলী পিরের অন্ধভক্ত। একদিন পির সাহেব তাদের বাসায় আসে। তার বাবা-মা পিরের সেবাযত্নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলা রূপা ছাদে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। আর এ খবরটি পিরের কানে পর্যন্ত পৌঁছে। পির সাহেব তখন রূপাকে

ঝাড়-ফুঁক করেন। এতে রূপা রেগে গিয়ে বলে, আমি ডাক্তারের কাছে যাব।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরার বাবা-মা বহিপীরের অন্ধ অনুসারী ছিল। কিন্তু তাহেরা পির প্রথার বিশ্বাসী ছিল না। এজন্য সে বহিপীরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়নি। বিবাহ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। বাড়ি থেকে পালানোর মাধ্যমে তাহেরার প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্দীপকের রূপা পিরের প্রতি রাগান্বিত হয়ে প্রতিবাদ করলেও তাহেরার মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারেনি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রূপা পিরের প্রতি রাগান্বিত হয়ে প্রতিবাদ করলেও সে তাহেরার মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে পারেনি। আর তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলা যায়।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যাস্ত আইন ১৭৯৩ সালে প্রণীত হয়।

খ নৌকাডুবি থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া এবং অন্য একটা নৌকায় আশ্রয় পাওয়ার কারণ উপলব্ধি করে বহিপীর আলোচ্য উক্তিটি করেছিলেন।

বহিপীরের স্ত্রী তাহেরা বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে গেলে তিনি তার সহযোগী হকিকুল্লাহকে নিয়ে স্ত্রীকে খুঁজতে বের হন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে বহন করা নৌকাটি বড়ো বজরার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। তিনি ও তার সহযোগী কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে জমিদার হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেন। জমিদার বহিপীরের দুর্ঘটনায় কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করলে, তিনি আলোচ্য উক্তিটি করেন। কেননা তিনি মনে করেন, খোদার ইচ্ছাতেই দুনিয়ার সকল কিছু ঘটে থাকে। এই দুর্ঘটনার পেছনে অবশ্যই কোনো গূঢ়তত্ত্ব আছে।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীর নৌকাডুবি থেকে জীবন পাওয়া এবং অন্য একটি নৌকায় আশ্রয় পাওয়া প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি করেছিলেন।

গ উদ্দীপকের আজিজ সাহেব 'বহিপীর' নাটকের জমিদার হাতেম আলি চরিত্রের প্রতিবিম্ব।

হাতেম আলি একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে সূর্যাস্ত আইনে তার জমিদারি নিলামে উঠেছে। নিজের জমিদারি বাঁচাতে তিনি অর্থসংগ্রহের জন্য শহরের বন্ধুর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করেন। কিন্তু তার বন্ধু কথা দেওয়ার পরও তাকে কোনো অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ফলে তিনি পূর্বপুরুষের জমিদারি হারানোর বেদনায় কাতর।

উদ্দীপকের আজিজ সাহেব একজন শিল্পপতি। হঠাৎ তার পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড হলে তিনি নিঃস্ব হয়ে যান। বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি পুনরায় কারখানা চালুর উদ্যোগ নিলেও ব্যর্থ হন। ফলে তিনি ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে হতাশায় বিমর্ষ হয়ে বসে থাকেন। যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করি আলোচ্য নাটকের জমিদার হাতেম আলির মধ্যে। তিনি জমিদারি হারানোর বেদনায় দিশেহারা। অর্থাৎ এরূপ মানসিক অবস্থার দিক দিয়ে উদ্দীপকের শিল্পপতি আজিজ সাহেব আলোচ্য নাটকের জমিদারি হারাতে বসা হাতেম আলির প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছেন।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের আজিজ সাহেব এবং 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলি দুজনেই বন্ধুর সাহায্য লাভে ব্যর্থ হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবনযাপন করেন। এদিক থেকে দুজনের চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সীমার মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীন সত্তার পরিচয় ফুটে ওঠায় সে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা-মা বৃদ্ধ বহিপীরের সঙ্গে তার বিয়ের আয়োজন করে। কিন্তু এ বিয়ে ছিল অসমতার আর তাহেরার কোনো মতামতও এখানে গ্রহণ করা হয়নি। তাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা তাহেরা বিয়ে করতে অসম্মত হয়ে বিয়ের পরই আসর থেকে পালিয়ে যায়। এমনকি ঘটনাচক্রে বহিপীরের মুখোমুখি হলেও তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না। এর মধ্যদিয়ে তাহেরা চরিত্রের প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

উদ্দীপকের শিল্পপতি আজিজ সাহেব অগ্নিকাণ্ডে তার কারখানা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তখন তার ছেলে সংসারের হাল ধরতে এগিয়ে আসেন। তার ছেলে জাবেদ বাবাকে ধৈর্য ধরতে বলেন এবং সংসারের হাল ধরার ও ছোটো বোন সীমার বিয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু সীমা বিয়ে করতে রাজি না হয়ে পড়াশোনা করে ভাইয়ের মতো তার বাবাকে সাহায্য করতে চায়।

'বহিপীর' নাটক ও আলোচ্য উদ্দীপকের কাহিনি পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই, তাহেরা ও সীমা উভয়েই স্বাধীন সত্তার অধিকারিণী। কারণ তারা দুজনেই অন্যের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। তারা নিজের মনের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে তাহেরা আশ্রয় পেয়েছে হাতেম আলির বজরায় আর সীমা পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তার ভাইয়ের মতো বাবার বিপদে সহযোগিতা করতে চায়। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হলে তাহেরা বিয়ের আসর থেকে যেমন পালাতো না। তেমনি সীমাও অন্যের সংসার করার গুরুত্ব দিত। সুতরাং ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীনচেতা মানসিকতার কারণে উদ্দীপকের সীমা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : ব্যক্তিত্ববোধ ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য উদ্দীপকের সীমা 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

মডেল টেস্ট- ১০

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ⓚখ	২	খ	৩	গ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ	২০	খ	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	গ

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'গরাদ' হলো জানালার সিক।

খ সাবধান করার পরও অপু মায়ের কাছে আম খাওয়ার কথা প্রকাশ করায় দুর্গা প্রশ্নোক্ত কথা বলেছিল।

দুর্গা আম চুরি করে খাওয়ার সময় বারবার অপুকে সাবধান করেছে মাকে যেন না বলে; কারণ মা জানতে পারলে তাকে বকা দিবে। কিন্তু শসা খাওয়ার সময় হঠাৎ অপু ভুল করে মায়ের সামনে বলে ফেলে 'আম খেয়ে দাঁত টক হয়ে গিয়েছে'। ঠিক এ সময়ে স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দোহাতে এলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় দুর্গা। এজন্যই দুর্গা বলেছিল, 'হাবা একটা কোথাকার, যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!'

উত্তরের মূলকথা : সাবধান করার পরও অপু মায়ের সামনে আম খাওয়ার কথা প্রকাশ করায় দুর্গা তাকে হাবা বলেছিল।

গ উদ্দীপকের রহিমের আচরণে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু-দুর্গার দুরন্ত শৈশবের দিকটির ছায়াপাত ঘটেছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে দুর্গা ও অপুর শৈশবের রঙিন চিত্র ফুটে উঠেছে। দুর্গা পাড়া-জঙ্গালে ঘুরে ঘুরে ফলপাকুড় সংগ্রহ করে। সেগুলোর ভাগ ছোটো ভাইকেও দেয়। অপু-দুর্গার সম্পর্ক বেশ মধুর। দুর্গা চুরি করে আম এনে অপুকে দেয়। ছোটো অপুর নির্বুদ্ধিতার কারণে তাকে বকাবকিও করে। বুঝতে না পারা ভুলের জন্য অপুকে আর কিছু এনে দেবে না বলে ভয় দেখায়। এই বয়সে তাদের ছোটোছুটি আর হৈচৈ করাই মানায়, সংসারের অভাব-অনটন তাদের বোঝার কথা নয়।

উদ্দীপকেও এমন চঞ্চলতা আর দুরন্তপনা ফুটে উঠেছে। সালেহা বেগমের ছেলে রহিম বেশ চঞ্চল। নদীর তীরে, বনে-বাদাড়ে কেবল ঘুরে বেড়ায় সে। কোন বাগানে বরই পেকেছে, কাঁঠাল পেকেছে, কোন গাছের আম মিষ্টি– এসবের খবর কেবল রহিমই ভালো জানে। তার কাঁধে সংসারের কোনো দায়িত্ব এসে পড়েনি। যদিও তার মায়ের অভাবের সংসার। তবুও সে কেবল খেলাধুলাতেই মেতে থাকে, কোনো কাজকর্ম সে করে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রহিমের মাঝে আলোচ্য গল্পের অপু-দুর্গার দুরন্তপনার ছায়াপাত ঘটেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের রহিমের আচরণে 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের অপু-দুর্গার দুরন্ত শৈশবের দিকটির ছায়াপাত ঘটেছে।

ঘ "উদ্দীপকের সালেহা বেগম ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার উদ্বিগ্নতার স্বরূপ একই।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পে দেখা যায়, অভাব-অনটনের সংসার সর্বজয়ার। স্বামী হরিহরের রোজগার খুবই কম। এমতাবস্থায় পুত্র-কন্যাদের নিয়ে দিনাতিপাত করতে সর্বজয়াকে বাধ্য হয়ে ধার-দেনা করতে হয়। সেই ধার-দেনা ঠিক সময় পরিশোধ করতে না পারার জন্য সর্বজয়াকে নানারূপ তিক্ত কথাও শুনতে হয়।

উদ্দীপকের সালেহা বেগমের সংসারও স্বচ্ছল নয়। সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে। শত কষ্ট করে সে সংসার চালায়। ঘরে তার পঙ্গু স্বামী। অনেক কষ্ট করে স্বামী-সন্তানকে নিয়ে সে সংসার চালায়। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাতে তাকে হিমশিম খেতে হয়; যা নিয়ে সে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। আলোচ্য গল্পেও এমন উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয়টি বিধৃত হয়েছে।

'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়া এবং উদ্দীপকের সালেহা বেগম একই পরিস্থিতির স্বীকার। তারা উভয়ই সংসারের ঘানি টেনে যাচ্ছে, অভাব-অনটনে হিমশিম খাচ্ছে। তাদের দায়িত্বের ভার নেওয়ার মতো কেউ নেই। সন্তানরা সবাই ছোটো, সংসার চালানোর মতো তাদের বয়স হয়নি, রোজগার কী জিনিস তা তারা জানে না। আনন্দ, হৈ হুল্লোড় করে বেড়ানোই তাদের প্রধান কাজ। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের সালেহা বেগম যে কারণে উদ্বিগ্ন অনুরূপ কারণে সর্বজয়ার উদ্বিগ্নতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের সালেহা বেগম ও 'আম-আঁটির ভেঁপু' গল্পের সর্বজয়ার উদ্বিগ্নতার স্বরূপ একই।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বোধন-বাঁশি হলো বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশি।

খ মেহনতি, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অবহেলাই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ।

মেহনতি মানুষই আমাদের সভ্যতার কারিগর। তারা কায়িক শ্রম দিয়ে গড়ে তোলে কলকারখানা, রাস্তাঘাট, সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রভৃতি। অথচ উচ্চবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় এই মেহনতি মানুষকে অবহেলা করে, অত্যাচার করে, শোষণ করে। শ্রমজীবী মানুষের অবদানকে অস্বীকার করা এবং তাদের অবহেলাই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ।

উত্তরের মূলকথা : তথাকথিক ছোটোলোক ও মেহনতি মানুষকে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করার জন্য আজ আমাদের এত অধঃপতন।

গ উদ্দীপকের শ্রমিকরা 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের তথাকথিক 'ছোটোলোক' সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা বিভেদ সৃষ্টিতে তৎপর থাকে। এতে সমাজে উঁচু আর নিচু শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য গড়ে ওঠে। উঁচু শ্রেণির লোকেরা নিচু শ্রেণির লোকদের ঘৃণার চোখে দেখে এবং 'ছোটোলোক' বলে অবহেলা করে। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

উদ্দীপকে গাজীপুর অঞ্চলের দরিদ্র ও অবহেলিত পোশাকশ্রমিকদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রমজীবী লোকেরা দিন-রাত পরিশ্রম করেও যথাসময়ে বেতন পায় না। তারা যেন মালিকের কাছে অবহেলার পাত্র। এ কারণে শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, যারা আমাদের সমাজের বড়ো অংশ অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, মুচি, মুটে, মজুর তারা আজ অবহেলিত। এই তথাকথিক ছোটোলোক সম্প্রদায়ের ওপরই আমাদের দেশের দশ আনা শক্তি নির্ভর করে। এদের অবহেলা করার কারণেই দেশ আজ অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শ্রমিকরা 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধের উপেক্ষিত মানুষ তথা ছোটোলোক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শ্রমিকরা আলোচ্য প্রবন্ধের তথাকথিত ছোটোলোকদের প্রতিনিধি।

ঘ "উদ্দীপকের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিই 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের কাঙ্ক্ষিত মানুষ।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

একটি দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সেই দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিত কর্মচেষ্টার ওপর। কোনো একটি বিশেষ শ্রেণির পক্ষে এককভাবে দেশের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তবে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। তাই কোনো অবস্থাতেই তাদের অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।

উদ্দীপকের পোশাকশ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। তিনি মালিকপক্ষের সাথে কথা বলে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করলে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, দেশের দশ আনা শক্তিকে উপেক্ষা করে কোনোক্রমেই দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতের মহাত্মা গান্ধী ছোটোলোকদের সাথে নিয়েই বিভিন্ন মহৎ কাজ করেছেন। ছোটোলোকদের নিজের লোক মনে করে তিনি তাদের বুকে স্থান দিয়েছেন। মূলত প্রাবন্ধিক সাম্যবাদী দৃষ্টিতে তথাকথিত ছোটোলোক নামে আখ্যায়িত বৃহৎ শক্তি শ্রমজীবীদের জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে লেখক তথাকথিত 'ছোটোলোক' সম্প্রদায় অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জাগরণ কামনা করেছেন। কারণ, শ্রমজীবীদের যথার্থ মূল্যায়ন ছাড়া দেশের ভালো উৎপাদন বা সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক ছোটোলোকদের মূল্যায়নের জন্য মালিকপক্ষকে ভাবতে বলেছেন। উদ্দীপকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মালিকপক্ষের সাথে আলোচনা করে পোশাকশ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কাজেই "উদ্দীপকের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিই 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের কাঙ্ক্ষিত মানুষ।"– মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : অবহেলিত ও শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলায় উদ্দীপকের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকের কাঙ্ক্ষিত মানুষ হয়েছেন।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক রুজ হলো গাল রাঙানোর প্রসাধনী।

খ আবদুর রহমানের বর্ণনামতে শীতকালীন সময়টা পানশিরে কাটাবেন বলে লেখক আলোচ্য কথাটি বলেছেন।

আবদুর রহমানের বর্ণনা, 'পানশিরে শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, পড়ছে পড়ছে পড়ছে– দু দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ– কী রকম বরফ পড়ে।' তখন লেখক বলেন, 'হাঁ, আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

উত্তরের মূলকথা : আবদুর রহমানের বর্ণনামতে শীতকালীন সময়টা পানশিরে কাটাবেন বলে লেখক আলোচ্য কথাটি বলেছেন।

গ দৃশ্যপট-১ এর সাথে 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমানের জন্মভূমিপ্রীতি ও এর রূপ বর্ণনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনিতে লেখক আফগানিস্তান থাকাকালীন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। সেখানে থাকাকালীন আগা আবদুর রহমান নামের এক ব্যক্তি তার দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। লেখকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে তার জন্মভূমি পানশিরের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য তাঁকে বিনিত অনুরোধ জানায়।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এর কবিতাংশে কবি তাঁর নিজগ্রামের প্রাকৃতিঘনিষ্ঠ রূপটিকে উন্মোচন করেছেন। কবির মতে, তাঁদের অনিন্দ্য সুন্দর ছোটো গ্রামটি তরুচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত। আর সেই মনোরম পরিবেশের তাঁর গৃহখানি যেন মমতাসিক্ত হয়ে আছে। এমন মধুর পরিবেশেই কবি তাঁর বন্ধুকে সাথে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। একইভাবে 'প্রবাস বন্ধু' ভ্রমণকাহিনির আবদুর রহমানও তার জন্মভূমি পানশিরের দূষণমুক্ত প্রকৃতি ও তার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরে লেখককে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এমন মনোভাব তাদের জন্মভূমিপ্রীতি এবং জন্মভূমির প্রতি রূপমুগ্ধতাকেই তুলে ধরে। এদিক থেকে দৃশ্যপট-১ এর সাথে আলোচ্য রচনার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যপট-১ এর সাথে 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমানের জন্মভূমিপ্রীতি ও এর রূপ বর্ণনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "দৃশ্যপট-২ এর কেস্টার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমান চরিত্রের বড়ো দিক"– 'প্রবাস বন্ধু' রচনা এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'প্রবাস বন্ধু' রচনায় লেখক নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর আফগানিস্তান ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে আগা আবদুর রহমান নামের এক ব্যক্তি লেখকের দেখভাল করতেন। লেখক তার কর্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এর কবিতাংশে কেস্টা নামের এক অদায়িত্বশীল গৃহকর্মীর কথা বলা হয়েছে। কাজের প্রতি তার তেমন মনোযোগ নেই। বয়স হয়ে পড়ায় সবকিছু ঠিকঠাক মনেও রাখতে পারেন না সে। অবস্থা এমন যে তিনখানা জিসিন তাকে রাখতে দিলে একখানা রাখে। আর বাকি দুটির কোনো হদিসই থাকে না। আলোচ্য রচনায় গৃহকর্মী আবদুর রহমানের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

'প্রবাস বন্ধু' রচনার অন্যতম চরিত্র আফগান আবদুর রহমান। লেখক প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে থাকাকালে আবদুর রহমান তাঁর গৃহকর্মের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এ সময় সে লেখকের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক ও বিনয়ী ছিল। শুধু তাই নয় সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সুচারুরূপে সম্পন্ন করত। সংগত কারণেই আলোচ্য রচনাটিতে লেখক তার ভূয়সী প্রসংসা করেছেন। প্রক্ষান্তরে, দৃশ্যপট-২ এর কেস্টা অদায়িত্বশীল ও গৃহকর্মে অপটু। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সে যথাযথ পালন করতে পারে না, যা আলোচ্য রচনায় আবদুর রহমানের সাথে তার বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে। এ বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

উত্তরের মূলকথা : "দৃশ্যপট-২ এর কেস্টার বিপরীত বৈশিষ্ট্যই 'প্রবাস বন্ধু' রচনার আবদুর রহমান চরিত্রের বড়ো দিক"– 'প্রবাস বন্ধু' রচনা এবং উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

<u>৪নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক মহাকাব্য যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়।

খ নাটক একই সঙ্গে পড়া ও দেখা যায় বিধায় নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়।

বিশ্বসাহিত্যে নাটক সবচেয়ে প্রাচীন। নাটকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকসমাজ। সাহিত্যের অন্য সব শাখার মধ্যে এটিই একমাত্র মাধ্যম যা সরাসরি সমাজ ও পাঠকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। নাটকের অভিনয় মানুষকে না দেখাতে পারলে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, সার্থকতা পায় না। তাই সংস্কৃত আলংকারিকগণ নাটককে দৃশ্যকাব্য বলে অভিহিত করেছেন। কেননা এ কাব্য পড়া ও দেখার জন্য রচিত।

উত্তরের মূলকথা : নাটক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিনীত হতে দেখা যায় বলে একে দৃশ্যকাব্য বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ শাখা ছোটোগল্পের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

সাহিত্যে মানুষের সামগ্রিক জীবন পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা, যুদ্ধবিগ্রহ, জয়-পরাজয়, বীরত্ব-ভীরুতা সবকিছুই প্রাধান্য লাভ করে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের জীবনধারণ, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সেগুলো গড়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে বাংলা শিক্ষক সাহিত্যের যে নবীন শাখা নিয়ে কথা বলেছেন তা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে বর্ণিত ছোটোগল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ প্রবন্ধে বর্ণিত ছোটোগল্পের যে বৈশিষ্ট্য তা 'সকল বাহুল্য বর্জন' কথার মূলভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে আলংকারিক, এটিকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে ফুলে কাঁটা ও পাতা নেই অর্থাৎ নিটোল একটি বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি 'ছোটোগল্পকে সহজ, সরল, ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি জীবনসাগরের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে দু-এক ফোঁটা অশ্রুজলের সঙ্গে ছোটোগল্পের তুলনা করেছেন। যেখানে কোনো তত্ত্ব উপদেশ থাকবে না। শেষ হলেও মনে অতৃপ্তি থেকে যাবে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবন্ধের সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ শাখা ছোটোগল্পের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : ছোটোগল্প সাহিত্যের এমন এক শাখা যেখানে উপন্যাসের মতো জীবনের পূর্ণাঙ্গ আখ্যান থাকে না। এর পরিধি ছোটো এবং আরম্ভ ও উপসংহারে নাটকীয়তা থাকে। সাহিত্যের এই শাখার প্রতি উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রতিফলিত সাহিত্য শাখার ছোটোগল্পের সঙ্গে পাঠক সমাজে সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় শাখা উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

সাহিত্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়। সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা ব্যাপক ও বিস্তৃত। সময়ের আবর্তনে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। প্রাচীন ধারার সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমান ধারার সাহিত্যের তুলনায় এ বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কোনো একটি বিশেষ শাখা নয়, ক্রমশ সাহিত্যের সব শাখাই সমৃদ্ধ হচ্ছে।

উদ্দীপকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে আলোচিত সাহিত্যের অন্যতম শাখা ছোটোগল্পের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই বিষয়টি পাঠক সমাজে সর্বাধিক পঠিত ও জনপ্রিয় শাখা উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা মিলের দিকটি হচ্ছে উভয় শাখাতেই মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ পায়। উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনা, কাহিনি ও চরিত্র বিদ্যমান। আর অমিলের দিকটি হলো ছোটোগল্প। ছোটো ছোটো দুঃখ কথার বন্ধনে তৈরি কাহিনি। এখানে ঘটনা আছে একমুখী, বহু ঘটনার সমাবেশ নেই, যা আছে উপন্যাসে। ছোটোগল্পের কাহিনির শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু উপন্যাসে এসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলো প্লট। গল্প ও বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে উপন্যাসের প্লট ও আখ্যান গড়ে ওঠে। যার পরিণতি ও পূর্ণতা আগে থেকেই অনুভব করা যায়। কিন্তু ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। ছোটোগল্প একটি বিশেষ দিকের ইঙ্গিত করে নাটকীয়ভাবে শেষ হয়। সেখানে যেন আরও কথা বলার আছে বলে মনে হয়। উভয় শাখাতেই গদ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়।

উত্তরের মূলকথা : পাঠক সমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক পঠিত এবং জনপ্রিয় সাহিত্য শাখা। ছোটোগল্প সর্বকনিষ্ঠ সাহিত্য শাখা। এর কাহিনি উপন্যাসের মতো বিস্তৃত নয়। ছোটোগল্পের সমাপ্তিতে নাটকীয়তা লক্ষ করা যায়।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক টিলার গায়ে ডালিম ফাট দেখা যায়।

খ ঝরনা নৃত্যের তালে তালে পাহাড় থেকে নেমে আসে।

পাহাড় শিখরে ঝরনার সৃষ্টি। ছন্দের তালে তালে পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রতিনিয়ত ঝরনাধারা পাথরের উপর আছড়ে পড়ে। পানির আছড়ে পড়ার সাথে সাথে পানির কণা ছিটকে যায় চারদিকে। তখন এক অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বস্তুত, ঝরনার পানি পড়া সবসময় চলতে থাকে। কখনোই এ পানির প্রবাহ শেষ হয় না। মনে হয় পাহাড়ের চূড়ায় যেন সাগর রয়েছে। এভাবেই ঝরনা পাহাড় থেকে নেমে আসে।

উত্তরের মূলকথা : পাহাড় থেকে ঝরনার পানি লাফিয়ে পাহাড়ের পাদদেশের পাথরের উপর আছড়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকটি 'ঝরনার গান' কবিতার ঝরনার আপন ছন্দে ছুটে চলার গতিময়তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুই গতিশীল। কোনো কোনোটির গতি আমরা দেখতে পাই, কোনো কোনোটি অনুভব করি। আবার কোনোটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করি। ঝরনা, নদী প্রভৃতি আপন ছন্দে ছুটে যায় সমতলের দিকে। তাদের বুকে জলের ছন্দ, জলের গতি। এদের প্রবাহে মাটি উর্বর হয় এবং ফসল ভালো হয়।

'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনার গতিময়তা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটি বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত নীরবতা ভেঙে ঝরনা আপন ছন্দে ছুটে চলে। তার এই ছুটে চলা মানবজীবনেও গতিময়তার সৃষ্টি করে। পাখির ডাকহীন নির্জন দুপুর, ভয়ংকর পাহাড়ের চোখরাঙানি সবকিছুকে উপেক্ষা করে সে নির্ভয়ে ছুটে চলে। এটি গতিশীল ও সৌন্দর্যের প্রতীক। এটি চলার পথে পাথরের বুকে আনন্দের পদচিহ্ন রেখে যায়। ঝরনার এই ছন্দময় চলার গতির সঙ্গে উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ণিত নদীর গতির সাদৃশ্য বিদ্যমান। উদ্দীপকের নদীও আপন গতিতে পাগলপারা। পথ চলতে চলতে সে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে। এভাবে 'ঝরনার গান' কবিতার ঝরনার ছুটে চলা উদ্দীপকের নদীর ছুটে চলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : 'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে উদ্দীপকের নদীর গতিপ্রকৃতির মিল রয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই জলের প্রবাহ ধারাটি আপন আপন ছন্দে গতিশীল। এই গতিময়তাই পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘ "মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'ঝরনার গান' কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন মাত্র, সামগ্রিকতা নয়।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

মানুষ নানাভাবে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করে। প্রকৃতির অপরূপ রূপে তাদের মন ভরে যায়। ফলে তারা মনের দুঃখ ও পরিতাপ ভুলে গিয়ে নতুনভাবে জেগে ওঠে। প্রকৃতির নদী, ঝরনা প্রভৃতির আপন আপন ছন্দ ও ছুটে চলার গতি মানবজীবনে নতুন ছন্দ আনে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

'ঝরনার গান' কবিতায় কবি ঝরনার গতিময়তা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটি তুলে ধরেছেন। ঝরনার ছন্দময় বয়ে চলাকে মানুষের কর্মচঞ্চলতার সঙ্গে সাদৃশ্য করেছেন। ঝরনার চলার এই গতির সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য থাকলেও মানুষের জীবনের কর্মচঞ্চলতার সঙ্গে এর মিল নেই। কারণ ঝরনা পাখির ডাকহীন নির্জন দুপুর, ভয়ংকর পাহাড়ের ভয় দেখানো– সবকিছু উপেক্ষা করে ছুটে চলে; আর উদ্দীপকের নদী আপন গতিতে আত্মহারা, পাগলপারা। এছাড়া কবিতায় ঝরনার অপরূপ সৌন্দর্যের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকে নদীর গতিময়তার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। সে নবীন পাতায়, ফুলের ধারায় আপন গতিতে ছুটে চলে। তার পথ চলার ছন্দ মানুষকে কর্মচঞ্চল করে না। কিন্তু ঝরনা তার চলার ছন্দে মানুষের মনে আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। নতুনভাবে জেগে উঠে কাজের মধ্যে শান্তি খুঁজে পাওয়ার অনুপ্রেরণা দান করে। ঝরনা নির্জন পাহাড়ের মৌনতা ভেঙে যে সৌন্দর্য বিস্তার করে ছুটে চলে তা উদ্দীপকে নদীর চলায় তা নেই। তাই যথার্থই বলা যায়, মিল থাকলেও উদ্দীপকটি 'ঝরনার গান' কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন মাত্র, সামগ্রিকতা নয়। তাই মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : ঝরনার গতিময় ছুটে চলার সঙ্গে উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু কবিতায় ঝরনার যে সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে তা উদ্দীপকে নেই। সামগ্রিকতার বিচারে উদ্দীপকে 'ঝরনার গান' কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদের দিকটি আহসান হাবীবের কবিতায় বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করেছে।

খ আলোচ্য কথাটি কবি গরিব ও অভাবী মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর জানাশোনার বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন।

কবি আহসান হাবীবের 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় নিজের দেশের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজেকে তাঁর দেশের বাস্তব পরিবেশের একজন পরিচিত ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেছেন। কেননা, তাঁর পরিচিত জনপদ, জনপদের মানুষ, মাঠ, খালবিল নানা অনুষঙ্গ তাঁর কাছে অতি পরিচিত এবং তিনিও সেসবের চেনাজানা একজন। তাই তিনি স্বদেশের অভাবী মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কেও জানতেন। জানতেন তাদের অভাবের সংসারে শূন্য খাঁ খাঁ রান্নাঘর সম্পর্কেও।

উত্তরের মূলকথা : 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় জমিলার মা সমাজে বসবাসরত গরিব মানুষের প্রতিনিধি। কবি তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানেন বলে আলোচ্য কথাটি বলেছেন।

গ উদ্দীপকের ভাববস্তুর সাথে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় বর্ণিত গ্রামীণ পরিবেশের নানা অনুষঙ্গ এবং কবির অনুভূতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

জন্মভূমির প্রতি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই গভীর অনুরাগ রয়েছে। জন্মভূমির প্রতি মানুষের মুগ্ধতার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও অনুভূতি এক ও অভিন্ন। মানুষ তার জন্মভূমির আলো বাতাসে, প্রকৃতির স্নেহে বেড়ে ওঠে। কেননা এজন্যই মানুষ প্রিয় জন্মভূমির মাটির টানে বারবার ফিরে আসতে চায়।

'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবির পরিচিত জনপদ, আসমান, জমিন, জোনাকি, গাছ, পুকুর, পাখি, রাত, বাঁশবাগান, মাছরাঙা প্রভৃতি বিষয় অনুষঙ্গ এবং কদম আলী, জমিলার মা, লাঙল বৈঠার কর্মী ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে উদ্দীপকের কবি গ্রামীণ জনপদের নানা অনুষঙ্গে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। সবুজ সোনার গায়ে তাঁর মন ছুটে যায়, যেখানে কদমের ডালে কোকিল ডাকে, সেখানে ভাটিয়ালি গানের সুর কণ্ঠে নিয়ে মাঝি নদীর বাঁকে বাঁকে নৌকা বায়। সেখানে রাতের বেলা ডাহুক ডাকে, ভোরে শিশির দূর্বাঘাসে জমে থাকে, সকালের পূর্বাকাশে সূর্য হাসে, রাখালেরা গরু নিয়ে মাঠে যায়, বাঁশি বাজায়। উদ্দীপকের এই বিষয়গুলো 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় প্রতিফলিত গ্রামীণ পরিবেশ এবং গ্রামীণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক এবং কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং এসবের প্রতি এদেশের মানুষের গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকে গ্রামীণ জনপদের যেসব উপাদানের কথা বলা হয়েছে তা 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় প্রতিফলিত বিষয়ের অনুষঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ কারণ উদ্দীপকে প্রতিফলিত গ্রামীণ পরিবেশ ও স্বদেশ প্রকৃতির বিষয় ছাড়াও কবিতায় বিভিন্ন বিষয় প্রতিফলিত হওয়ায় উদ্দীপকটি 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার অখণ্ড ভাব প্রকাশ করে না।

মানুষ মাত্রই তার জন্মভূমিকে ভালোবাসে। জন্মভূমির রূপলাবণ্যে হয় সে মুগ্ধ। এই মুগ্ধতার প্রকাশ একেকজনের নিকট একেকভাবে ধরা দেয়। তবুও অনুভূতির জগতে তা এক ও অভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতির পরিবেশে বসবাসরত মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়। এখানে একজনের মনের সঙ্গে অন্যজনের মনের অনুভূতি আলাদা। তাই নিজ দেশের প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক থাকলেও স্বদেশপ্রীতি এক ও অভিন্ন হয় না।

উদ্দীপকে স্বদেশের গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে। গ্রামীণ পরিবেশ, প্রকৃতির নানা উপাদান, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এবং তাদের জীবনাচরণ প্রভৃতি এখানে ফুটে উঠেছে। এই বিষয়গুলো 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় প্রতিফলিত গ্রামীণ পরিবেশের নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু কবিতায় প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের জীবনযাপন, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং কবির আত্মপরিচয়ের যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা উদ্দীপকে ফুটে ওঠেনি। গ্রামীণ জনপদের নানা অনুষঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগের যে বিষয়টির কথা কবি বলেছেন তা উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় না।

কবি আহসান হাবীব 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় দেশকে অনুভব করে দেশের মানুষকে আপন করে নেওয়ার যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন, তা উদ্দীপকে নেই। আলোচ্য কবিতায় জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের এবং কবির নিজের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে তিনি প্রকৃতির প্রসঙ্গ কবিতায় তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকে এভাবে প্রকৃতির প্রসঙ্গ নেই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার অখণ্ড ভাব প্রকাশ করে না।

উত্তরের মূলকথা : 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবি জন্মভূমিতে নিজের অস্তিত্ব গাঁথা আছে বলে নানা প্রসঙ্গ এনে দাবি করেছেন। উদ্দীপকে এই বিষয়টি না থাকায় তা কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করতে পারেনি। এজন্য উদ্দীপকে প্রকাশিত ভাবটি কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজউইক' পত্রিকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাজনীতির কবি' আখ্যা দেয়।

খ 'শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প' বলতে কবি **১৯৭১** সালের ৭ই মার্চের বিকেল বেলায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে বুঝিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বিকেলে লাখ লাখ মানুষ অপেক্ষা করছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শোনার জন্য। এ বিকেলেই তিনি সেই জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ বিকেলেই সেদিন মুক্তির দিকনির্দেশনা পেয়েছিল এবং বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। তাই কবি এই বিকেলে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যকে 'শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প' বলেছেন।

উত্তরের মূলকথা : **১৯৭১** সালের ৭ই মার্চ বিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। এ কারণে কবি এই বিকেলের বক্তব্যকে 'শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প' বলেছেন।

গ উদ্দীপকের সঙ্গে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'– কবিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সর্বস্তরের মানুষের সাড়া দেওয়ার বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতায় কবি আগামী দিনের মানুষের জ্ঞাতার্থে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। কবির প্রত্যাশা, যেন অনাগত শিশুরা একদিন প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারে। তারা যেন বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। কবি মনে করেন অনাগত শিশুদের কাছে এই কথাটি জানিয়ে দেওয়া অপরিহার্য যে, রেসকোর্স ময়দানের যে জায়গায় আজ শিশু পার্ক অবস্থিত সেখানকার মঞ্চ থেকেই বাঙালির আজন্ম লালিত শব্দ 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'– কবিতায় কবি স্বাধীনতাকামী মানুষের উপস্থিতি দেখিয়েছেন। কবিতায় ৭ই মার্চের ভাষণের দিকটি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ সেদিন রেসকোর্স ময়দানে একত্র হয়। উদ্দীপকেও বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতাকামী মানুষের জেগে ওঠার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। মহান নেতার ডাকে ছাত্র-যুবক-কৃষক-মজুর সবাই অস্ত্র ধরেছে। ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সর্বস্তরের মানুষের সাড়া দেওয়ার বিষয়টি উদ্দীপকটিকে 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'– কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

উত্তরের মূলকথা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশের সর্বস্তরের মানুষ মুক্তির জন্য জেগে উঠেছে। কবিতার এ বিষয়টি উদ্দীপকেও এসেছে। এদিক থেকে উদ্দীপকটি কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ "উদ্দীপকের গান এবং 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'— কবিতার বক্তব্য একই প্রজন্মের জন্য।"— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গাবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বজ্রকণ্ঠে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের নিগড় থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। বাঙালি জাতি এ সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে এনেছে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কারণ বাঙালি বীরের জাতি। আর আগামী প্রজন্ম যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অগ্রসর হতে পারে সেজন্য তাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ করে দিতে হবে।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'— কবিতার মধ্য দিয়ে কবি আমাদের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে একত্র করেছিল। জনসমুদ্রের জোয়ার জেগেছিল সেদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে রাজনীতির কবি বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে মঞ্চে এলেন। শোনালেন বাঙালির আশার বাণী। কবি সেই স্মৃতিকে আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চেয়েছেন। উদ্দীপকের গানেও বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকের বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রকাশিত হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের একত্র হওয়ার বিষয়টি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সেদিন বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল লাখ লাখ মানুষ।

উদ্দীপকের গানটি আগামী প্রজন্মের জন্য। যাতে তারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজেদের এগিয়ে নিতে পারে। 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার বক্তব্যেও একই চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। তাই মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : একাত্তর পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনায় একাত্ম করার বিষয়টি 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতার পাশাপাশি উদ্দীপকেও প্রকাশ পেয়েছে। আর উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা উঠে এসেছে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক গাঁয়ের লোক বুধাকে কাকতাড়ুয়া নামে ডাকে।

খ বুধার মুখ থেকে যুদ্ধ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গ্রামের চেয়ারম্যান আহাদ মুন্সি শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী আহাদ মুন্সির কাছে যুদ্ধ শব্দটা তাই আতঙ্কের মতো। একদিন রাস্তায় বুধার সাথে তার দেখা হলে বুধার সরল চেহারা দেখে তার মায়া হয়। হাসিমুখে নাম জিজ্ঞেস করলে বুধা বলে তার নাম যুদ্ধ। বুধার মুখ থেকে এ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠে যায়।

উত্তরের মূলকথা : স্বাধীনতাবিরোধী আহাদ মুন্সির কাছে যুদ্ধ শব্দটা আতঙ্কের মতো। তাই বুধার মুখ থেকে যুদ্ধ শব্দটা শুনে আহাদ মুন্সির চোখ কপালে উঠেছিল।

গ উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার পরিবারের সবাই কলেরা মহামারিতে মারা যায়। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে বুধা ভীষণ শোকাহত হয়। তার চাচি তাকে সাময়িক আশ্রয় দেয়। চাচির বিভিন্ন কটূ কথায় রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়। ছন্নছাড়া হয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কষ্টে বুধার জীবন অতিবাহিত হয়। বুধা মানুষের বাড়িতে বা বাজারে খাবারের বিনিময়ে কাজ করে। এভাবেই বহুকষ্টে বুধার দিন কাটে।

উদ্দীপকে রাজিনের বাবা-মা ও বোন করোনা ভাইরাসে মারা যায়। চোখের সামনে সবাইকে মারা যেতে দেখে রাজিন শোকে যেন পাথর হয়ে যায়। সবাইকে হারিয়ে রাজিন অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। কারও কাছে সে স্থায়ীভাবে আশ্রয় পায়নি। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কোনো সহানুভূতি পায়নি। কেউ তাকে স্নেহের বন্ধনে কাছে টেনে নেয়নি। এমন সঙ্কটকালীন মুহূর্তে রাজিন আত্মীয়-স্বজনদের কাছে করুণার পাত্রে পরিণত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

উত্তরের মূলকথা : 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বুধার পরিবারের সবাই কলেরায় মারা যায়। একইভাবে, উদ্দীপকে রাজিনের বাবা-মা ও বোন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মারা যায়। এদিক থেকে উদ্দীপকের রাজিনের সাথে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি হলো বুধা।

ঘ "উদ্দীপকের রাজিনের জীবন সংগ্রাম এবং 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধার সংগ্রামী জীবন এক নয়।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা কলেরা মহামারিতে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়। আপনজন কেউ না থাকায় বুধা পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চাচির রূঢ় ব্যবহারে বুধা চাচির বাড়ি ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে বেড়ায়। বুধা এতিম হলেও কারও করুণা প্রত্যাশী ছিল না। জীবিকার জন্য সে টুকিটাকি কাজ করেছে।

উদ্দীপকের রাজিন করোনা ভাইরাসে পরিবারের সবাইকে হারিয়েছে। এতিম হয়ে সে বহুকষ্টে দিনাতিপাত করছে। বেঁচে থাকার জন্য তাকে আত্মীয়-সন্বজনের কাছে করুণার পাত্র হতে হয়েছে। একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা তার জীবনটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। চোখের সামনে আপনজনদের মৃত্যু তাকে গভীরভাবে শোকাহত করেছে। তার জীবনটা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছে। এভাবেই তাকে এখন জীবন সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের বুধা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। পাকহানাদার বাহিনীর অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। এজন্য সে শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। মিলিটারি ক্যাম্পে রেকি করা, আহাদ মুন্সির বাড়িতে আগুন দেওয়া, বাঙ্কারে মাইন পুঁতে রাখার মতো দুঃসাহসিক কাজ বুধা সম্পন্ন করেছে। এসব কাজের মাধ্যমে বুধার জীবনে সংগ্রামী চেতনা ফুটে ওঠেছে। কিন্তু উদ্দীপকের রাজিনের ক্ষেত্রে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। রাজিনের জীবনে কেবল জীবিকার জন্য সংগ্রামের দিকটি ওঠে এসেছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

উত্তরের মূলকথা : একাকী টিকে থাকার লড়াই ছাড়াও বুধা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। উদ্দীপকের রাজিনের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক হরিকাকু বুধাকে 'মানিক রতন' বলে ডাকে।

খ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শাহাবুদ্দিন বুধার ছবি আঁকবে, কারণ বুধা অনেক সাহসী আর বুদ্ধিমান।

কোনোকিছুতেই বুধার ভয় নেই। সে সাহসী। আহাদ মুন্সি আর রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে সে আগুন দিয়েছে। মিলিটারি ক্যাম্পে গিয়ে খবর সংগ্রহ করেছে। তাদের ক্যাম্পে মাইন বসিয়েছে। সে কঠিন দুরবস্থার মধ্যেও বুদ্ধির জোরে গ্রামে থেকেছে। এসব দেখে তার দুঃসাহসের প্রমাণ পায় শাহাবুদ্দিন। এ কারণে দেশ স্বাধীন হলে শাহাবুদ্দিন বুধার ছবি আঁকতে চায়।

উত্তরের মূলকথা : বুধা স্বাধীনতাযুদ্ধে অনেক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তাই দেশ স্বাধীন হলে শাহাবুদ্দিন বুধার ছবি আঁকবে।

গ উদ্দীপক-১এ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা হলো মহামারি কলেরাতে পুরো গ্রাম বিলিন হয়ে যাওয়া।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, মহামারি কলেরায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ার দৃশ্য। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। বুধাদের গ্রামটিও কলেরাতে শেষ হয়ে গেছে। তার পরিবারের সবাই মারা গেছে। নিজের চোখের সামনে সে আপনজনদের মৃত্যু দেখেছে। এসব মৃত্যু দেখে এখন সে যেন কাঠ হয়ে গেছে। তার মন থেকে মৃত্যুর ভয় চিরতরে দূরে চলে গেছে। সে যেন মৃত্যুভয়হীন এক দুরন্ত কিশোর।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ণিত হয়েছে– সুনামির বিধ্বংসী আলোড়ন যেন আবার হানা দিয়েছে। এসেছে এক অভিনব মহামারি করোনা। যা অন্যান্য মহামারি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সারা পৃথিবীতে এর বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়েছে। কোভিডের ভয়ে সারা পৃথিবী যেন কেঁপে উঠেছে। এক কথায় করোনা নামের এক আধুনিক মহামারি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ। যেমনটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসেও বর্ণিত হয়েছে। তাই বলা যায় উপন্যাসের মহামারির বিষয়টি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : কলেরা মহামারিতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর বিষয়টি উদ্দীপক-১ এ প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপক-২এর বিষয়বস্তু থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট আরও বিস্তৃত"– উক্তিটি যথার্থ।

'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের কাহিনি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এটি একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। একজন কিশোর কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠে তার নেপথ্যের কাহিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। তবে মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনার পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। একটি সার্থক উপন্যাসে মূল কাহিনির পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরতে হয়। যার ইতিবাচক বিবরণ 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে বিদ্যমান।

উদ্দীপকে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে। আজিজ সাহেব একজন সাংবাদিক। তবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশমাতৃকার টানে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। গ্রামের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। তার অদম্য প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি। যুবসম্প্রদায় তার আহ্বানে সাড়া দেয়। এমনকি অনেক সাধারণ পরিবারের সদস্যরা কাউকে কিছু না জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর এ বিষয়গুলো সাংবাদিক আজিজ ছদ্মবেশে অতি গোপনে পর্যবেক্ষণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের বিবরণ থাকলেও তা বর্ণিত হয়েছে অতি সংক্ষিপ্তাকারে। আর 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত বৃহৎ কলেবরে। অর্থাৎ উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কিছুটা হলেও আলোচ্য উপন্যাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে উভয়ক্ষেত্রে কাহিনির বিস্তৃত বর্ণনায় অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের বিষয়বস্তু থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট আরও বিস্তৃত বলেই প্রতীয়মান হয়।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপক-২এর বিষয়বস্তু থেকে 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহিপীরের প্রথম স্ত্রী চৌদ্দ বছর আগে এন্তেকাল করেন।

খ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল।

বহিপীর তাহেরার মা-বাবার সহযোগিতায় তার অমত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বহিপীর হাতেম আলির বজরায় তাহেরার উপস্থিতি টের পান। তাহেরাকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে সে রাজি না হওয়ায় তিনি হকিকুল্লাহকে পুলিশ ডাকতে বলেন। কিন্তু কনের অমতে বিয়ে করায় বহিপীরের বিপদ হতে পারে ভেবে হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল।

উত্তরের মূলকথা : বহিপীরের বিপদের আশঙ্কায় হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারী হারানোর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

হাতেম আলী একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খাজনা বাকি পড়ার কারণে সূর্যাস্ত আইনে তার জমিদারি নিলামে উঠবে। নিজের জমিদারি বাঁচাতে তিনি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে শহরে আসেন। শহরের বন্ধুর কাছে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তার বন্ধু কথা দেওয়ার পরও তাকে কোনো অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। ফলে তিনি পূর্বপুরুষের জমিদারি হারানোর ভয়ে কাতর।

উদ্দীপক-১ এ বলা হয়েছে চিরদিন কারও সমান যায় না। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ মিলিয়েই জীবন। এ জীবনে একচ্ছত্র সুখ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কল্পনা করা যায় না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ এটাই চলছে। তাই আজ যে রাজাধিরাজ, কাল সে ভিখারি। এমনটিই আমরা প্রত্যক্ষ করি 'বহিপীর' নাটকে। হাতেম আলী জমিদারি হারানোর বেদনায় দিশেহারা। অর্থাৎ দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারি হারাতে বসার পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

উত্তরের মূলকথা : দৃশ্যকল্প-১ এর পরিস্থিতি 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলীর জমিদারি হারানোর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী।

ঘ "দৃশ্যকল্প-২ এর চেতনা 'বহিপীর' নাটকের হাশেম-এর চেতনারই ধারক"— মন্তব্যটি যথার্থ।

সমাজে মানুষই মানুষের বিপদে এগিয়ে আসে। আবার মানুষই মানুষের শত্রু হয়ে পাশবিক আচরণ করে। কাজেই মানুষে মানুষে যে হিংসা-দ্বেষ আছে তা দূর করার জন্য মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানো জরুরি। তাহলে মানবতা লজ্জিত হবে না। সমাজ উন্নত হবে।

দৃশ্যকল্প-২ এ সবলকে আঁকড়ে ধরে দুর্বলের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়াতে কারও কোনো ক্ষতি আছে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে। এখানে মূলত দুর্বল-সবলের সহাবস্থান এবং দুর্বলকে রক্ষা করার মানবিক দিকটি প্রত্যাশা করা হয়েছে। এই বিষয়টি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার প্রতি হাশেমের সহানুভূতির প্রকাশ, বিপদ থেকে উদ্ধারে তৎপরতা ও সংসারের স্বপ্ন দেখানোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা ও সৎমা পিরভক্ত। তারা বহিপীরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে খুশি করে পুণ্য অর্জন করতে চায়। পিরের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই তারা মেয়ে তাহেরাকে পিরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। তাহেরা বৃদ্ধ পিরের সঙ্গে তার বিয়ে মেনে নিতে পারে না। ফলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং জমিদারের বজরায় তার আশ্রয় হয়। সেখানে জমিদারপুত্র হাশেমকে সে সব ঘটনা জানায় এবং হাশেমও তার অসম বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তাহেরার মানসিক অবস্থা এবং তার অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে হাশেম তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এভাবে তাহেরার প্রতি হাশেমের মনোভাব দৃশ্যকল্প-২ এর অনুরূপ হয়ে ওঠে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকে অসহায় দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিকটি 'বহিপীর' নাটকের হাশেম চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ সে দুর্বল ও অসহায় তাহেরার পাশে দাঁড়িয়েছে। তার প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এ দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নৌকার সঙ্গে বজরার ধাক্কা লেগেছিল।

খ পুলিশে খবর দিলে আইনি ঝামেলা হতে পারে ভেবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশে খবর দিতে নিষেধ করেন।

বহিপীর তার এক মুরিদের কন্যা তাহেরাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাহেরা অসম বিয়ে মেনে না নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তখন তাহেরার বাবা পুলিশে খবর দিতে চান। তবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশের নিকট খবর দিতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, পুলিশে খবর দিলে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা তিনি চান না।

উত্তরের মূলকথা : পুলিশে খবর দিলে আইনি ঝামেলা হতে পারে ভেবে পির সাহেব মুরিদকে পুলিশে খবর দিতে নিষেধ করেন।

গ উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য রয়েছে।

'বহিপীর' নাটকের এক প্রতিবাদী চরিত্র তাহেরা। এক বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কেননা তাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির ঘটনাপ্রবহ আবর্তিত হয়েছে। সে মাতৃহারা, তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাবা ও সৎমা তাকে বৃদ্ধ পিরের সাথে বিয়ে দিলে তা সে মেনে নেয়নি বরং পালিয়েছে। দুঃসাহসের সাথে শহরবাসী বজরায় চড়ে বসেছে।

উদ্দীপকের শিরিন কলেজে পড়ে। তার বাবা-মা তাকে এখনই বিয়ে দিতে চায়। বিয়ে ঠিক হয় একই মহল্লার ধনী লোক রহিম মিয়ার প্রবাসী ছেলের সাথে। পাত্র বিদেশে থাকে আবার সহায়-সম্পত্তিও অনেক। এমন বিত্তশালী পাত্রকে শিরিনের বাবা-মা হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু শিরিন রাজি হয় না। সে কিছুতেই এখন বিয়ে করবে না। সে আগে পড়ালেখা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। এমন মানবিক ভাবনা ও প্রতিবাদী চেতনা নাটকের তাহেরার মধ্যেও লক্ষণীয়। উদ্দীপকের শিরিনও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মতো একটি প্রতিবাদী চরিত্র। উভয়ের বিয়ে এবং প্রতিবাদী মনোভাবে সাদৃশ্য রয়েছে।

উত্তরের মূলকথা : উদ্দীপকের শিরিন চরিত্রের সাথে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপই যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা।"— উক্তিটি যৌক্তিক।

'বহিপীর' নাটকে বর্ণিত পুণ্য লাভের আশায় তাহেরার বাবা ও সৎমা তাহেরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পির সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দেয়। এটি মেনে নিতে পারেনি বলে তাহেরা পালিয়ে যায় এবং হাতেম আলির বজরায় আশ্রয় নেয়। এখানে তার প্রতিবাদী দিকটি প্রস্ফুটিত হয়।

উদ্দীপকের শিরিন কলেজ পড়ুয়া শিক্ষিত মেয়ে। তার ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। ধনীর দুলালের সাথে তার বিয়ে ঠিক করা হলে তাতে সে রাজি হয়নি। সে বাবা-মাকে সব জানিয়ে দিয়েছে এখন সে বিয়ে করবে না। সে আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এমন দৃঢ় মনোবল আর প্রতিবাদী দিকটি তাহেরার মধ্যেও বিদ্যমান।

'বহিপীর' নাটকের তাহেরাকে বিশ শতকের প্রারম্ভে নারী অধিকার ও জাগরণের প্রতীক চরিত্র বলা হয়। সে জমিদারের অসহায়ত্বের কথা জেনেছে এবং বৃদ্ধের সাথে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। এখানে সে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের শিরিনের এমন মনোভাব ফুটে ওঠেনি। শিরিন এখনই বিয়ে করবে না; বাবা-মা তার কথায় রাজি না হওয়ায় নিরুপায় হয়ে ৯৯৯-এ কল করে প্রশাসনের সহযোগিতায় নিজের বিয়ে বন্ধ করে। এটি তার প্রতিবাদী চেতনা, মানবিক নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপ তাহেরার সাথে অনেকাংশেই মিলে যায়। যে কারণে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা হয়ে উঠেছে।

উত্তরের মূলকথা : "উদ্দীপকের শিরিনের পদক্ষেপই যেন 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল চেতনা।"— উক্তিটি যৌক্তিক।